

পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র

শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র দের

কর-কমলে

অমূল্য !

প্রাণাধিক ছাত্র তুমি, বন্ধু তুমি প্রিয়বর,
হয় তো বা কোন্ যুগে ছিলে মোর সহোদর।
দেহ তব প'ড়ে থাকে সুদূর আবাসে হায়,
প্রাণখানি ঘোরে নিতি আমারি এ আঙিনায়।
আমার আখরগুলি হোক্ না সে কদাকার,
তোমার আঁখির আগে সুষমার পারাবার।
প্রাণটী উজাড় ক'রে আমারে দিয়েছ প্রিয়,
তুচ্ছ এই প্রতিদান আদরে তুলিয়া নিও।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

ভূমিকা



নাট্যরসিকগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত "চাঁদের মেয়ে" আজ প্রকাশিত হইল। চাঁদ রায়ের আদরের দুলালী সোনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী লইয়া নাটকখানি রচিত। যাঁহারা "চাঁদের মেয়ে" পড়িতে গিয়া মানসিংহ ও কার্ভালোকে খুঁজিবেন, তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই, আমি সোনার জীবন-নাট্য লিখিয়াছি, চাঁদ-কেদারের কহিনী লিখি নাই। সমাজের শাণিত খড়্গাঘাতে হিন্দুনারীর যে অসহায় কান্না আমাদের ধ্বংসের পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই আমি রূপ দিতে চাহিয়াছি। অভিনয় দেখিয়া হাজার হাজার দর্শক চোখের জল ফেলিয়াছে, গ্রন্থকারকে বাহবা দিয়াছে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই —নারীর বুকের উপর হিন্দুসমাজের জগদ্দল পাহাড় তেমনি চাপিয়া আছে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, পার্ব্বতীর বেদনাহত ছবি কতবার নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়া গিয়াছেন, তবু সেই *tradition* এক ভাবেই চলিয়াছে ; আমি তো তুচ্ছ শিল্পী। তবে কি এ চেষ্টার কোন মূল্য নাই ? নিশ্চয়ই আছে, যদি এ চেষ্টায় আন্তরিকতা থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন "বন্দে মাতরম্" গান লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি ভাবেন নাই, এই স্রোতেই এক দিন ভারতে বন্যা আনিবে। আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই, জয়যাত্রার পুরোভাগে সঙ্গীন লইয়া দাঁড়াইতে পারিব না, কিন্তু পিছন হইতে জয়ধ্বনি দিতে আমারও অধিকার আছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক্ সোনাকে চাঁদের ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ চাঁদ রায়কে কেদার রায়ের পিতা বলিতেও ছাড়েন নাই। সেদিনকার কথা ; আজও কেশার মার দীঘিতে, কাচ্কীর দরোজায়, কেদারবাড়ীর ধূলিকণায় কেদার রায়ের কীর্ত্তি বিজড়িত, তবু ঐতিহাসিকেরা এঁদের পরিচয় অনুসন্ধান করেন ম্যাক্মিলানের পুস্তকালয়ে। বাঙ্গালী এমনি করিয়াই এতদিন ঘরের ঠাকুরটীকে ফেলিয়া পরের কুকুটীকে পূজা করিয়াছে। হায়, কবে এই জাতি পরের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া ঘরের দিকে মুখ ফিরাইবে ? কবে দূর হইবে এই আত্মকলহ, এই নেতৃত্বের মোহ, আর সমাজের অনাবশ্যক অনুশাসন ? বাঙ্গালীর যে কি ছিল, কি নাই, কেন গেল,

আর কি করিয়াই বা ফিরিয়া পাওয়া যায়, এই কথাটাই আজ বুঝানো দরকার —বক্তৃতামঞ্চ হইতে নয়, কর্দ্দমাক্ত পথে নামিয়া বুঝাইতে হইবে। আমরা যাত্রা-লেখকেরা সেই পথটাই বাছিয়া লইয়াছি। তুমি নাট্যাচার্য্য, নাট্যরথী —ঐশ্বর্য্যের সোনার মঞ্চ হইতে বহুবার আবেগময়কণ্ঠে জাগরণের গান গাহিয়াছ, প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে মুখরিত হইয়াছে, কিন্তু তোমার গান শুনিয়াছে কয়জনে? যেখানে রামা মুচি আর দীনু খানসামা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কাজ করিতেছে, তোমার গান সেখানে তো পৌছায় নাই; সমাজের বোঝা যাহারা বাসুকির মত মাথায় করিয়া আছে, তারা তো তোমার জাগরণী শুনিল না! আমরা অপাংক্তেয়, আমাদের লেখা অপাঠ্য, কিন্তু আমাদের কথা—হোক্ সে অমার্জ্জিত, তবু কান পাতিয়া শোনে দেশের পনর আনা লোক, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকার্জ্জন করে। যদি তোমার জাগরণী শুনাইতে চাও, এদেরই মধ্যে তোমাকে নামিয়া আসিতে হইবে—অধিকাংশ বাঙ্গালীর প্রাণ যে সুরে বাঁধা, সেই সুরেই তোমায় গাহিতে হইবে।

"চাঁদের মেয়ে" নাটকের একটা নিজস্ব নাটকীয় ইতিহাস আছে। এ নাটকের অভিনয়ে অমৃত অনেক উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু বিষও উঠিয়াছে অনেক। নাটকখানি প্রথমতঃ কলিকাতার প্রসিদ্ধ গণেশ অপেরা পার্টিতে দেওয়ার প্রস্তাব হয়। তাঁহাদের সাময়িক প্রত্যাখানের পর ক্রমে ক্রমে আর্য্য অপেরা, জয়ন্তী অপেরা ও ভোলানাথ অপেরার দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, বই না পড়িয়াই ইঁহারা শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া গেলেন। অবশেষে বরিশালের নট্ট কোং বুক ঠুকিয়া ইহাকে গ্রহণ করিলেন। আট মাস পরে চাঁদের দুলালী যেদিন ঘোমটা খুলিল, সে দিন সত্যই স্মরণীয়। দীর্ঘ দুই বৎসরকাল "চাঁদের মেয়ে" যে অর্থ ও যশ অর্জ্জন করিয়াছে, যাত্রার নাটকের পক্ষে তাহা দুর্লভ।

নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য নট্ট কোং যে অর্থব্যয় ও আয়াস-স্বীকার করিয়াছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

চাঁদ রায়	...	...	শ্রীপুরাধিপতি।
কেদার রায়	...	...	ঐ সহোদর।
কাঞ্চন ও চম্পক	...	...	কেদার রায়ের পুত্র।
শ্রীমন্ত	...	...	রাজগুরু।
দেবল	...	...	শ্রীমন্তের জ্ঞাতি ভ্রাতা।
ঈশা খাঁ	...	...	সোনারগাঁর দুর্গাধিপতি।
এনায়েৎ	...	...	ঈশা খাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু।

কেশরী, বান্দা, দিলপিয়ার, সনাতন, চাষা, রক্ষী, মাঝি,
রাখালবালক, কৃষকবালকগণ, লাঠিয়ালগণ,
নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ভবানী	...	...	চাঁদ রায়ের স্ত্রী।
স্বর্ণময়ী	...	...	চাঁদ রায়ের কন্যা।
কেশার মা	...	...	চাঁদ-কেদারের ধাত্রী।
আলেয়া	...	...	ঈশা খাঁর ভগ্নী।

জগদম্বা, গুলবাহার, দাসী, বাইজিগণ, নাগরিকাগণ,
দেবদাসীগণ ইত্যাদি।

চাঁদের মেয়ে



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালীগঙ্গার উপকূলস্থ হাওয়াখানা।

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। বিয়ের নামে মেয়েদের প্রাণ না কি আনন্দে নেচে ওঠে! তবে আমার মনটা এমন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন? কেন এমন স্বপ্ন দেখ্‌লুম? কে যেন আমার হাত দু'টি ধ'রে বল্‌লে,—"স্বর্ণ, আমায় কি ভুলে গেছ?" সে চোখে কি করুণ দৃষ্টি! সে যেন আমার বহু দিনের পরিচিত! তাই তো, কি হ'লো—কি হ'লো আমার কোটীশ্বর?

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

সখি, ফুট্‌লো বুঝি বিয়ের ফুল!
থাবি খাওয়ার শেষ হয়েছে, মিলেছে আজ নদীর কুল॥
অকালে তাই বইছে মলয়, কোকিল ডাকে "কু"
দোয়েল শ্যামা পাগল হ'লো বাঁশীতে দিয়ে ফুঁ,

আজকে শুধু হাসির ছড়া, বুকের ব্যথা বাসি মড়া,
আজকে শুধু স্বপ্ন দেখা, পদে পদে বেজায় ভুল।

স্বর্ণময়ী। না বোন্, তোরা যা মনে কর্‌ছিস, তা নয়; আমার মন এ বিবাহে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

১ম সহচরী। ঠমক্ দেখে বাঁচি নে! আয় লো আয়, নাগরীকে একটু একলা থাক্‌তে দে। [সহচরীগণের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কোটীশ্বর! বুকে বল দাও, মনটা শান্ত কর প্রভু!

নেপথ্যে শ্রীমন্ত। স্বর্ণময়ী!

স্বর্ণময়ী। কে—গুরুদেব নয়? [অগ্রসর হইয়া] আসুন—আসুন গুরুদেব!

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। [প্রণাম করিয়া] এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য আমার! সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমি আজ আপনারই দর্শন কামনা কর্‌ছিলুম। গুরুদেব! আমি তো বেশ সুস্থ হয়েছি, তবে কাকা আমায় এখনও এই হাওয়াখানায় রেখেছেন কেন?

শ্রীমন্ত। কারণ আছে,—তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হ'চ্ছে।

স্বর্ণময়ী। তার জন্য আমার এই নির্জ্জনবাস প্রয়োজন? যাক্—কাকা যা ভাল বোঝেন, তাতেই আমার মঙ্গল। কিন্তু গুরুদেব! বিবাহের নামে কেন আমার মনটা এমন কেঁদে উঠ্‌ছে?

শ্রীমন্ত। ওঠ্‌বারই কথা।

স্বর্ণময়ী। পর পর তিন রাত্রি একই স্বপ্ন দেখ্‌ছি। এক সুন্দর যুবা আমার হাত ধ'রে যেন সকাতরে বল্‌ছে,—"স্বর্ণ, আমায় কি তুমি ভুলে গেছ?"

শ্রীমন্ত। হ'তেই হবে,—এ হিন্দুর শাস্ত্র। তারপর তুমি কি স্থির করেছ মা?

স্বর্ণময়ী। আমি আর কি স্থির কর্‌বো গুরুদেব? নারী হ'য়ে জন্মেছি, বিবাহ কর্‌তেই হবে; তার উপর গুরুজনের এ বিধান আমার মঙ্গলেরই জন্য।

শ্রীমন্ত। না স্বর্ণ, এতে তোমার ঘোর অমঙ্গল।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব—

শ্রীমন্ত। তোমার যদি বিবাহ হয়, তোমার পিতৃকুল অনন্ত কালের জন্য নরকস্থ হবে, আমারও পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গের শান্তির আশ্রয় হ'তে রৌরব-নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

স্বর্ণময়ী। আমার জন্য? কেন ব্রাহ্মণ, আমি কি এমনি অভাগিনী?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ মা, এমনি অভাগিনী। তোমার রূপ আত্মীয়-স্বজনের অভিশাপ—তোমার যৌবন আতঙ্কের স্থল। স্বর্ণ! তুই বিবাহ করিস্ নে, জগতের উপর চিরকাল এমনি ক'রে মমতার জাহ্নবীধারার মত ব'য়ে যা। কি প্রয়োজন মা বিবাহের? আয়, তোকে আমি কোটীশ্বরের পায়ে উৎসর্গ ক'রে দিই! সে বিবাহে বৈধব্য নেই, দাম্পত্য-কলহ নেই; সে স্বামী মরে না, বৃদ্ধ হয় না, জরায় তার দেহে একটা রেখাও পড়ে না।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! কেন আপনি আজ এত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন?

শ্রীমন্ত। চঞ্চল হবো না? চাঁদকে তবু রাজি করিয়েছিলুম, কিন্তু কেদারকে কিছুতেই বোঝাতে পার্‌লুম না; তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

স্বর্ণময়ী। আমি তো তাঁদের বিরুদ্ধে কথা কইতে পার্‌বো না গুরুদেব!

শ্রীমন্ত। পারবে না? তবে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হোক্?

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ'লোই বা, তাতে তোমার কি বামুন? তোমার পাওনা-গণ্ডা পেলেই তো হ'লো! আরে ম'লো, কথা নেই বাত্রা নেই, অম্‌নি এসে দাপাদাপি কর্‌তে লেগেছে! মেয়েটার মুখখানা ভয়ে আম্‌সী হ'য়ে গেছে গা!

শ্রীমন্ত। কেশার মা!

কেশার মা। যাও—যাও, পথ দেখ। রাজার হুকুম মনে আছে?

স্বর্ণময়ী। কি বল্‌ছিস কেশার মা?

কেশার মা। না দিদি, কিছু না। ভয় কি? ও মিন্‌সে পাগল। কি গো, এখনও দাঁড়িয়ে যে? তবে আয় দিদি, আমরাই এখান থেকে যাই।

শ্রীমন্ত। না—দাঁড়াও; স্বর্ণ! আমি তোমার বিবাহ হ'তে দেবো না।

কেশার মা। কেন গা ঠাকুর—কেন? তোমার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে না কি?

স্বর্ণময়ী। ছিঃ-ছিঃ, কেশার-মা! গুরুদেব—

কেশার মা। আমি গুরু-কুরু মানি না। খবরদার বামুন! যাও বল্‌ছি; আর একটা কথা বল্‌বে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

স্বর্ণময়ী। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। গুরুদেব! আপনি কি বল্‌তে চান—বলুন, উৎকণ্ঠায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

শ্রীমন্ত। মা স্বর্ণময়ী! তুমি শুধু চাঁদ রায় কেদার রায়ের স্নেহের

প্রতিমা নও, সমস্ত রাজ্যেরই আদরের দুলালী তুমি। তোমার বুকে বজ্রাঘাত কর্‌বার পূর্ব্বে আমার নিজেরই মর্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু উপায় নেই; তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য এ আঘাত আজ তোমায় সইতেই হবে। স্বর্ণময়ী! তুমি—

কেশার মা। [শ্রীমন্তের পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া] ব'লো না—ব'লো না ঠাকুর! আমায় আগে গলা টিপে মার, তারপর যা খুসী ব'লে যাও। দিদি! পালাই চল, এ বামুন নয়—রাক্ষস!

স্বর্ণময়ী। দোহাই গুরুদেব! যা বল্‌বার, শীঘ্র বলুন। আমি কি, বলুন ব্রাহ্মণ, আমি কি?

কেশার মা। না—না ব'লো না।

শ্রীমন্ত। স্বর্ণ! তুমি—তুমি বিধবা।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব!—[শ্রীমন্তের পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন।]

কেশার মা। ওঃ! ওরে, একটা বাজ পড়ে না, একটা বাঘ লাফিয়ে আসে না? বামুন! তুই মুখে রক্ত উঠে মর্‌, তোর ছেলে মেয়ে সব ম'রে হেজে ছাই হ'য়ে যাক্‌! আমি এখন কাকে ডাকি? কি করি? নচ্ছার! তোর তিন কুল নরকে যাচ্ছে, তাই এ কচি মেয়েটার মাথায় পাহাড় ছুঁড়ে মার্‌লি? [হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।] যা—যা, পালা বল্‌ছি, নইলে আমি তোর মাথাটা চিবিয়ে খাবো। ওঠ্‌ দিদি, কাঁদিস্‌ নে। সে কোন্‌ কালের কথা, কারও মনেও নেই। আবার তোর বর আস্‌বে, তোকে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে।

স্বর্ণময়ী। কোথায় আমার বিবাহ হয়েছিল? কার সঙ্গে?

শ্রীমন্ত। চন্দ্রদ্বীপের রাজার সঙ্গে।

কেশার মা। [হাত নাড়িয়া] ওঃ—ভারী বড়মুখ ক'রে বল্‌তে এলেন! গুরু!—মুয়ে আগুন অমন গুরুর!

শ্রীমন্ত। কেশার মা!

কেশার মা। দাঁড়াও, রাজবাড়ী গিয়ে তোমার ছরাদ্দের জোগাড় করছি।

শ্রীমন্ত। মা!

স্বর্ণময়ী। যান গুরুদেব, এ অশুচি অবস্থায় আজ আব প্রণাম করবো না। ভয় নেই, মৃত স্বামীর অবমাননা আমি করবো না।

শ্রীমন্ত। তোমার কল্যাণ হোক্।

[প্রস্থান।

কেশার মা। দিদি! কথা ক'; কেন চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিস্? ওরে, আমার যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে!

স্বর্ণময়ী। আমায় এতদিন এ কথা কেউ বলে নি কেন?

কেশার মা। রাজার বারণ ছিল; তা ছাড়া দেশের লোক সবাই যে তোমায় ভালবাসে, কে তোমার মাথায় বজ্র হান্‌বে দিদি?

স্বর্ণময়ী। ভগবান—ভগবান! আমি একটা তুচ্ছ নারী, আমার নিয়ে একি লীলা তোমার? আব কত বজ্র আছে—এক সঙ্গে হানো, আমি সব সইবো—সব সইবো! ওঃ—এই কুমারীর বেশ আমার কাছে আজ বিশ্বের ভার ব'লে মনে হ'চ্ছে। কেশার মা! আমি তাঁকে দেখেছি; সে সুন্দর মুখ আমি যেন জন্ম জন্ম বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি! এ দেহটাই অশুচি হ'য়ে গেছে। এতদিন তিনি আমার কাছছাড়া, তবু একদিনও আমি তাঁর স্মৃতির তর্পণ করি নি; বৈধব্যের অপমান ক'রে হয় তো আমি তাঁকে নরকস্থ করেছি! প্রায়শ্চিত্ত করবো; ওই যে অলিন্দের নিচে কালীগঙ্গার জলকল্লোল আমায় ডাকছে! কালীগঙ্গা! বাহু বাড়িয়ে আয়, আমি তোকে আলিঙ্গন করি!

[উন্মাদিনীর মত প্রস্থান।

কেশার মা। সোনা—সোনা—[প্রস্থানোদ্যত]

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। কেশার মা—কেশার মা!

কেশার মা। দাদু এয়েছ? ভালই হ'লো। দেখ তো দাদা, আমি কি বিপদেই পড়েছি!

কাঞ্চন। চুলোয় যাক্ তোর বিপদ। সোনা কোথায়?

কেশার মা। ওই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ দাদা, বারান্দার নীচে দিয়ে কার বজরা যাচ্ছে?

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর; শ্রীপুরে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। তাকে তুলে দিয়েই আমি এখানে আস্‌ছি। ডাক্—ডাক্, সোনাকে ডাক্—

কেশার মা। ঈশা খাঁ? সে তো মস্ত লোক। তা পোড়ামুখো মিন্‌সে সোনার দিকে অমন হাঁ ক'রে তাকাচ্ছিল কেন?

কাঞ্চন। তাই না কি? তা তাকাবে না? বোন্‌টী আমার যে ভুবনমোহিনী।

কেশার মা। ওরে, তাই তো দুঃখে বুক ফেটে যায়। এমন লক্ষ্মী-পিতিমের কপালে পোড়ারমুখো ভগবান্ কি এই লিখেছিল?

কাঞ্চন। আ মর্ মাগী, প্যান্‌প্যানাতে সুরু কর্‌লে দেখ! সোনা—সোনা!

স্বর্ণময়ীর পুনঃ প্রবেশ।

কাঞ্চন। বা রে বাঁদরী, মুখখানা যে তোলো হাঁড়ী ক'রে ফেলেছিস্! বাঃ—আবার কাঁদছে দেখ! আরে হ'লো কি তোর?

কেশার মা। হবে আমার মাথা; ও আজ সব জান্‌তে পেরেছে।

কাঞ্চন। সব মানে?

কেশার মা। তোদের গুরুঠাকুর আজ ওকে ব'লে গেছে, ও বিধবা।

কাঞ্চন। ব্যাটা আবার এখানে এসেছিল? যাক্, তাতে আর হয়েছে কি? তুই তা ব'লে কাঁদিস্ কেন সোনা? কাঁদিস্ নি—কাঁদিস্ নি, চল্, বাবা তোকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।

স্বর্ণময়ী। তবে আমার মৃতদেহটাই নিয়ে যাও; এ অশুচি দেহ আমি কালীগঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেবো।

কাঞ্চন। অশুচি মানে? তোর কি তাকে মনে আছে, না তার ঘর করেছিস্?

স্বর্ণময়ী। তুমিও তা হ'লে সব জান দাদা? আমায় এতদিন বল নি কেন?

কাঞ্চন। আরে বল্‌বো আবার কি? সে কোন্ সত্যযুগে তোর বিয়ে হয়েছিল, ছ'মাসের মধ্যে সে শালা পটল তুল্‌লে। দেখা নেই—শোনা নেই—ঘরকন্নার নামগন্ধও নেই; তাকে কি আর বিয়ে বলে? কি বলিস্ কেশার মা? অমন বিয়ে তো তোর সঙ্গে আমার দিনে দশবার হয়।

কেশার মা। তাই তো বল্‌ছি দাদা, কিন্তু ও কিছুতেই বোঝে না।

কাঞ্চন। সে যা হয় হবে, এখন বাড়ী চল্।

স্বর্ণময়ী। আমি যাবো না।

কাঞ্চন। বাবার অবাধ্য হ'বি? তবে থাক্, আমি চল্‌লুম—

স্বর্ণময়ী। দাদা!—আচ্ছা চল—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদের একাংশ।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

চাঁদ। না কেদার, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর; বিধবার বিবাহে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

কেদার। বিধবা তুমি কাকে বল্‌ছো দাদা? শৈশবের এক অশুভ মুহূর্ত্তে তার কচি হাত দুটী অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলে; স্বামীকে সে চিন্‌লে না—জান্‌লে না—দুটো দিন স্ত্রীর কর্ত্তব্যপালন কর্‌লে না, তবুও তারই অকালমৃত্যুতে এই বালিকার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে?

চাঁদ। হিন্দুশাস্ত্রের এই-ই যে নিয়ম ভাই!

কেদার। শাস্ত্র তো তোমার আমার গড়া, বিধাতার গড়া তো নয় দাদা! মানুষের প্রয়োজনে যে শাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছে, আজ মানুষেরই প্রয়োজনে সে শাস্ত্র ভাঙ্গতে হবে।

চাঁদ। না কেদার, হিন্দুর বিবাহের মন্ত্র অত ভঙ্গুর নয়।

কেদার। বিবাহের মন্ত্র? দাদা! তুমি যখন কন্যা সম্প্রদান কর্‌ছিলে, তখন বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেছিলে তুমি,—তোমার কন্যা তার জন্য দায়ী নয়।

চাঁদ। কেদার! আমরা মাটির পৃথিবীতে বাস করি; স্বপ্ন-রাজ্যের কল্পনা নিয়ে আমাদের বাস করা চল্‌বে না। তুমি শাস্ত্রকে অন্যথা কর্‌তে পার, কিন্তু মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাহাড়ের মত যে গুরুভার চেপে আছে, সে যুক্তি বোঝে না—ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না, তার নাম সমাজ।

কেদার। সমাজ তুমি, সমাজ আমি। রূপোর চাকৃতি দু'হাতে বিলিয়ে দাও, সমাজ এসে তোমার পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়্বে। আর সমাজ যদি আমাদের ত্যাগই করে, করুক্। দাদা! শৈশবে কন্যার বিবাহ দিয়ে যে মহাপাপ করেছ, তার শাস্তি একটুও ভোগ কর্বে না? তুমি পুরুষ ব'লে চিরদিন সোনার থালায় রাজভোগ খাবে, আর তার অদৃষ্টে পর্ণপুটে ভিক্ষান্নও জুট্বে না? ভাব্তে লজ্জা হয়, কামিনী-কাঞ্চনের মহিমায় আজও আমাদের ভোগের থালা ষোড়শোপচারে সাজানো, আর আমাদেরই এক ননীর পুতুল উপবাসে অর্দ্ধাসনে—

চাঁদ। কেদার!—কেদার!

কেদার। না দাদা, আমায় বোঝাতে পার্বে না; আমি বুঝ্বো না—কিছুতেই বুঝ্বো না। অনেক দূর এগিয়েছি, আমি সোনার বিবাহ দেবোই; তারপর যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমায় দণ্ড দিও।

চাঁদ। কেদার! তরুণী কন্যার বৈধব্য পিতার বক্ষে যে দাবানল জ্বেলে দেয়, তুমিও তা ঠিক বুঝ্তে পার্বে না। ঐশ্বর্য্যের শত আড়ম্বরের মধ্যে সে আমার চির-উপবাসী র'য়ে যাবে, ভোগের সহস্র অগ্নিশিখার মাঝখানে আমার সে লক্ষ্মী-প্রতিমা কঠোর বৈরাগ্যের কশা-ঘাত সহ্য ক'রে তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে যাবে, উদ্বেলিত মহাসাগর তার বুকের মধ্যে দিবানিশি ত্যাগের বাড়বানল জ্বেলে রাখ্বে, এ যে কি দুঃসহ জ্বালা, আমি তোমায় তা বোঝাতে পার্বো না। রক্তমাংসের আবরণ দিয়ে এখানে কি যে সাহারার মরু লুকিয়ে রেখেছি, ভাষা তাকে রূপ দিতে পারে না।

কেদার। তবে আর সমাজের দোহাই দিও না দাদা! অবশ্য তুমি সমাজপতি, ঠিক এই অপরাধেই অপরকে তুমি দণ্ড দিয়েছ।

চাঁদ। ওইখানেই যত বাধা কেদার! যার জন্য প্রজাদের দণ্ড দিয়েছি, নিজে তা কেমন ক'রে কর্‌বো?

কেদার। কিন্তু আমি তো সমাজ মানি না; আমি যদি বিবাহ দিই?

চাঁদ। পারিস্ ভাই, পারিস্? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—জোর ক'রে সমাজ যদি দণ্ড দেয়, সইতে পার্‌বি?

কেদার। দাদা! সোনার সুখের জন্য আমি মৃত্যুদণ্ডও সইতে পার্‌বো।

চাঁদ। ভাই! ভাই! আমার রামের লক্ষ্মণ! তবে নিয়ে যা—চুরি ক'রে নিয়ে যা এমন স্থানে, যেখানে চাঁদের আলোক পৌছায় না। সমাজপতিটা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে কেদার, এই বেলা চুরি ক'রে নিয়ে যা—

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

গীত।

খবরদার্—খবরদার—খবরদার্।
ওই দেখ্ চেয়ে হাঁ ক'রে আছে সাম্‌নে নরকদ্বার॥

চাঁদ। কে তুমি?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি বেদবিধি, আমি যে সমাজ, আমি সনাতন ধর্ম্ম,
রয়েছে ঘিরিয়া সদাই তোদের আমারি লৌহবর্ম্ম,
আমি রতনের খনি গিরি হিমালয়, সাহারার মরু আমি জ্বালাময়,
আমারি দণ্ডে রয়েছে মিশিয়া মঙ্গল সবাকার॥

কেদার। আবার এসেছ ? না—আজ আর আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌বো না।

[উন্মুক্ত তরবারিহস্তে প্রস্থান।

চাঁদ। কোটীশ্বর! উপায় কব দেব, অকূল পাথারে পথ দেখিয়ে দাও—[প্রস্থানোদ্যত]

"বাবা—বাবা!" বলিতে বলিতে স্বর্ণময়ী ছুটিয়া আসিয়া চাঁদের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

চাঁদ। সোনা আমাব—লক্ষ্মী আমার! কেন মা, এমন ক'বে এলি ?

স্বর্ণময়ী। বাবা! কেন আমায় এতদিন বল নি ?

চাঁদ। কি মা? কি হয়েছে মা?

স্বর্ণময়ী। কেন আমায় বল নি যে আমি বিধবা ?

চাঁদ। এ্যা! কি—কি? কার কাছে কি শুনেছিস্? কে তোকে এমন কথা—না—না, কে বল্‌লে? এ মিছে কথা—মিছে কথা—[চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।]

স্বর্ণময়ী। বাবা! তুমি না সত্যবাদী? তবে আমার জীবনটাকে এমন মিথ্যার জাল দিয়ে জড়িয়ে বেখেছ কেন?

চাঁদ। ওরে, কে এমন নিষ্ঠুব যে তোর বুকে এমন বাজ হান্‌লে? আমি যে এতদিন লোকের কুটিল দৃষ্টি থেকে তোকে গোপন ক'রে রেখেছিলুম। আমি নিজে উপবাসী থেকে দু'হাত পুরে ভোগৈশ্বর্য্য রাজ্যময় বিলিয়ে দিয়েছি, আর আমায় এতটুকু শান্তি তোদের সইলো না? তারা তোর কচি মুখখানার দিকে চাইলে না? তোর প্রাণঢালা সেবার কথা ভাব্‌লে না? এই শ্রীপুরের বুকে দাঁড়িয়ে অনায়াসে বল্‌লে, তুই বিধবা?

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। [থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল, কখনও ক্রোধে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল।]

স্বর্ণময়ী। বাবা! আমায় বিদায় দাও; এ দেহটা আমার বড় অপবিত্র মনে হ'চ্ছে। হিন্দুর বিধবা আমি, এতদিন বৈধব্য আচরণ না ক'রে যে মহাপাপ করেছি, কালীগঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।

চাঁদ। শুন্‌ছো কেদার, শুন্‌ছো? এত দুঃখ কি মানুষ সইতে পারে?

কেদার। সোনা—

[স্বর্ণময়ী ছুটিয়া কেদারের কাছে গেলেন, কেদার পরম স্নেহে তাঁহার মুখখানা বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার চোখের অজস্র অশ্রুধারা স্বর্ণময়ীর মাথায় পতিত হইল।]

চাঁদ। দেখ—দেখ কেদার, একদিনে সোনার প্রতিমা কালি হ'য়ে গিয়েছে। কি করবে কর, আমি আর ভাব্‌তে পার্‌ছি না—আমার মাথা ঘুর্‌ছে—পায়ের তলা থেকে পৃথিবী স'রে যাচ্ছে!

কেদার। দাদা—

চাঁদ। আর কি বোঝাবে কেদার? তোমার সমস্ত যুক্তি-তর্কের কণ্ঠরোধ ক'রে দিয়েছে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে।

কেদার। কিছুই হয় নি দাদা! কুমারী ব'লে বিবাহ দেবো ভেবেছিলুম, তা যখন হ'লো না, বিধবা ব'লেই বিবাহ দেবো।

স্বর্ণময়ী। কাকা! যা বলেছ—বলেছ, আর ব'লো না; ও কথা শোনাও মহাপাপ।

কেদার। যত পাপ আমরা ছাপ মেরে নেবো, নরকে যাই—আমরা যাবো, তবু তোর জীবন সার্থক হোক্।

স্বর্ণময়ী। কিসে আমার জীবন সার্থক হবে কাকা?

কেদার। বিবাহে—মাতৃত্বে।

স্বর্ণময়ী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! কাকা! আমার বৈধব্যের অপমান ক'রো না।

কেদার। ভুলে যা—ভুলে যা! যা শুনেছিস্, সে অতীতের স্বপ্ন। নির্ম্মম পুরাতনকে মাটিচাপা দিয়ে মধুর বর্ত্তমানের উপর কুঞ্চিত-কেশে সীমন্তের গরিমায় লহর তুলে ঝাঁপিয়ে আয়। শাস্ত্র মিথ্যা—সমাজ মিথ্যা, সবার উপরে সত্য শুধু তোর ঐ হাসিমাখা ঢলঢল মুখখানি। সারা জীবনের অশ্রান্ত চেষ্টায় আমরা দু'ভাই যে রাজ্য গ'ড়ে তুলেছি, সব পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দিয়ে বৃক্ষতলে বাস কর্‌বো, তবু তুই সুখী হ'।

স্বর্ণময়ী। না কাকা, তা হয় না। আজ প্রথম আমি তোমাদের অবাধ্য হবো। হয় আমাকে মর্‌তে দাও, না হয় বিধাতার সাজে সাজিয়ে দাও—

চাঁদ। না-না-না! আমরা যে ক'দিন আছি, সে কটা দিন এই ভাবেই থাক্; আমরা ম'রে গেলে যা ইচ্ছা করিস্।

স্বর্ণময়ী। না বাবা, এ বিষের বোঝা আর এক মুহূর্ত্তও বইতে পার্‌বো না। [একে একে সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিলেন, চাঁদ রায় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, কেদার রায় স্তম্ভিত হইয়া স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

[স্বর্ণময়ী নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদ। কেদার!—

কেদার। দাদা! চাঁদ রায় কেদার রায়ের আদেশ অমান্য করে, এ বিক্রমপুরে এমন সাহস কার? কে বল্‌লে সোনাকে যে, সে বিধবা?

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। শ্রীমন্ত।

চাঁদ। গুরুদেব?

কেদার। বেঁধে নিয়ে এস—

কাঞ্চন। আস্‌ছে; জানি তার খোঁজ পড়্‌বে, তাই আমি তাকে ডেকে এনেছি। বাবা! আমি ঐ বামুনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো, তার ছেলে-মেয়েগুলোকে গলা টিপে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। মহারাজ! আপনার চোখে জল? ছিঃ-ছিঃ! মহাবীর চাঁদ রায়ের চোখে জল দেখ্‌লে লোকে বল্‌বে কি? ভয় কি মহারাজ? আবার সোনার বিয়ে দিন; কেউ যদি কোন কথা বলে, আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

চাঁদ। কাঞ্চন! আমার বুকটা চেপে ধর্ তো, বুঝি এখনি ফেটে যাবে।

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। মহারাজ চাঁদ রায়ের জয় হোক্!

চাঁদ। গুরুদেব! আপনি কি কর্‌লেন?

শ্রীমন্ত। কি করেছি চাঁদ?

কেদার। কি করেছেন? ব্রাহ্মণ! চাঁদ রায়ের আদেশের মূল্য আপনি জানেন; তবে কিসের স্পর্দ্ধায় তাঁর আদেশ অমান্য ক'রে আপনি তাঁর তরুণী কন্যার মাথায় এ বজ্রাঘাত কর্‌লেন?

চাঁদ। আপনাব বুকে একটু বাজ্‌লো না?

কাঞ্চন। কি? জবাব দিন—

শ্রীমন্ত। থাম্‌ রে বাপু! রাজা! এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আমি তোমাদেব কুলগুরু; সাত পুরুষ ধ'বে আমরা তোমাদের বংশেব শুভাশুভেব দায় গ্রহণ ক'বে আস্‌ছি। চোখের উপর যখন দেখ্‌লুম, তোমাদের মমতাব মোহে চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়গামী হ'তে চলেছে, অথচ তোমাদের তা বোঝাতে পাব্‌ছি না, তখন নিরুপায় হ'য়ে স্বর্ণময়ীকে বলেছি—

কেদাব। যে তুমি বিধবা। উচ্চাবণ কব্‌তে পাব্‌লেন? জিহ্বাটা আড়ষ্ট হ'য়ে গেল না? চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়গামী হবে?

কাঞ্চন। তাতে তোমাব কি ঠাকুব?

কেদাররায়। যাক্‌, এ পাপেব শাস্তি আপনাকে নিতে হবে।

শ্রীমন্ত। পাপ! পাপ কর্‌ছিলে তোমরা, আমি তোমাদের সে পাপ থেকে রক্ষা করেছি। চাঁদ!—

কেদার। ওদিকে নয় ব্রাহ্মণ, ওখানে আছে অনন্ত দয়া; বিচার সভা এইখানে—[নিজের বুকে হাত দিলেন।] ব্রাহ্মণ! আমি চাঁদ রায় নই, আমি মাটির মানুষ; আমি তোমার বিচার করবো।

শ্রীমন্ত। আমার বিচাব?

চাঁদ। না কেদার, যেতে দাও।

কেদার। আমি কোন কথা শুন্‌বো না দাদা! সব সইতে পারি আমি, কিন্তু সোনার জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিতে যে একটা নিঃশ্বাসও ফেল্‌বে, গুরু হ'লেও তাকে আমি ক্ষমা কর্‌বো না।

কাঞ্চন। হত্যা কর—নৃশংস হত্যা!

চাঁদ। কেদার—কেদার! এ ব্রাহ্মণ।

কেদার। ব্রাহ্মণ!—আচ্ছা, রাজার অনুরোধে তোমায় অন্য কোন দণ্ড দিলুম না; কিন্তু আজ হ'তে আমরা গুরুত্যাগ কর্‌লুম।

শ্রীমন্ত। গুরুত্যাগ! বিনা অপরাধে—! রাজা! তোমারও কি এই মত?

চাঁদ। কেদার—কেদার—

কেদার। দোহাই দাদা, পায়ে ধরি তোমার, প্রতিবাদ ক'রো না। কেদার রায়ের হাতে এমন গুরু পাপে এমন লঘু দণ্ড কেউ পায় নি।

চাঁদ। তবে আর কি কর্‌বো ব্রাহ্মণ? আমি নিরুপায়।

শ্রীমন্ত। রাজা! আমি আজীবন একান্তমনে তোমার গৃহ-দেবতার পূজা ক'রে আস্‌ছি, তার এই ফল? একটা তুচ্ছ দেবমন্দিরের পৌরোহিত্য ক'রে কত ব্রাহ্মণ ধনরত্নে গৃহ পূর্ণ করেছে, আর আমি চাঁদ রায়ের গুরু, আমার ভাঙ্গা ঘরে আষাঢ়ের জল গড়িয়ে পড়ে। তার কি এই ফল? কত দিন গৃহে অন্নাভাবে আমার স্ত্রী-পুত্র উপবাসে ছট্‌ফট্‌ করেছে, আর আমি কোটীশ্বরের পূজায় আত্মহারা হ'য়ে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরেছি। তুমি দু'হাতে দান কর্‌তে চেয়েছ, আমি নিই নি; তার কি এই ফল?

কাঞ্চন। কথা ক'য়ো না ঠাকুর! যাও—এখনি দূর হও!

শ্রীমন্ত। রাজা—

কেদার। যাও—যাও!

শ্রীমন্ত। যাচ্ছি; যাবার সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তোমাদের উপহার দিয়ে যাচ্ছি। এই গুরুত্যাগ ধর্ম্মে সইবে না। যদি আমি মনে প্রাণে এতদিন তোমাদের মঙ্গল কামনা ক'রে থাকি, তা হ'লে আজ আমার এই দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমাদের জীবনের সুখ-শান্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। [প্রস্থান।

চাঁদ। কাজটা ভাল হ'লো না কেদার! সপ্ত পুরুষের গুরু—

কেদার। না দাদা, এমন শাস্ত্রবিৎ গুরু আমাদের সইবে না। একজন নিরক্ষর গুরু চাই, যার প্রাণ আছে।

কাঞ্চন। এই শ্রীপুরেই তেমন লোক আছে বাবা! আমি খবর পাঠাচ্ছি। আর একটা কথা বাবা! ও বামুনটাকে একঘরে কর্‌তে হবে, নইলে ওর বিষ-দাঁত ভাঙ্‌বে না।

[প্রস্থান।

চাঁদ। এক দিনে একটা সোনার সংসারের উপর দিয়ে কি প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস ব'য়ে গেল, জগৎ তার সন্ধান রাখে না। কেদার! কি কর্‌লুম এত দিন? ভুল—সব ভুল! কি দুর্ব্বল এই মাটির মানুষ কেদার!

কেদার। ও কে? দাদা! চোখ বুজে থাকো, তুমি সইতে পার্‌বে না!

ধীরে ধীরে শুভ্রবাস-পরিহিতা শুচিস্নাতা স্বর্ণময়ীর প্রবেশ, পশ্চাতে চম্পক।

স্বর্ণময়ী। বাবা! আমার নবজীবনের প্রভাতে তোমাদের প্রণাম কর্‌ছি।

কেদার। সোনা—সোনা! ওঃ—

চাঁদ। চুপ্‌—চুপ্‌, কেদার! কথা ক'স্‌ নে; এ বড় পবিত্র দৃশ্য! শান্তি এসে বিষাদের হাত ধরেছে, বৈরাগ্যের শুষ্ক মরুভূমির উপর সঙ্গীতের জাহ্নবীধারা ব'য়ে যাচ্ছে, যজ্ঞের হোমাগ্নির মধ্যে চন্দনচর্চ্চিত বিল্বপত্র এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কেদার! এ মহাতীর্থ, এখানে একটা নিঃশ্বাসও ফেলিস নে।

স্বর্ণময়ী। এইবার গাও ভাই তোমার সেই গান; তোমার দেবতার পায়ে আমাকে উৎসর্গ কর।

চম্পক।—

গীত।

ওগো, প্রেমময় বনমালি!
তোমারি চরণে আমার এ জীবন আসিয়াছি দিতে ডালি।
আলেয়ার পিছে বৃথা আশ্বাসে ঘুরেছি কত যে হায়,
মিটে নাই আশা, কণ্টক শত ফুটিয়াছে পায় পায়;
সকলি হারায়ে আজি লাভে মূলে, আসিয়াছি প্রিয় তব পদমূলে,
আঁধার এ পথ, দেখাও আলোক নয়ন-প্রদীপ জ্বালি'।

[স্বর্ণময়ীর হাত ধরিয়া চম্পকের প্রস্থান, তৎপরে নীরবে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

সোনার গাঁ—ঈশা খাঁর প্রাসাদ।

ঈশা খাঁ ও এনায়েৎ।

ঈশা খাঁ। না এনায়েৎ, আমায় প্রলোভন দেখিয়ো না। চাঁদ রায়ের সঙ্গে আমার স্নেহের সম্বন্ধ তুমি বোধ হয় জান না এনায়েৎ! অমন নিষ্ঠাবান হিন্দু—তাঁর অন্তঃপুরে আমায় অবাধে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন, আমি যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনি নির্ব্বিচারে আমায় আলিঙ্গন করেছেন; তাঁর কন্যার সম্বন্ধে এ কথা মনে করাও আমার মহাপাপ।

এনায়েৎ। কিসের পাপ বন্ধু? আবহমান কাল হ'তে মানুষ রূপের পূজা ক'রে আস্‌ছে—

ঈশা খাঁ। কিন্তু আমি তা কর্‌বো না; ঈশা খাঁ রূপের পূজার চেয়ে তরবারির পূজা বেশী ভালবাসে।

এনায়েৎ। কিন্তু তোমার চোখের ভাষা তো তা নয় ঈশা খাঁ! শ্রীপুর থেকে এসে তুমি যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছ। তোমার হৃদয়-সিংহাসন জুড়ে কে ব'সে আছে, আমি তা দেখ্‌তে পাচ্ছি; সে চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী।

ঈশা খাঁ। কে বল্‌লে? না—না, মিথ্যা কথা! এ হ'তে পারে না। খোদা—খোদা! বুকে পাষাণ চাপিয়ে দাও—হৃদয়টাকে পুড়িয়ে মরুভূমি ক'রে ফেল! এনায়েৎ! কোন যুদ্ধের সংবাদ আছে? আমি একবার ছুট্‌তে চাই—রণভেরীর তালে তালে একবার নৃত্য কর্‌তে চাই!

এনায়েৎ। আপাততঃ কোন যুদ্ধের সংবাদ নেই।

ঈশা খাঁ। নেই? একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দাও, যার সঙ্গে হোক্—যে কারণে হোক্। জয় চাই না—পরাজয় চাই, লাভ চাই না—লোক্‌সান চাই; মাথা নেবো না এনায়েৎ, মাথা দেবো।

এনায়েৎ। ছিঃ ঈশা খাঁ! স্বয়ং সম্রাট আকবর যাকে বীরত্বে মুগ্ধ হ'য়ে আলিঙ্গন দিয়েছেন, সেই তুমি, নারীর মত এত দুর্ব্বল? আমি বল্‌ছি, চাঁদ রায়ের কন্যাকে খোদা তোমারি জন্য সৃষ্টি করেছেন। তুমি দেখ নি সে চক্ষের বিলোল কটাক্ষ? মনে নেই, তোমার দিকে চেয়ে তার সেই দরবিগলিত অশ্রুধার?

ঈশা খাঁ। কে বল্‌লে? না—না, সে তো আমার দিকে চায় নি!

এনায়েৎ। তুমি ভুল বুঝেছ। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তার সেই অশ্রুজল তোমারি জন্য।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ—এনায়েৎ! আমায় পাগল ক'রো না।

এনায়েৎ। তুমিই যে আমায় পাগল করছো ঈশা খাঁ! তুমি বীর—তুমি যোদ্ধা; এক তরুণী তোমার পায়ে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে চায়, তুমি তাকে গ্রহণ করবে না? এতটুকু সাহস নেই তোমার? এই বীরত্ব নিয়ে তুমি স্বাধীন রাজা হ'তে চাও?

ঈশা খাঁ। তাই তো এনায়েৎ, এ যে বিষম সমস্যা!

এনায়েৎ। সমস্যা কিছুই নয় বন্ধু! তুমি শুধু চাঁদ রায়ের কন্যার পাণিপ্রার্থনা ক'রে একখানা পত্র লিখে দাও, আমি নিজে তাই নিয়ে শ্রীপুর যাত্রা করছি—

ঈশা খাঁ। হিন্দু মুসলমানে বিবাহ?—না এনায়েৎ, চাঁদ রায় রাজী হবে না।

এনায়েৎ। সে ভার আমার।

ঈশা খাঁ। কিন্তু তোমার এতে স্বার্থ?

এনায়েৎ। স্বার্থ! [একটু হাসিয়া] শুধু তোমার মুখের হাসি।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ! পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় তুমি আমার ভাই ছিলে; নইলে এতখানি স্নেহ—

এনায়েৎ। যাক্, পত্রখানা দাও

ঈশা খাঁ। পত্র আমি লিখে রেখেছিলুম বন্ধু! এই নাও—[পরিচ্ছদেব মধ্য হইতে পত্র বাহির করিয়া এনায়েতের হস্তে দিলেন; পত্র পড়িয়া এনায়েৎ প্রস্থান করিলে ঈশা খাঁ পুনরায় ডাকিলেন] এনায়েৎ!

এনায়েতের পুনঃ প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। না থাক্, কাজ নেই বন্ধু! আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, এ পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ রায়ের চিরবিশ্বাসী মনটা ভেঙ্গে

চূরমার হ'য়ে যাবে—কেদার রায়ের দু' চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুট্‌বে—সমস্ত হিন্দুসমাজ ঈশা খাঁর নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বে। না এনায়েৎ, জগৎ জানে—ঈশা খাঁ বাংলার সুসন্তান, মুসলমান জানে—ঈশা খাঁ তাদের বাহুবল, হিন্দুরা জানে—আমি তাদের সুখ-দুঃখের সাথী; এত বড় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে আমি রূপের পূজা কর্‌তে চাই না। অনন্ত কাল আমি স্মৃতির দাহে জ্ব'লে মর্‌বো—সেও ভাল, তবু মানুষের ঘৃণার পসরা তুলে নিতে পার্‌বো না।

এনায়েৎ। [পত্র ফেরৎ দিতে দিতে] এই তোমার বীরত্ব? এক নারী তার সর্ব্বস্ব তোমায় সমর্পণ ক'রে ব'সে আছে—

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ!—আচ্ছা যাও, আর ভাব্‌তে পারি না। [এনায়েতের প্রস্থানোদ্যোগ] শোন, না—যাও!

[এনায়েতের প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ—এনায়েৎ, চ'লে গেছে। খোদা! খোদা! কি কর্‌লুম? [অবসন্নভাবে আসনে উপবেশন করিলেন।] আমি কি সেই ঈশা খাঁ, সমস্ত বাঙলা দেশ যার নামে শ্রদ্ধায় শির নত করে, একদিন যে মানসিংহের জীবন রক্ষা কর্‌তে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করেছিল? না, ম'রে গেছে সে ঈশা খাঁ—রমণীর রূপের জ্বালায় পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। হায় রমণীর রূপ!

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত।

বঁধু! এই রূপের জালে।
কত যে কাৎলা পোনা, যায় না গোণা, পড়েছে পালে পালে।

রূপসীর রূপসাগরে কত রাজ্য তলিয়ে গেল,
কত ফকির ফকিরি ছেড়ে আপন ঘরে ফিরে এল,
ঢেলে দাও—গা ঢেলে দাও, স্রোতের টানে যাও ভেসে যাও,
দোজাকের দরজা খোলা, যা থাকে কুলকপালে॥

[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। রূপের জাল! জালই বটে!

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। দাদা!—এনায়েৎ খাঁকে কোথায় পাঠাচ্ছ?

ঈশা খাঁ। তোমায় কে বল্‌লে?

আলেয়া। কেউ বলে নি, আমি গুণ্‌তে জানি। দাদা! এ চাঁদ ধর্‌বার আশা ত্যাগ কর।

ঈশা খাঁ। চাঁদ ধর্‌বার আশা! কেন আলেয়া?

আলেয়া। কেন? সব বোঝ, আর এই সোজা কথাটা বোঝ না? তুমি মনে কর্‌ছো, তোমার মত সুপাত্র বাঙলায় নেই! কিন্তু আমি বল্‌ছি, চাঁদ রায়ের কন্যার পক্ষে তুমি অতি কুপাত্র।

ঈশা খাঁ। কুপাত্র? আমি বাঙলার বীর ঈশা খাঁ—

আলেয়া। তুমি যদি ঈশা খাঁ, সেও চাঁদ রায়। কিসের লোভ তুমি তাকে দেখাবে দাদা? ঐশ্বর্য্য, রূপ, বীরত্ব? এ সবই চাঁদ রায়ের বংশে ভগবান অজস্র ঢেলে দিয়েছেন; তুমি দর্পভরে দাবী কর্‌বে, সে ভিক্ষুকের প্রার্থনা ব'লে অট্টহাসি হেসে চ'লে যাবে।

ঈশা খাঁ। না আলেয়া, চাঁদ রায়ের এত সাহস হবে না।

আলেয়া। তুমি ভুল বুঝেছ দাদা! চাঁদ রায় তো রাজা; হিন্দু-সমাজের এমন ভীষণ অনুশাসন যে, তুমি আজ তোমার অনন্ত রূপ,

অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখিয়ে অতি দীন ভিক্ষুকের কাছে তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা কর, সে গোখ্‌রো সাপের মত গ'র্জ্জে উঠ্‌বে। কি ক'রে এ কামনা তোমার মনে এলো দাদা? তুমি বিবাহিত—তুমি বিধর্ম্মী—

ঈশা খাঁ। ধর্ম্ম নিয়ে তো জন্মাই নি আলেয়া! আমি ধর্ম্মের প্রভেদ বুঝি না; আমি মানি এক ধর্ম্ম—সে মানুষের ধর্ম্ম।

আলেয়া। মিথ্যা কথা!

ঈশা খাঁ। আলেয়া!—

আলেয়া। তা যদি না হবে, পিতা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার সঙ্গে আমাকে কেন স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছ? আমার স্বামী রাজপুত, কেন আমায় তার কাছে যেতে দিচ্ছ না?

ঈশা খাঁ। তোকে ছেড়ে কাকে নিয়ে থাক্‌বো বোন্? [সস্নেহে আলেয়াকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।] আমায় বিশ্বাস কর্ দিদি! আমি বহুদিন তার সন্ধান করছি, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেও আমাদের জানে না—আমরাও তাকে চিনি না। তুই ভাবিস্ নে দিদি! যেমন ক'রে হোক্, তাকে খুঁজে এনে তোদের এইখানেই প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। এই প্রাসাদের অর্দ্ধেক হবে হিন্দুর, অর্দ্ধেক হবে মুসলমানের; মুসলমানের মসজিদের পার্শ্বে হিন্দুর মন্দির মাথা তুলে উঠবে, মুসলমানের কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর গীতা সমস্বরে উচ্চারিত হবে, মুসলমানের তেজস্বিতার সঙ্গে হিন্দুর কোমলতা মিশে একটা নূতন জীবনের ধারা বাঙলার মাটিতে ব'য়ে যাবে,—এই আমার জাগ্রতের স্বপ্ন।

আলেয়া। দাদা!—

ঈশা খাঁ। একটা হীন জাতিভেদ এই বাঙলা দেশটাকে দুষ্ট কীটের

মত জীর্ণ ক'রে ফেল্‌ছে। আমি এই জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ ক'রে একটা মানুষের জাতি গ'ড়ে তুল্‌বো।

আলেয়া। তোমার স্বপ্ন সফল হবে না দাদা! এই জাতিভেদ বাঙলার মজ্জাগত সংস্কার,—এ বাঙ্গলার কলঙ্ক—বাঙ্গলার গৌরব।

ঈশা খাঁ। গৌরব আলেয়া? ধ্বংস যাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, এক মহাশক্তি যাদের অধীনতার পাথর চাপা দিয়ে অথর্ব্ব পঙ্গু ক'রে এসেছে, তাদের আবার, জাতি—তাদের আবার ধর্ম্ম!

আলেয়া। সে যাই হোক্ দাদা, তুমি এ বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

ঈশা খাঁ। আলেয়া! ঈশা খাঁ চিরদিন দুর্ব্বার। আজীবন সে রণক্ষেত্রে নরমুণ্ড নিয়ে খেলা করেছে—রূপের সহস্র প্রলোভন চারিদিক থেকে তাকে আকর্ষণ করেছে, সে ফিরেও তাকায় নি; এই ঈশা খাঁ পরাজিত হয়েছে শুধু এইখানে। তুমি দেখ নাই সে রূপ; আমি দেখে বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে চেয়ে রইলুম।

আলেয়া। কিন্তু দাদা! সে যে কুমারী, তা তুমি কি ক'রে জান্‌লে? হয় তো তার স্বামী আছে!

ঈশা খাঁ। স্বামী আছে? না—না, কে বল্‌লে? এ কথা তো আমি একবারও ভাবি নি! তাই তো—তাই তো বোন্, যদি তাই হয় —[একটু ভাবিয়া] তা হ'লে আমি চাঁদ রায়ের পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌বো; তিনি মহান্—নিশ্চয় আমায় ক্ষমা কর্‌বেন। আর যদি তুমি সুখী হও দিদি, আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করি।

আলেয়া। হ্যাঁ দাদা, তাই কর; এমন বিবাহ সুখের হয় না। তুমি তাকে ভালবাস্‌বে, সে তোমায় ঘৃণা কর্‌বে; তুমি অনন্ত পিপা-সায় তার কাছে ছুটে যাবে, সে তোমার সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা

ছড়িয়ে দেবে। আমার দিকপালের মত ভাই, আমি তাকে কারও ঘৃণার দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াতে দেবো না।

ঈশা খাঁ। তবে তাই হোক্ দিদি, আমি এনায়েৎ খাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে লোক পাঠাচ্ছি। দিদি! আমায় ছেড়ে যাস্ নে। সংসারের দুর্গম পথে এমনি ক'রে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্—

[প্রস্থান।

আলেয়া। এমন ভাই কার? বজ্রের মত কঠোর, আবার কুসুমের মত কোমল! [প্রস্থানোদ্যোগ]

কলহ করিতে করিতে দিলপিয়ার ও
গুলবাহারের প্রবেশ।

দিলপিয়ার। বিচার কর হুজুরাইন!

আলেয়া। কি রে দিলবাহার, আবার তোদের কি হ'লো?

দিলপিয়ার। আর কও ক্যান্ হুজুরাইন, আমি হালা এক লম্বরের পোরাকপাইল্যা। কত কইর‍্যা বিয়া কল্লাম, জরুর লেইগ্যা জান-পরাণ খোয়াইলাম—নিজের পেটে ছালি দিয়া বউডারে রাজভোগ খাওয়াইলাম, কিন্তু মন পাইলাম না। মাগী আবার আমারে জবাব দিছে—তোর ঘর করুম না।

আলেয়া। কেন রে বাহার? এই সেদিন ঝগড়া মিটিয়ে নিলি, আবার ও বেচারাকে জ্বালাচ্ছিস্?

দিলপিয়ার। কি চান্? চুপ্ কইর‍্যা ক্যান? জবাব দাও—

গুলবাহার। তুমি যাই বল দিদি, আমি ও বাঙ্গালের ঘর কর্‌বো না; ওর গায়ে বড় গন্ধ!

দিলপিয়ার। হুজুরাইন! আমারে এক বোতল সুগন্ধি ত্যাল দিতে

পার? আমি এই মাথাটা ত্যালে চুবাইয়া দেহি, হালার গন্ধ কোহানে থাহে?

গুলবাহার। ওর ঘর করা অবধি একখানা গয়না গায়ে উঠ্‌লো না, একখানা ভাল কাপড় পর্‌লুম না!

দিলপিয়ার। ক্যান্? তোরে আমি পাছাপাইরা কাপড় দিছি—মাজায় ছন্দ্রহার দিছি—পায়ে খারু পরাইছি—

গুলবাহার। তোর মাথা দিয়েছিস্ বাঙ্গাল ভূত!

দিলপিয়ার। হ্যাখ্, খামাকো বাঙ্গাল—বাঙ্গাল করিছ্ না—

গুলবাহার। একশোবার বল্‌বো।

দিলপিয়ার। পিছা মারি তোর কপালে—

গুলবাহার। দূর হ' ঝাঁটাখেকো!

দিলপিয়ার। দিমু এক কাচির বারি—

আলেয়া। কি হ'চ্ছে তোদের দিল বাহার?

দিলপিয়ার। আরে, আমারে বাঙ্গাল বুত কয় দিদি! আমি যাই খসম, তাই ওর মুখে বাত দেই, আর কোন হালা ওর মুখে ছালিও দিত না।

গুলবাহার। ওঃ—ভাতের বড়াই করছে! বিয়ে হ'য়ে অব্‌ধি দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পাই নি।

দিলপিয়ার। কি, প্যাট্ ভইর‍্যা খাইতে পাছ নাই? আমি নিজে কাটা খাইয়া তোরে মাছের মুরা খাওয়াইছি, নিজে ফ্যান খাইয়া তোর বাত জোগাইছি। মিথ্যুক! যা—যা, চইল্যা যা,—যেহানে পারছ, গিয়া সুখে থাক্। আমি হালা একলা থাকুম—হেই আমার ভাল। দে আমার পাছাপাইরা কাপড় দে—আমার চন্দ্রহার দে—

আলেয়া। শোন দিলবাহার! আমি তোমাদের কিছু অর্থ দেবো,

যাতে তোমরা সুখে ঘর-সংসার করতে পার্‌বে। এখন আমার একটা কাজ ক'রে দাও তো! দু'জনে ছদ্মবেশে শ্রীপুরে যাবে, চাঁদ রায়ের মেয়ে সোনাকে বল্‌বে—সোনার গাঁর একটা পিপীলিকাকেও যেন বিশ্বাস না করে; খুব সাবধান—খুব সাবধান! কেমন পার্‌বে?

উভয়ে। খু—ব!

আলেয়া। আচ্ছা, তা হ'লে এখনি যাত্রা কর। খুব সাবধান!

[প্রস্থান।

গুলবাহার। এই বাঙ্গাল ভূত!

দিলপিয়ার। আবার বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্‌বি?

গুলবাহার। আরে চটিস্ কেন? ওটা হ'লো আমার আদরের ডাক।

দিলপিয়ার। হাচাইও!

গুলবাহার। হ্যাঁ রে, তোকে আমি কত ভালবাসি—

গীত।

গুলবাহার।— ও সোহাগের দিলপিয়ার!
দিলপিয়ার।— দিল্‌ডা আমার গইল্যা গেল, ও পিয়ারী গুলবাহার॥
গুলবাহার।— গোসা আমার জল হয়েছে কর্‌বো রে তোর ঘর,
দিলপিয়ার।— আমি মাথায় কইর্যা রাখুম তোরে, জানডা কবুল আটপহর,
গুলবাহার।— তোর সাথে মোর আর হবে না আড়ি,
দিলপিয়ার।— দিমু তবে পাছাপাইরা সারি,
গুলবাহার।— আমি গহনা প'রে বেগম হব, তুই হবি মোর কিল্লাদার।
দিলপিয়ার।— সবার উপর টেক্কা দিমু, বয় করি আর কোন্ হালার?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবলের বাটী।

তামাক টানিতে টানিতে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। ভেবে দেখ্‌লুম, সংসারে খাঁটি জিনিষ যদি কিছু থা
তো এই তামাক; এব আগা পাছতলা সব মধু। আর এই ডা
হুঁকো, আহা ভগবান কি জিনিষই সৃষ্টি করেছেন!

[স্তব করিয়া]

আমি ডাবা হুঁকো নিয়ে বনবাসী হবো, রবো না রবো না ঘরে।
গৃহিণীর জ্বালা সহে না সহে না সদা মরি ভয়ে ডরে।

[তামাকু সেবন]

সখি রে। আমার প্রেম যে উঠিছে চল্‌কে,
আমি পটল তুলিতে কারে দিয়ে যাবো আমার এই রাম-কল্কে?
আমি পারিব না হে—
মরণের পর তামাকু না পেলে স্বর্গে রহিতে পারিব না হে,
হুঁকোর বিরহ, জ্বালা দুঃসহ, সহিতে আমি পারিব না হে—
হায়, নিযে যাবো সাথে ক'রে,
কহে জ্ঞানদাস, আমি হুঁকোদাস, হুঁকো নিয়ে আছি ম'রে।

[আসনে উবু. হইয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল।]

জগদম্বার প্রবেশ।

জগদম্বা। বলি মিন্‌সে—

দেবল। [সুরে] কহে জ্ঞানদাস—

জগদম্বা। শুন্‌ছো?

দেবল। [সুরে] আমি হুঁকোদাস—

জগদম্বা। তোর হুঁকোর মাথায় ঝাড়ু, আর তোর জ্ঞানদাসের মুখে ছাই!

দেবল। অমন কথা ব'লো না গিন্নি! এই ডাবা হুঁকো যুধিষ্ঠির যখন দ্রোপদীকে নিয়ে বনে গেছ্‌লো, তখন আমার ঠাকুরদাদার বাবাকে দিয়ে যায়; আর এই রাম-কল্কে—মহাদেব যখন সতীকে কাঁধে ক'রে নাচ্‌ছিল, তখন তার ঝুলি থেকে প'ড়ে যায়।

জগদম্বা। তোমার মাথা! যুধিষ্ঠির তোমার মত তামাকখোর ছিল কি না!

দেবল। নেই তো নেই—[তামাক টানিতে লাগিল।]

জগদম্বা। ব'সে ব'সে দু'বেলা তামাক টান্‌লেই চল্‌বে? আজ কি রান্না হবে, শুনি?

দেবল। রুই মাছের কালিয়া, হাঁসের ডিমের তরকারী, ছানার পায়েস—

জগদম্বা। ওঃ—খাবার সখটী আছে, রোজগারের মুরদ নেই!

দেবল। আর মুগের ডালে একটুখানি বেশী ক'রে ঘি দিও; গরম গরম তোফা লাগ্‌বে।

জগদম্বা। আরে উনুনমুখো! ঘরে যে চাল নেই—

দেবল। চালিয়ে দাও গে একরকম ক'রে।

জগদম্বা। এক রকমটা কি, তাই শুনি?

দেবল। এই ধার-ধোর ক'রে—

জগদম্বা। ধার করতে কোথাও বাকী রেখেছি? কে দেবে আর?

দেবল। দাদার ওখানে একবার যাও না!

জগদম্বা। আর তুমি ব'সে ব'সে তামাক টান! না—আজ আমি কোথাও যাবো না। হতভাগা মিন্‌সে, বিয়ে হ'য়ে ইস্তক খেতে দিলে না—ঘবের ভেতব মাথা গুঁজে থাক্‌বো, তারও উপায় নেই; একটু বর্ষা হ'লে ঘরের মেঝেয় নদী ব'য়ে যায়। হাত্তোর সংসারের মুখে আগুন! আমি আজই বাপের বাড়ী চ'লে যাবো।

দেবল। তবে তাই যাও; চিঠি-পত্র দিও—

জগদম্বা। বটে? আমি বাপের বাড়ী গেলে বড় সুবিধে হয় বুঝি? কথ্‌খনো যাবো না।

দেবল। তবে থাকো!

জগদম্বা। এই কষ্ট স'য়ে মানুষ থাক্‌তে পাবে?

দেবল। তবে চ'লে যাও!

জগদম্বা। পোড়ামুখো মিন্‌সে! খেতে পর্‌তেই যদি দিতে পার্‌বে না, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? হবে কি ক'রে? অবশ্যি সোয়ামী গুরুজন—অভক্তি কব্‌ছি নে; তা ব'লে বামুনের ঘরে এমন গরুও তো দুটি নেই!

দেবল। আরে কপালে থাক্‌লে এতেই কাজ হয়।

জগদম্বা। আরে কপাল কি গাছ ফুঁড়ে বেরুবে, না ব'সে ব'সে তামাক টান্‌লেই—

দেবল। খবরদার! তামাকের নিন্দে করিস্‌ নে—

জগদম্বা। কি? খেতে দিতে পার্‌বি নি, আবার তম্বি রে ড্যাক্‌রা! দাঁড়া তো, পাড়ার লোক জড়ো কর্‌ছি।

দেবল। দোহাই গিন্নী, আজকের মত—

জগদম্বা। না—আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। এই, আস্তে গোলমাল কর।

জগদম্বা। তুমি আবার কে?

কেশরী। আমি কেশরীচাঁদ—আস্‌ছি রাজবাড়ী থেকে।

দেবল। রাজবাড়ী! কেন—কেন? আমি তো কিছু করি নি—

কেশরী। তোমার নাম দেবল ঠাকুর?

দেবল। আমার নাম? তা—হ্যাঁ—না—না, আমি কেন দেবল হ'তে যাবো? সে আমার সুমুন্দি।

জগদম্বা। মর্ পোড়ামুখো মিন্‌সে! নিজের নাম ভাঁড়িয়ে—

দেবল। হাত্তোর মেয়ে মানুষের কাঁথায় আগুন—

কেশরী। তাই তো বাবা, এ তো আচ্ছা গেরো! তুমি সিধু ঠাকুরের ছেলে নও?

দেবল। আরে না—না, তুমি যাও—

জগদম্বা। না গো না, তুমি শোন।

দেবল। মর্‌বে—নির্ঘাত মর্‌বে। তা দেখ কেশরীচাঁদ! তোমার খবর ভাল হয় তো, আমার নাম দেবল; আর যদি মন্দ হয়, দেবল আমার শালা।

জগদম্বা। সাধে কি বলি, বামুনের ঘরের গরু! বাছা! ওরই নাম ফল্‌না ঠাকুর।

কেশরী। সং আর কি! এই নাও দেওয়ানজীর চিঠি। খবর ভাল; এখনি তোমাকে রাজবাড়ী যেতে হবে।

দেবল। হেঃ-হেঃ-হেঃ! দেখ, রাগ ক'রো না; তামাক খাবে?

কেশরী। তুমিই একটু বেশী ক'রে খাও।

জগদম্বা। [পত্র পড়িয়া] ওরে মিন্‌সে, তোর যে সত্যি সত্যি বরাত খুলে গেল! তুই যে রাজগুরু হ'বি রে—

দেবল। এ্যাঁ—রাজগুরু! দাদা যে রাজগুরু—

জগদম্বা। তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ্‌ চিঠি—

দেবল। [পত্র পড়িয়া] গিন্নী! নাচো—নাচো—নাচো; বরাত খুলে গেছে, নাচো—

জগদম্বা। নাচ্‌বো কেন?

দেবল। একশোবার নাচ্‌বে। রাজগুরু,—ঠাট্টা কথা নয় বাবা! কত প্রাপ্তি—সোনা-রূপো, কলা-মুলো, গামছা-কাপড়,—বাপ্‌ রে বাপ্‌ রে বাপ্‌! ম'রে যাবো—ম'রে যাবো! এখন কি করা যায়—কি করা যায়? ওগো, আমার যে বেজায় হাসি পাচ্ছে—

জগদম্বা। আমার যে আনন্দে কান্না পাছে গো!

দেবল। ও গিন্নী, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জগদম্বা। ও মিন্সে, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়!

দেবল। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ!

জগদম্বা। ওগো আমার কি হ'লো গো?

দেবল। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ!

জগদম্বা। ওগো, আমার কপালে এত সুখ ছিল গো? হায়—হায়—হায়!

কেশরী। এই—এই, আস্তে গোলমাল করো। এই—খবরদার! আঃ, চুপ কর না! এ ঠাকুর! ঠাকুর—

দেবল। এ্যাঁ?

জগদম্বা। কি বল্‌ছো?

কেশরী। আমি কি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?

দেবল। না—না, তামাক খাও।

জগদম্বা। ব'সো।

কেশরী। আরে ঠাকুর, শীগ্‌গির রাজবাড়ী চল।

দেবল। রাজবাড়ী? এঁ্যা—আমার যে কাঁপুনি ধরলো! ও গিন্নী, আমার যে—

কেশরী। এই, আস্তে গোলমাল করো—

দেবল। বাবা কেশরীচাঁদ! আমার বদলে গিন্নী যদি যায়?

কেশরী। না—না, তোমাকে যেতে হবে।

দেবল। তবে দাও গিন্নী, হুঁকোটা দাও—

জগদম্বা। হুঁকো নিয়ে যাবি কি রে মিন্‌সে? অমনি যা—

দেবল। আচ্ছা, চল—

[কেশরী সহ প্রস্থান।

জগদম্বা। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা! হবে না? বিদ্যেটা কি কম শিখেছে গা! পাড়ার পাঁচ পোড়াকপালীরা—ওদের ভাতার পুতের মাথা খাই—ওরাই শুধু বলে "গরু"। এবার যখন রাজগুরু হ'য়ে বস্‌বে, হিংসেয় পেট ফেটে ম'রে যাবে। মর্—মর্ চুলোমুখীরা, মুখে রক্ত উঠে মর্—আমার বুকটা ঠাণ্ডা হোক্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণ।

দেবদাসীগণের আরতির পর চম্পকের প্রবেশ।

গীত।

চম্পক।— চাঁদবরণ জিনি মুক্তা-দশন রে, মেঘবরণ জিনি অঙ্গ,

দেব-গণ।— খঞ্জন-গঞ্জন বঙ্কিম দু'নয়ন, নটবর শ্যাম ত্রিভঙ্গ।

চম্পক।— অলিদল-গুঞ্জিত নূপুরশিঞ্জিত পদ্মচরণ মনোহারী,

দেব-গণ।— শিরে শিখণ্ডক বনমালা কণ্ঠে, করযুগে মুরলীধারী।

চম্পক।— কটিতটে পীতবাস, অধরে মধুর হাস, অলকে সিন্ধুতরঙ্গ,

দেব-গণ।— মুগ্ধ ধরণী-জন, ভাবে দেব নিমগন, মূর্চ্ছিত পদে অনঙ্গ।

চম্পক।— অপরূপ দেহ-ছাঁদ, ভুবনে পেতেছে ফাঁদ, কালাচাঁদ এ কি তব রঙ্গ?

দেব-গণ।— রবি-শশী-তারাদল ঘোরে নিতি অবিরল, লভিতে ও চরণ-সঙ্গ।

[দেবদাসীগণের প্রস্থান।

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। চম্পক!

চম্পক। কেন মহারাজ?

চাঁদ। ওই নামের মহিমায় আমাকেও ডুবিয়ে দিতে পারিস্? এ বুকে বড় জ্বালা রে, বড় জ্বালা! বাইরে এমন বৃষ্টিপাত হ'চ্ছে—মন্দিরের মধ্যে এমন নামের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, তবুও বুকের আগুন নেবে না কেন?

চম্পক। কোথায় ব্যথা তোমার মহারাজ?

চাঁদ। কোথায় ব্যথা? চারিদিকে ব্যথা;—দেহে-মনে, সুখে-সমৃদ্ধিতে, জয়ে-পরাজয়ে, জাগরণে-নিদ্রায়। যা দেখি—সব কুৎসিত, যা কিছু ভাবি—সব আবছায়া। [চুপি চুপি] হ্যাঁ রে চম্পক, তোর দিদি কোথায় রে?

চম্পক। ঐ যে মন্দিরের মধ্যে। দেখ্‌বে?

চাঁদ। না—না, পালাই চল্! আমার দুঃখিনী মা ধ্যান ভেঙ্গে শিউরে উঠ্‌বে। আয়—পালাই চ', সে একটু ভুলে থাক্।

চম্পক। জ্যাঠামশায়! তুমি কাদ্‌ছো? বড় ব্যথা পেয়েছ, না? এস, আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিই—

চাঁদ। আঃ—এত শান্তি তোর স্পর্শে? ভগবান্! আমায় তবে নিঃস্ব কর নি। এই দুঃখের মহাশ্মশানেও ফুটিয়ে রেখেছ এই একটী সুগন্ধি গোলাপ। চম্পক! একখানা গান গাও তো বাবা, এমন গান—যা শুন্‌লে শত দুঃখ জল হ'য়ে যায়।

চম্পক। তবে শোন; এই গানটা আমায় গুরুদেব শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

গীত।

নিঠুর হে, আমার এ হৃদয়মাঝে।
তোমারি দেওয়া বাজেরি আঘাত বাঁশরীর সুরে বাজে॥
কণ্টক মোর কণ্ঠের হার, তোমারি সে প্রিয় স্নেহ-উপহার,
বেদনার মাঝে ওগো প্রিয়তম, তোমারি চরণ রাজে।
ধূপের মতন আমারে পোড়াও, দীপের মতন আমারে জ্বালাও,
বিস্ময়ে সারা ধরণী ভরিবে (আমার) চোখের জলের তাজে।

[প্রস্থান।

চাঁদ। কোটীশ্বর! দুঃখ দিয়েছ যদি, সইবার শক্তি দাও!

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। মহারাজ! ঈশা খাঁর দূত এনায়েৎ খাঁ—

চাঁদ। কই—কোথায়? যাও, তাঁকে এইখানে নিয়ে এস।

কেদার রায় ও এনায়েতের প্রবেশ।

কেদার। এস বন্ধু—এস; সোনারগাঁর কুশল তো? বীরবর ঈশা খাঁ কুশলে আছেন? সহসা কি প্রয়োজনে এসেছ এনায়েৎ?

এনায়েৎ। একটা আনন্দ-সংবাদ নিয়ে এসেছি বীর! ঈশা খাঁর সঙ্গে রায়বংশের স্নেহের সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ আরও দৃঢ় কর্‌বার জন্য ঈশা খাঁ একটী প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন। এই নিন্ মহারাজ তাঁর পত্র—

চাঁদ। দেখ তো কাঞ্চন, কি লিখেছে?

কাঞ্চন। [পত্র পড়িয়া] ওঃ—মহারাজ! [কম্পিত হস্ত হইতে পত্র পড়িয়া গেল।]

চাঁদ ও কেদার। কি কাঞ্চন?

কেদার। [পত্র কুড়াইয়া পড়িলেন ও ক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করিলেন]

চাঁদ। কি লিখেছে, দেখি—

কেদার। না দাদা, ও তুমি স্পর্শ ক'রো না, ও পত্র অস্পৃশ্য। ওতে এমন তীব্র বিষ আছে যে, তার স্পর্শে তোমার রোমে রোমে জ্বালার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুট্‌বে।

চাঁদ। ছিঃ কেদার! [পত্র কুড়াইয়া পড়িলেন, পরে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন] ঈশা খাঁ!—

কাঞ্চন। বন্ধু—বন্ধু—বন্ধু! [পত্রখানা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিল।] এমন বন্ধু কে কবে পেয়েছে?

এনায়েৎ। [সক্রোধে] কুমার!

কেদার। কথা ক'য়ো না; এখনো তুমি মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, এই যথেষ্ট!

এনায়েৎ। কেন?

চাঁদ। কেন? জগৎ জানে, চাঁদ রায় নিষ্ঠাবান হিন্দু; তার মন্দির-প্রাঙ্গণে, বিধর্ম্মী তুমি, নিঃসঙ্কোচে প্রবেশের অধিকার পেয়েছ। এত-খানি তোমাদের বিশ্বাস কর্‌তুম! জাতির বৈষম্য ভাবি নি, ধর্ম্মের প্রভেদ গ্রাহ্য করি নি; শুধু বীর ব'লে এই ঈশা খাঁকে আলিঙ্গন করেছি—নিজের মন্ত্রণাকক্ষে সাদরে আহ্বান করেছি। তার এই প্রতি-দান? চাঁদ রায়ের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব? বিশ্বাসঘাতক—

এনায়েৎ। খবরদার রাজা!

কাঞ্চন। কথা বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে না? একটা ঘৃণ্য প্রস্তাব ব'য়ে এনেছ চাঁদ রায়ের কাছে?

কেদার। তোমাকে আর কি বল্‌বো এনায়েৎ? এ প্রস্তাব যদি ঈশা খাঁ নিয়ে আস্‌তো, তা হ'লে তার জিহ্বাটা এতক্ষণ উপ্‌ড়ে ফেল্‌তুম।

এনায়েৎ। আমাকেই বা দয়া কর্‌ছো কেন?

কেদার। দয়া? দয়া আমার নেই; যা ছিল, এইমাত্র তুমি তা পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলেছ। ভালই করেছ; বিশ্বাস আর কাউকে কর্‌বো না—কাউকে না! সংসার এত হীন যে, দয়া কর্‌লে মনে করে দুর্ব্বলতা, ক্ষমা কর্‌লে ভাবে কাপুরুষতা।

এনায়েৎ। রাজা! তা হ'লে আপনি এ প্রস্তাবে অসম্মত?

চাঁদ। আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো?

কেদার। হীনবুদ্ধি ঈশা খাঁর এ ঘৃণিত প্রস্তাবে আমরা সহস্রবার পদাঘাত করি।

এনায়েৎ। সাবধান কেদাব রায়!

কেদার। সাবধান হও তুমি এনায়েৎ খাঁ! তোমায় যে কি করবো, আমি এখনও ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তুমি যদি শুধু দূত হ'তে, আমবা তোমায় ক্ষমা করতে পারতুম; কিন্তু তুমি ঈশা খাঁর বন্ধু—তার মন্ত্রী। তোমায় আকণ্ঠ প্রোথিত ক'রে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন কবালেও আমাব গায়ের জ্বালা মিটবে না।

এনায়েৎ। রাজা! ঈশা খাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হ'লে—

[একসঙ্গে চাঁদ, কেদার ও কাঞ্চন তরবারিতে হাত দিলেন।]

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। কি বল্লি? ঈশা খাঁর সাথে সোনার বে'?

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। প্রস্তাবটা কে এনেছে?

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর বন্ধু।

কেশার মা। [এনায়েতের সম্মুখে গিয়া] তুই? ও—মরবার পালক উঠেছে বুঝি? তাই পোড়ামুখো সে দিন হাঁ ক'রে সোনার দিকে চেয়েছিল। চাঁদ! কি ভাবছো? হ্যাঁ কেদার! তুমিও হাত গুটিয়ে ব'সে আছ? ও দাদা—তুইই বা কি করছিস? মিন্সের কাঁধে এখনও মাথাটা রয়েছে যে রে!

কাঞ্চন। বড্ড ছোট মাথা, মজুরি পোষাবে না।

ভবানী। [চাঁদের প্রতি] কি ভাবছো?

চাঁদ। ভাবছি, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কত ভীষণ হ'তে পারে!

ভবানী। [কেদারের প্রতি] তুমি কি ভাবছো?

কেদার। আমি ভাব্‌ছি, এই একটা মাথা নিয়ে প্রাণের জ্বালা কতটুকু মিট্‌বে? ঈশা খাঁর বংশ নির্ম্মূল ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও এ অপমানের শোধ হবে না।

ভবানী। আর তুমি কাঞ্চন?

কাঞ্চন। আমি ভাব্‌ছি মা! কতক্ষণে ঈশা খাঁর কলাগাছিয়া দুর্গ ছাই ক'রে, সেই ছাই মুঠো-মুঠো ক'রে ঈশা খাঁর মুখে ছড়িয়ে দিয়ে আস্‌বো! কত দিনে তার তপ্ত রক্ত গায়ে মেখে মহোল্লাসে নৃত্য কর্‌বো! কবে সে শয়তান বুঝ্‌বে যে, চাঁদ রায়ের বংশের অপমান কর্‌লে মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়!

ভবানী। সাবাস্‌ পুত্র! এনায়েৎ খাঁ! আর তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। যাও—চ'লে যাও, আর কখনো শ্রীপুরের পথে পা বাড়িয়ো না।

চাঁদ। বল গিয়ে তোমার প্রভুকে, তার প্রস্তাবের উত্তর চাঁদ রায় রণক্ষেত্রে দেবে।

এনায়েৎ। রাজা—

কেদার। চুপ্‌, একটা কথাও নয়, নিঃশব্দে চ'লে যাও। বাঙ্গালী মায়ের প্রাণ বড় কোমল, তাই তুমি মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ।

এনায়েৎ। বুঝে দেখ চাঁদ রায়! যদি নিজের মঙ্গল চাও, ঈশা খাঁর সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দাও—

[কাঞ্চন, চাঁদ ও কেদারের তরবারি একসঙ্গে নিষ্কাশিত হইল।]

ভবানী। থাক্‌, ক্ষান্ত হও। মা! ওকে বের ক'রে দাও।

কেশার মা। চ'লে আয়! তবু দাঁড়িয়ে? আয় বল্‌ছি, নইলে তোর মাথাটা আমিই ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

এনায়েৎ। বেশ, তা হ'লে আমি ফিরে যাচ্ছি রাজা! কিন্তু

মনে রেখো, যে ভুল আজ তুমি করলে, সারা জীবন অনুতাপের অশ্রুজলে সাগর বইয়ে দিলেও সে ভুলের সংশোধন হবে না। ঈশা খাঁ কি করবেন, জানি না; কিন্তু শোন রাজা! বর্ত্তমানে আমি মুসলমান হ'লেও, আমার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে একটা রাজপুত, সে নিয়তির মত দুর্ব্বার—মৃত্যুর মত করাল—বজ্রের চেয়ে কঠোর। [প্রস্থান।

কেশার মা। বন্ধু! মুখে আগুন অমন বন্ধুর—

[প্রস্থান।

ভবানী। রাজা! ঈশা খাঁ জানে যে, স্বর্ণময়ী বিবাহিতা—বিধবা?

কাঞ্চন। জানে না? নিশ্চয়ই জানে। এতবার সে শ্রীপুরে এসেছে, আর এই খবরটা জানে না?

চাঁদ। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি তার স্পর্দ্ধা দেখে। সে কি উন্মাদ? চাঁদ রায়কে সে চেনে না? চাঁদ রায় মরবে, তবু তার বংশে এতটুকু কলঙ্ক লেপন করবে না।

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত।

শিরে তোর পুষ্পবৃষ্টি হোক্।
জয়-গানে তব চির নিশিদিন ভ'রে যাক্ তিন লোক।
মহিমা তোমার সবার স্মরণে, দেখাবে আলোক সাত কোটি জনে,
বাণী তব প্রিয়, বেদ-বাণী সনে হ'য়ে যাবে একযোগ॥
এমনি বহিও আমার নিশান, বরপুত্র তুমি, তুমি গরীয়ান্,
আসুক্ ঝঞ্ঝা কালবৈশাখী, আসুক্ দুঃখ শোক।

[প্রস্থান।

ভবানী। এখন কি করবে ?

চাঁদ। যুদ্ধ।

কেদার। ধ্বংস।

কাঞ্চন। প্রতিশোধ।

ভবানী। কিন্তু—

চাঁদ। কিন্তু? এর মধ্যে "কিন্তু" নেই রাণী! ঈশা খাঁ মর্‌বে। সে জানে না, চাঁদ রায় দুঃখদীর্ণ হ'লেও চাঁদ রায়, তার একটা আহ্বানে শত সহস্র বাঙ্গালীর লাঠি মরণোৎসবে মেতে উঠ্‌বে, রাজার প্রাসাদ হ'তে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সবাব গৃহে বিজয়ের দুন্দুভি বেজে উঠ্‌বে। কেদার! সৈন্য সাজাও, মাত্র সাত দিন সময় দিলুম ; তারপব সন্দীপের দুর্গ ধ্বংস কর্‌তে আমরা অভিযান কর্‌বো।

কাঞ্চন। আমি কিন্তু সাত দিন অপেক্ষা করতে পার্‌বো না বাজা! আজ এখনি আমি কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস কর্‌তে ছুট্‌বো।

কেদার। সৈন্য ?

কাঞ্চন। পাই ভাল, না পাই, চাই না। রাজপথ দিয়ে যাবার সময় বল্‌তে বল্‌তে যাবো—"ঈশা খাঁ তোমাদের আদরের দুলালী সোনার বৈধব্যকে অপমান করেছে ; কে আছ বাঙ্গালী, প্রতিশোধ নেবে এস!" তাতে যে আসে আস্‌বে, না আসে, একা আমি যমের সঙ্গে খেল্‌বো। ভয় কি বাবা? সিংহশাবক শিশু হ'লেও দুর্ব্বল নয়।

কেদার। আবার বল্—সিংহশাবক শিশু হ'লেও দুর্ব্বল নয়! কলা-গাছিয়া দুর্গ ধ্বংস ক'রে, অথবা মানের জন্য শির দিয়ে প্রমাণ করা চাই —সিংহশাবক শিশু হ'লেও দুর্ব্বল নয়। এই নাও পুত্র, আমার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে লক্ষ সৈন্য। [নিজের তরবারি প্রদান।]

ভবানী। কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করতে এই বালককে পাঠাবে? তাও সঙ্গে সৈন্য নাই—

কাঞ্চন। কে বলে সৈন্য নেই? এই যে আমার লক্ষ সৈন্য। আজ আমার চেয়ে শক্তিমান কে? জয় কোটীশ্বর—জয় কোটীশ্বর! [আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থানোদ্যোগ।]

চাঁদ। কাঞ্চন!—কাঞ্চন! [বন্য হরিণের মত একলাফে ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে সকলের পদধূলি লইয়াই নিমেষে প্রস্থান করিল।] ফেরাও—ফেরাও কেদার! এখনও তো আমরা মরি নি! আমরা থাকতে এই বালক যাবে দুর্গ জয় করতে?

কেদার। শুনলে তো দাদা, "সিংহশাবক শিশু হ'লেও দুর্ব্বল নয়!"

ভবানী। কিন্তু এর পরিণাম কি, ভেবেছ নিষ্ঠুর?

কেদার। হয় জয়, না হয় মৃত্যু।

[প্রস্থান।

ভবানী। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে, যুদ্ধের নামে নেচে ওঠে।

[প্রস্থান।

চাঁদ। তবে ত্রিবেণীর দুর্গটাই বা থাকে কেন? কার্ভালোকে পাঠাই ত্রিবেণী ধ্বংস করতে। কোটীশ্বর! বাঁশী ছেড়ে অসি ধর, বনমালা ফেলে দিয়ে নরমুণ্ডমালা পরবে এসো। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

কেশরী ও গীতকণ্ঠে লাঠিয়ালগণের প্রবেশ।

লাঠিয়ালগণ।—

গীত।

চল্ রে চল্ রে চল্।
চুমুকে শুষিয়া সিন্ধুনীর, রক্ত তুলিব বঙ্গবীর,
নিঃশ্বাসে মোরা নিভায়ে দিব রে সিন্ধু-বাড়বানল।
ওরে ও বঙ্গবীর, বঙ্গসাগরতীর
ধ্বনিয়া উঠিবে আমাদের নামে নামিবে লক্ষ শির;
মৃত্যুর বুকে হানিব বাজ, পরিব মাথায় বিজয়-তাজ,
আনিব জয়, আনিব আজ নহে যাবো রসাতল॥

কেশরী। চল্—চল্, ছুটে চল্, কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস করা চাই!

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। হ্যাঁ হে মুরুব্বি, শ্রীপুরের রাজবাড়ীটা কোন্ দিকে বল্তে পার?

কেশরী। কোথা থেকে আস্ছো?

বান্দা। সোনার গাঁ থেকে।

কেশরী। তুমি কে ?

বান্দা। ঈশা খাঁর চর।

কেশরী। ঈশা খাঁর চর? সেই ঈশা খাঁ, যে আমাদের রাজকুমারীকে অপমান করেছে? ওরে—

সকলে। মার্—মার্! [লাঠি বাগাইল।]

বান্দা। এ কি? তোমরা আমাকে—

সকলে। মার্—মার্!

বান্দা। দাঁড়াও—আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট কর্‌তে আসি নি। প্রাসাদের পথটা একবার দেখিয়ে দাও, বড় জরুরি খবর!

কেশরী। জরুরি খবর? সে বুঝ্‌তেই পার্‌ছি। খবরদার্! রাজবাড়ীর দিকে পা বাড়াস্ নে—খুন কর্‌বো।

বান্দা। কেন বাধা দিচ্ছ হিন্দু? আমি কোন কুমতলবে আসি নি। জাঁহাপনার হুকুম, চাঁদ রায়ের সঙ্গে আমার দেখা কর্‌তেই হবে। ছেড়ে দাও—পথ ছেড়ে দাও, আমি আজ তিন দিন না খেয়ে ছুটে আস্‌ছি, আমায় যেতে দাও—

লাঠিয়ালগণ। খুন কর্‌বো—

কেশরী। ফিরে যা বল্‌ছি! যা করেছিস্ তোরা, তাতেই আমাদের মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে, আবার খবর! যা বল্‌ছি! আর একটু এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে লাঠির ঘায়ে তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো।

বান্দা। তবু জাঁহাপনার হুকুম আমায় তামিল কর্‌তেই হবে।

[প্রস্থান।

কেশরী। দাঁড়া, আমি ওর মাথাটা ভেঙ্গে দিয়ে আস্‌ছি—

[প্রস্থান।

১ম লাঠিয়াল। এই চল্, কুমার এগিয়ে গেছে, আর দেরী করা চল্‌বে না। জয় কোটীশ্বর—জয় কোটীশ্বর!

[লাঠিয়ালগণের প্রস্থানোদ্যোগ]

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। টাকা চাই—খাবার চাই—ওষুধ চাই! এ কি অত্যাচার! শ্রীপুর আজ শ্রীমন্তকে একঘরে করেছে; দোকানদার জিনিষ বেচ্‌তে চায় না—বৈদ্য ওষুধ দিতে চায় না—শ্রীপুরের দোরে দোরে মাথা খুঁড়ে মর্‌লেও একটা পয়সা কেউ ভিক্ষা দেয় না। এই যে এরা কারা? ওহে, আমায় একটা টাকা দিতে পার?

লাঠিয়ালগণ। টাকা—

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, টাকা—রূপোর চাকৃতি, একদিন যা আমি দু'পায়ে মাড়িয়েছি। দাও—আমার বড় অভাব। টাকা না দাও, শুধু দুটি পয়সা দাও; আমার ছেলেটা না খেতে পেয়ে রোগে শুকিয়ে কুঁকড়ে ম'রে যাচ্ছে। বৈদ্যদের দোরে দোরে ঘুর্‌লুম, কেউ এক ফোঁটা ওষুধ দিলে না; আজ তিন দিন তার পেটে দানাটী পড়ে নি! দাও, দুটি পয়সা দাও—

১ম লাঠিয়াল। তুমি না আমাদের রাজকুমারীর জীবনটা মাটি করেছ? পয়সা দেবো—তোমাকে? ফুঃ—

[শ্রীমন্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। দিলে না—সবাই উপহাস কর্‌ছে; অথচ একদিন আমায় দেখ্‌লে, এরা পায়ের ধুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি কর্‌তো। কি করি? কোথায় যাই? কেমন ক'রে ছেলেটাকে বাঁচাই? কোটীশ্বর! তোমার পায়ে আমার দেওয়া পুষ্পাঞ্জলি এখনও বোধ হয় শুকিয়ে যায়

নি! দয়া কর—দয়া কর—আমার মা-হারা সন্তানটাকে বাঁচ্‌তে দাও! কেউ শোনে না, দেবতারাও বধির! হা ভগবান! তোমার দেওয়া ফল-শস্য আমার অভাগা ছেলের জন্য নয়! [শ্রান্তভাবে উপবেশন]

গীতকণ্ঠে জনৈক চাষার প্রবেশ।

চাষা।—

গীত।

আমার মনটা গেছে চুরি—
ঘুমিয়েছিলাম নিঝুম রাতে, চাঁদের আলোয় নিরালাতে,
সকালবেলা জাগিয়ে দিলে বেলোয়াড়ি চুড়ি গো।
কথায় কথায় কখন পিয়া, পালিয়ে গেল প্রাণটী নিয়া,
খুঁজে খুঁজে পাই নে দিশে (আমি) হাওয়ার সাথে উড়ি গো।
জানি না সে কোথায় আছে, দূরে না কি কাছে কাছে,
হা রে আমায় কর্‌লে পাগল নোলকপরা ছুড়ি গো।
দিনের বেলা তবু হাসি, রাতে চোখের জলে ভাসি,
মুখ দেখে মোর কেঁদে মরে রামগোপালের খুড়ী গো।

[প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীমন্ত। [উঠিয়া] ওহে—ওহে! আমায় একটা পয়সা দিতে পার?

চাষা। [বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া] ঠাকুর না?

শ্রীমন্ত। ভিখিরী—ভিখিরী! একটা পয়সা দাও তো—

চাষা। উঁহুঁ; তোমাকে ঠাকুর একটা কাণাকড়িও কেউ দেবে না।

[সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। একটা চাষা, সেও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। বুঝেছি, শ্রীপুরে বাস করা আর চল্‌বে না। কিন্তু ঘরে বাস্তুদেবতা!

দূর হোক্ বাস্তুদেবতা, কালীগঙ্গার জলে ফেলে দেবো। দেবতা নেই! কিন্তু রোগা ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় যাবো? ভগবান! আহার্য্য দেবে না যদি, বাপের প্রাণটা এমন মায়ায় ভরিয়ে দিয়েছ কেন?

মস্তকে নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া তামাক টানিতে টানিতে দেবলের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। দেবল? কি আছে ওতে ভাই? বাঃ-বাঃ-বাঃ, এ যে অনেক খাবার! আমায় দিবি?

দেবল। দেবো তো, কিন্তু—

শ্রীমন্ত। দেবল! বরাতের গুণে তুমি আজ আমার আসনে বসেছ, আর আমি আজ এই শ্রীপুরে পথের ধূলোর চেয়েও অধম। তুমি রাজ-রাজেশ্বর হও—তুমি দীর্ঘজীবী হও! এমন দান তুমি অনেক পাবে দেবল! শুধু এই একদিনের উপার্জ্জন আমায় দাও। আমার ঘরে আজ তিন দিন কিছু নেই, ছেলেটা না খেয়ে—

দেবল। এঁ্যা, তাই না কি? আগে বল্‌তে হয়! আচ্ছা, তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু দেখো দাদা! আমি তোমায় দিয়েছি, এ কথা যেন কেউ না জানে; তা হ'লে আমাকেও—বুঝেছ? আচ্ছা—আমি চল্‌লুম, কে আবার হয় তো দেখ্‌তে পাবে—[প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীমন্ত। দেবল! না, আমি তোমার দান নেবো না। আমি হাজার হ'লেও ভাই, নিজের জন্য তোমায় বিপন্ন কর্‌বো না। কি, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? নিয়ে যাও—এখনি নিয়ে যাও, এ প্রলোভনের ডালি আমার সাম্‌নে আর রাখ্‌তে পাবে না। নেবে না? তা হ'লে আমি সব রাস্তায় ছড়িয়ে দেবো—

[ভয়ে ভয়ে পুঁটুলি লইয়া দেবলের প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। চুরি করবো—ডাকাতি করবো, যা হয় হবে। কিসের ধর্ম্ম? আমার ছেলে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, আর পণ্যশালায় থরে থরে খাদ্য সাজানো থাকবে? একটা পয়সার অভাবে আমার রোগা ছেলের পথ্য জুটবে না, আর বড় মানুষেরা টাকার গদীতে শুয়ে থাকবে? না—সইবো না, লুট করবো। লুট—লুট! বোম্ ভোলা! [প্রস্থানোদ্যত]

রণসাজে সজ্জিত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। কে—চাঁদ? যুদ্ধে চলেছ? দাঁড়াও, যাবার আগে আমার একটা কথা আছে।

কেদার। শোন্‌বার সময় নেই।

শ্রীমন্ত। তা হ'লেও শুনতে হবে। চাঁদ! এ কি অত্যাচার? শ্রীপুরে আমি একঘ'রে? [দুঃখে, ক্রোধে কণ্ঠ বিকৃত হইল] এ তোমার হুকুম?

কেদার। না, আমার। তুমি সমাজের দোহাই দিয়ে স্বর্ণময়ীর জীবনটা ব্যর্থ করেছ, তাই সমাজ তোমায় ত্যাগ করেছে। অভাবে, দুঃখে, জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর, সন্তানের মলিন মুখ পিতার বক্ষে কতখানি বাজে, সন্তানের সুখের কাছে সমাজের শাসন কি তুচ্ছ!

শ্রীমন্ত। আমি বুঝবো না। আমি শ্রীপুরের প্রজা, আমার এ দাবী; ভগবানের দেওয়া ফল-শস্য, ভগবানের দেওয়া সুখ-শান্তি তোমরা যদি দু'হাতে ভোগ করতে পার, আমি কেন উপবাসী র'য়ে যাবো? তোমাদের ছেলে-মেয়েরা যদি পেট ভ'রে খেতে পায়, আমার ছেলে-মেয়ে কেন না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? কেন—কেন?

কেদার। তোমার দোষে।

চাঁদ। ঠাকুর! আপনার পুত্র উপবাসী?

শ্রীমন্ত। মুমূর্ষু! [কণ্ঠ অশ্রুবিকৃত হইল] টাকা দাও—খাদ্য দাও, নইলে আমি যেতে দেবো না। দাও—দাও রাজা!

কেদার। দেবো—ভাণ্ডার খুলে খাদ্য দেবো—তোমার পর্ণকুটির সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো ঠাকুর! একটা কথা শুধু বল, বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিতে পার্‌বে?

শ্রীমন্ত। আমি পার্‌বো না।

কেদার। তবে ঐ কালীগঙ্গার জল আছে, তোমার পুত্রের জন্য নিয়ে যাও। আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ কর্‌লেও এই শ্রীপুরে কেউ তোমায় এক কণা খাদ্য দেবে না।

চাঁদ। অত নিষ্ঠুর হোস্ নে কেদার! একদিন যাঁর হাতে রাজত্ব তুলে দিলেও যিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই ব্রাহ্মণ আজ প্রার্থী—গৃহে তার পুত্র-কন্যা উপবাসী। এখানে অভিমান সাজে না কেদার! ভুলে যা—ভুলে যা সে অতীতের কথা! আমাদের ঘরেও পুত্র-কন্যা আছে, তারা যদি এমনি ক'রে উপবাসে আর্ত্তনাদ কর্‌তো, না—না, এ ভাবা যায় না। ঠাকুর!—

কেদার। দাদা—

চাঁদ। না কেদার, শুভযাত্রার পূর্ব্বক্ষণে এমন নিষ্ঠুরতা করিস্ নে ভাই! আসুন ব্রাহ্মণ, আমি আদেশ দিচ্ছি—

জনৈক কৃষাণের দ্রুত প্রবেশ।

কৃষাণ। বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর! খোকা নেই—

শ্রীমন্ত। নেই—নেই? সব শেষ? নিষ্ঠুর! পালিয়ে গেলি? এত

দিন পাখীর মত পালকঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, না ব'লে পালিয়ে গেলি ? যাবে না ? খেতে দিতে পারি নি ! রাজার ঐশ্বর্য্য যে দু'পায়ে মাড়িয়ে গেছে, তার ছেলে না খেয়ে মরে ! কোটীশ্বর !—[ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল ।]

[চাঁদ রায়ের ইঙ্গিতে কৃষাণের প্রস্থান ।

চাঁদ । ব্রাহ্মণ !—

শ্রীমন্ত । কি বল্‌ছো ? বল্‌বে তো এই যে, সংসারের এমনি নিয়ম ; যম যখন টানে, মানুষ রাখ্‌তে পারে না । মানি ; কিন্তু এমন ক'রে কার ছেলে মরে ? যে দেশে মাঠভরা ধান, পুকুরভরা জল, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী সোনা ঢেলে দিয়েছে, সে দেশে একটা শিশু—বামুনের ছেলে এমনি ক'রে মাটি কাম্‌ড়ে মরে কেন ?

কেদার । পিতার অপরাধে ।

চাঁদ । ঠাকুর ! যুদ্ধ হ'তে ফিরে এসে দু'ভাই অশ্রুজলে তোমার চরণ ধুয়ে দেবো । আপাততঃ আমি আদেশ দিয়ে যাচ্ছি, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য—

শ্রীমন্ত । চুপ—চুপ ! আমার গ্রাসাচ্ছাদন ? এ কথা শুন্‌লে পরলোকে সে আমার ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে । আমি খাবো ? আমি খাবো ? মুমূর্ষু ছেলের মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারি নি, ওঃ—রাজা ! কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিতে এসেছ ? না—অনেক সয়েছি, আর সইবো না । যে সয়, তারই বুকে বাজের ঘা পড়ে—তাকেই দেখে সংসারটা ঘৃণায় স'রে যায়—তারই ছেলের বুকে যম এসে হাঁটু দিয়ে বসে । আমি সইবো না । আমি যা হারিয়েছি, তোমাদের তা ভোগ করতে দেবো না । আমার এই উপবীতটা আমি কালীগঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি ; যে দিন তোমাদের বুকে এমনি হাহাকারের আগুন জ্বালিয়ে

দিতে পার্‌বো, সেদিন আবার ব্রাহ্মণ হবো, নইলে এই শেষ—এই শেষ— [প্রস্থান।

চাঁদ। কেদার! কি কর্‌লে তুমি কেদার?

কেদার। কিছুই করিনি দাদা! এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। শ্রীমন্তের পুত্র অনাহারে মরে নি, মরেছে সোনার দীর্ঘনিঃশ্বাসে।

চাঁদ। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ নীরবে এই শোক সইবে না; হয় তো এমন দংশন করবে যে, আমাদের অন্তরাত্মা যন্ত্রণায় ত্রাহিরবে আর্ত্ত-নাদ ক'রে উঠ্‌বে।

কেদার। চাঁদ রায় কেদার রায় সর্পদংশন মাথা পেতে নিতে পারে, মানুষের দংশনকে তারা ভয় করে না। চল দাদা! জয় কোটীশ্বর—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সোনারগাঁ প্রাসাদ—ঈশা খাঁর কক্ষ।

আলেয়া।

আলেয়া। কেন এই এনায়েৎ খাঁকে দেখ্‌লে আমার মনটা তোল্‌-পাড় ক'রে ওঠে? সে বীর, কিন্তু নিষ্ঠুর; সে সুন্দর, কিন্তু তার অন্তরটা কুষ্ঠরোগীর মত কুৎসিত। তবে কেন এমন হয়? এনায়েৎ আমার কে? না—না, আমার স্বামীকে আমি না পাই, সারা জীবন তাঁর জন্য তপস্যা কর্‌বো, তবুও অন্যের রূপ মনের মধ্যে লুকিয়ে

রেখে তাঁর কাছে অবিশ্বাসিনী হবো না। আমি এনায়েৎকে ঘৃণা করি—হ্যাঁ, আমি এনায়েৎকে ঘৃণা করি।

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। কেন ?

আলেয়া। কে—তুমি ? কোথা থেকে এলে ?

এনায়েৎ। শ্রীপুর থেকে।

আলেয়া। ওঃ—তা দাদা তো এখানে নেই ! তুমি শ্রীপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলে ? বান্দার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি ?

এনায়েৎ। কই—না।

আলেয়া। তারপব, শ্রীপুর গিয়ে কি করলে ?

এনায়েৎ। ঈশা খাঁর পত্র চাঁদ রায়কে দিলুম।

আলেয়া। আর দেখতে দেখতে চাঁদ রায়ের মুখখানা আষাঢ়ের মত মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো, কেদার রায়ের চোখ দু'টোতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুট্‌লো, আর কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন বাঘের মত লাফিয়ে উঠ্‌লো —কেমন ? তারপর কি হ'লো ?

এনায়েৎ। তারা আমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

আলেয়া। বেশ করেছে। চাঁদ রায় দয়ালু, তাই তোমাকে শুধু অপমান ক'রেই ফিরিয়ে দিয়েছে, কেদার রায় রাজা হ'লে তোমার মাথাটা ছিঁড়ে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দিত।

এনায়েৎ। [হাসিয়া] কেদার রায় ?

আলেয়া। হ্যাঁ, কেদার রায়। হাস্‌লে যে এনায়েৎ খাঁ ? পেয়েছ তাঁর শক্তির পরিচয় ? তাঁকে রণক্ষেত্রে কথনও দেখেছ ? আমি এক-দিন প্রাসাদের চূড়া থেকে তাঁর যুদ্ধ দেখেছি। বাঙ্গালী যে এমন

বীর হ'তে পারে, কেদার রায়কে না দেখ্‌লে আমি বুঝ্‌তে পার্‌তুম না। যাক্‌, এখন কি কর্‌বে?

এনায়েৎ। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবো।

আলেয়া। অপমান যে তুমি কুড়িয়ে আন্‌তেই গিয়েছিলে এনায়েৎ খাঁ! তুমি কি আশা করেছিলে, এই পত্র পেয়ে চাঁদ বায় তোমায় সোনার পালঙ্কে বসিয়ে রাজভোগ খাওয়াবে?

এনায়েৎ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, এ প্রস্তাব চাঁদ রায় এমনি ক'রে প্রত্যাখ্যান কর্‌বে!

আলেয়া। আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নি এনায়েৎ খাঁ যে, তুমি সত্যই মাথা নিয়ে ফিবে আস্‌বে। তারা বোধ হয় তোমায় দুর্ব্বল ব'লে ক্ষমা কবেছে। এখন আমি বলি এয়ায়েৎ খাঁ—

এনায়েৎ। থাক্‌, তুমি অনেক বলেছ সাহাজাদি! এবার আমি একটা কথা বল্‌ছি শোন। যেখানে একটা রাজ্যের উত্থান-পতন নির্ভর কর্‌ছে, সে সব বিষয়ে নারীর সঙ্গে একটা কথা বল্‌তেও এনায়েৎ খাঁ ঘৃণা বোধ করে। গুরুতর রাজকার্য্যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বেন ঈশা খাঁ, এনায়েৎ নয়। তুমি ঈশা খাঁর কাছে পীর পয়গম্বর হ'তে পার, কিন্তু আমার কাছে একটা তুচ্ছ নারী মাত্র!

আলেয়া। নারী চেনো এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। চিনি না? নারী অসার—অপদার্থ—সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার যন্ত্র মাত্র!

আলেয়া। কি?

এনায়েৎ। জগতের যত বিষ নারীই উগ্‌রে দিয়েছে। চিরদিন দেখে এলুম, পুরুষ যজ্ঞ কর্‌তে নেমেছে, নারী করেছে পণ্ড; পুরুষ বেহেস্তের পথে চলেছে, নারী তাকে দোজাকের পথে টেনে এনেছে;

পুরুষের মাথা থেকে বিজয়-মুকুট কেড়ে নিয়ে এই নারী পরাজয়ের পুরীষ-কর্দ্দম ঢেলে দিয়েছে। নারী চিনি না সাহাজাদি? আমার জীবনের এই মধু-বসন্তে বুকের মধ্যে সাহারার মরুভূমি রচনা করেছে এই নারী।

আলেয়া। তবে এই নারীর জন্য ক্ষেপে উঠেছ কেন? কেন আমার দেবতার মত ভাইকে এমনি ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলেছ?

এনায়েৎ। কেন তুল্‌বো না? বলেছি তো, নারীর রূপ শুধু পুরুষের ভোগের উপাদান।

ঈশা খাঁর প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। না—না, তা তো নয়; সংসার দুঃখ-জ্বালাময়, নারী তার মধ্যে শীতল সরোবর। মাতৃরূপে যার অফুরন্ত স্নেহ সন্তানের মুখে অমৃতধারায় ব'য়ে যায়, পত্নীরূপে যে নারী নিজেকে নিঃস্ব ক'রে স্বামীর মধ্যে হারিয়ে ফেলে ধন্য হয়, ভগ্নীরূপে এমনি ক'রে মূর্ত্তিমতী সেবার মত যে ভাইকে ঘিরে ব'সে থাকে, সুখ চায় না—ভোগ চায় না, চায় শুধু পুরুষের সদয় দৃষ্টি, সেই নারী যদি অসার, তবে সার কে এনায়েৎ?

আলেয়া। [উল্লাসে] এই তো মানুষ—এই তো মানুষ! দাদা! তোমায় সৃষ্টি করেছেন খোদা, আর ঐ এনায়েৎ খাঁকে সৃষ্টি করেছে—

এনায়েৎ। শয়তান নিজে—[হাসিয়া] না?

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ! তুমি ফিরে এসেছ? তা হ'লে বান্দা তোমাকে ঠিক ধরেছিল?

এনায়েৎ। না, এখানে এসে শুন্‌ছি যে তুমি আমাকে ফিরিয়ে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছিলে। আমি শ্রীপুরে গিয়ে তোমার পত্র চাঁদ

রায়কে দিলুম ; তারপর কি বল্‌বো ঈশা খাঁ ! এমন অপমান আমার জীবনে কখনও পাই নি।

ঈশা খাঁ। ভুলে যাও বন্ধু, আমার মুখ চেয়ে সব ভুলে যাও। অপমান তারা যতই ক'রে থাক্, সে তোমার নয়—আমার।

এনায়েৎ। তাই যদি হয়, সে অপমান তুমি ভুলে যাবে ?

ঈশা খাঁ। হাঁ এনায়েৎ ! ভুলে যাবো, কারণ এ অপমান আমার প্রাপ্য।

এনায়েৎ। কিসে ?

ঈশা খাঁ। তুমি তো জান এনায়েৎ ! আমি বীরত্বের অহঙ্কারে চাঁদ রায়েব কন্যাকে চেয়েছিলুম ; জানি না, সে কুমারী কি বিবাহিতা ; বুঝ্‌তে পারি নি যে, হিন্দুরা বন্ধুত্বের অনুরোধে সব কর্‌তে পারে, কিন্তু সমাজ ত্যাগ কর্‌তে পারে না।

এনায়েৎ। তা হ'লে এখন কি করবে ?

ঈশা খাঁ। আমি নিজে গিয়ে চাঁদ রায়ের কাছে ক্ষমা চাইবো।

আলেয়া। [সোল্লাসে] দাদা ! তুমি মহান্—

এনায়েৎ। কিন্তু আমি বল্‌ছি, তুমি ভীরু।

আলেয়া। আর বীর বুঝি তুমি ? তোমার অস্ত্র বাহুবল, দাদার অস্ত্র দয়া।

[প্রস্থান।

এনায়েৎ। জাঁহাপনা, এই তোমার শেষ কথা ? তুমি এর প্রতিশোধ নেবে না ?

ঈশা খাঁ। কিসের প্রতিশোধ বন্ধু ? চাঁদ রায় কোন অন্যায় করেন নি ; তোমাকে অপমান করেছি আমি, প্রতিশোধ নেবে তো আমার উপর নাও !

এনায়েৎ। ওঃ! এই ঈশা খাঁ বাঙলার বিখ্যাত বীর; এমন নারীর মত কোমল, এমন শিশুর মত দুর্ব্বল! যাক্, তুমি চুপ্ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পার, কিন্তু আমি এর প্রতিশোধ নেবোই! আমি যুদ্ধ কর্‌বো—

ঈশা খাঁ। আমি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। জাঁহাপনা! হুকুম তামিল হ'লো না।

ঈশা খাঁ। কি হয়েছে বান্দা? তোমায় বড় আহত দেখ্‌ছি!

বান্দা। জাঁহাপনা! শ্রীপুরের লাঠিয়ালরা লাঠির ঘায়ে আমার হাড় গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে, আমাকে রাজবাড়ীতে যেতে দেয় নি।

ঈশা খাঁ। শ্রীপুরের অধিবাসীরা এত নিষ্ঠুর? ওঃ—চাঁদ রায়! চাঁদ রায়! আমার মনের মধ্যে তোমার গৌরবের সিংহাসন আর বুঝি থাকে না! বান্দা! চাঁদ রায় বা কেদার রায় এ কথা জানেন?

বান্দা। না, তাঁরা জানেন না।

ঈশা খাঁ। তবু আমি কৈফিয়ৎ চাইবো। বান্দা! তোমার কাছে আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর—

বান্দা। জাঁহাপনা—[ঈশা খাঁর পায়ে মাথা নোয়াইল।]

ঈশা খাঁ। বান্দা! তারা তোমায় প্রহার কর্‌লে, তুমি প্রতিরোধ কর্‌তে পার্‌লে না?

বান্দা। জনাবের হুকুম ছিল না।

এনায়েৎ। তাই পিঠ পেতে লাঠির ঘা নিয়ে এসেছ? কালীগঙ্গার জলে ডুবে মর্‌তে পার্‌লে না? কাপুরুষ!

বান্দা। কাপুরুষ? হুজুরালি! জাহাপনার হুকুম থাক্‌লে অমন বিশটা লাঠিয়ালকে আমি মাটিতে শুইয়ে দিতে পার্‌তুম।

ঈশা খাঁ। বান্দা! তারা তোমাকে মারে নি, মেরেছে আমাকে। তোমার দেহের ক্ষত মিলিয়ে যাবে, কিন্তু আমার অন্তরের ক্ষত শুখাবে না। যাও, আমি তোমার শুশ্রূষার ব্যাবস্থা করছি। তুমি সুস্থ হ'লে তোমায় নিয়ে আমি শ্রীপুর যাবো। যারা তোমার গায়ে লাঠি চালিয়েছে, তারাই আবার অশ্রুজলে তোমার পা ধুইয়ে দেবে।

[বান্দার প্রস্থান।

এনায়েৎ। সে তো পরের কথা; এখন কি করতে চাও?

ঈশা খাঁ। কিছু না।

এনায়েৎ। তা হ'লে মনে ক'রো না ঈশা খাঁ, যে চাঁদ রায় কেদার রায় এতেই ক্ষান্ত হবে! তারা একদিন অতর্কিত আক্রমণে তোমার এই সোনারগাঁ-দুর্গ ছারখার ক'রে দেবে।

ঈশা খাঁ। তুমি ভুল বুঝেছ এনায়েৎ! তারা যোদ্ধা, কিন্তু উন্মাদ নয়।

দূতের প্রবেশ।

দূত। জাঁহাপনা! কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন রায় কলাগাছিয়া দুর্গ ভস্মীভূত করেছে।

ঈশা খাঁ। কি? কি? ভস্মীভূত করেছে? কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন? তারপর দুর্গাধিপ? তাঁর পত্নী, পুত্র?

দূত। সব পুড়ে মরেছে; কেউ বেঁচে নেই জাঁহাপনা—কেউ বেঁচে নেই!

ঈশা খাঁ। যাও—যাও, প্রতিকার করবো। [দূতের প্রস্থান] ওঃ, চাঁদ রায়! কি করলে তুমি চাঁদ রায়? একের অপরাধে সহস্রের প্রাণ নিলে? কি করবো—কি করবো? কার মাথা নেবো? ঈশা

খাঁর অধিকাবে হস্তক্ষেপ! এতই অপবাধী ঈশা খাঁ! চাঁদ রায় ঈশা খাঁকে চেনে না। চিনিয়ে দেবো—একবার চিনিয়ে দেবো চাঁদ রায়?

এনায়েৎ। এখনও দ্বিধা?

ঈশা খাঁ। না—দ্বিধা নেই। চল, চাঁদ রায়ের সাধের শ্রীপুর উপ্‌ড়ে ফেলে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দেবো। না, চাঁদ রায়ের চেয়েও বেশী অপরাধী আমি; আগে নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো, তারপর চাঁদ রায়।

দূতের প্রবেশ।

দূত। জাঁহাপনা! চাঁদ রায়ের সৈন্যাধ্যক্ষ কার্ভালো ত্রিবেণীর দুর্গ অধিকার করেছে।

ঈশা খাঁ। কি? ত্রিবেণীব দুর্গ অধিকার কবেছে? চাঁদ রায়ের সৈন্যাধ্যক্ষ? ওঃ, চাঁদ বায়! তোমাব গায়ের চামড়া উপ্‌ড়ে নিলেও এর প্রতিশোধ হয় না। যাও দূত! [দূতের প্রস্থান।] এনায়েৎ! আমি যুদ্ধ কর্‌বো; এমন যুদ্ধ, যা কেউ দেখে নি। চাঁদ রায়ের রক্ত চাই—কেদাব রায়ের মাথা চাই—কাঞ্চনের কবন্ধ চাই!

এনায়েৎ। হ্যাঁ—এইবার সাধ হ'চ্ছে, তোমায় বীর ব'লে আলিঙ্গন দিতে।

ঈশা খাঁ। আগে কোন্ দিকে যাবো? শ্রীপুর না ত্রিবেণী, না কলাগাছিয়া? কোন্ পথে, বল কোন্ পথে?

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপের পথে।

এনায়েৎ। কে?

শ্রীমন্ত। ছিলুম একদিন চাঁদ রায়ের গুরু, আজ তার পরম শত্রু।

ঈশা খাঁ। কি বল্‌তে এসেছ? বল, আর কি দুঃসংবাদ আছে? তুমিও কি একবার দংশন করতে চাও?

এনায়েৎ। চাঁদ রায় কেদার রায় কোথায়?

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপ ধ্বংস করতে গেছে।

ঈশা খাঁ। স্বর্ণদ্বীপ? উত্তম, আমি যাচ্ছি। চাঁদ রায়! তুমি ঈশা খাঁর আসল রূপ দেখ নি, এইবার দেখ্‌বে। এনায়েৎ! প্রস্তুত হও, এখনি আমরা স্বর্ণদ্বীপ যাত্রা করবো। চাঁদ রায়কে দেখিয়ে দিতে হবে যে, ঈশা খাঁ মরে নি; বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ঈশা খাঁর বুকটা পাথর দিয়ে গড়া নয়, আগুন তাকে জ্বালিয়ে তোলে—মানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তার মধ্যে তীব্র অনুভূতি জাগে। চল—চল!

শ্রীমন্ত। সোনাকে চাই?

ঈশা খাঁ। সোনা—সোনা? গুরুজী! আমার বুকটা ছিঁড়ে যদি দেখাতে পারতুম, দেখ্‌তে, তার নাম প্রস্তরফলকে আঁকা; কিন্তু তাকে পাবার নয়—

শ্রীমন্ত। আমি যদি এনে দিই?

ঈশা খাঁ। বিশ্বাসঘাতক! [তরবারি নিষ্কাশন] না—কিসের বিশ্বাস? সংসার অবিশ্বাসে ভরা। চাঁদ রায়ের বিশ্বাস আমি ভঙ্গ করেছি, আমার বিশ্বাসের মূলে চাঁদ রায় কুঠারাঘাত করেছে; তুমি তার গুরু—অখণ্ড বিশ্বাসের পাত্র, তুমিই বা বাদ যাবে কেন? জ্বলুক্ আগুন—জ্বলুক্ আগুন! ব্রাহ্মণ! আমি সোনাকে চাই। চাঁদ রায়ের বুকে এমন বাজ হান্‌বো যে, তার গর্ব্বিত অন্তর দিবানিশি ত্রাহি-ত্রাহিরবে আর্ত্তনাদ করবে!

[প্রস্থান।

এনায়েৎ। চাঁদ রায়! এইবার দেখ্‌বো তুমি কত বড় বীর!

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। খোকা! দাঁড়া, এইবার তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো—

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত।

তুই উল্টা বুঝিলি বাম।
পরের পীরিতে আপনা বাঁধিয়া যাবে কুল যাবে শ্যাম।

শ্রীমন্ত। কে তুই?

সনাতন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি আদিম কালের চির-পুরাতন,
আপনার চেয়ে আমি যে আপন,
তোর জনক-জননী জপ ক'রে গেছে আমারি এ সুধা নাম।

শ্রীমন্ত। জনক-জননী জপ ক'রে গেছেন, আমি জপ করবো না।

সনাতন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুই বামুনের ঘরে দুরন্ত গরু, শ্যামল ভূমিতে সাহারার মরু,
আপনার হাতে আপনি ভাঙ্গিছ সুখের স্বরগধাম॥

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। না—না, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবলের বাটী।

একটী মোহরের থলি লইয়া দেবলের প্রবেশ।

দেবল। এঁ্যা—দাদা বল্‌লে কি ক'রে? সোনাকে ভুলিয়ে আন্‌তে হবে, তার জন্যে এই ঘুষ? দেখি—[থলির বাঁধন খুলিতে খুলিতে] গিন্নীকে বলা হবে না, বল্‌লেই সব মাটি করবে। মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না; উঁহুঁ—কিছুতেই বলা হবে না। আচ্ছা, থলেটা ফেরৎ দেবো? তাই দিই। টাকা খেয়ে সোনাকে ভুলিয়ে আন্‌বো, সে আমি পার্‌বো না বাবা! তা একবাব খুলেই দেখি—[থলি খুলিয়া] এঁ্যা—এ যে বিলকুল মোহর! দাদা এই মোহরগুলো আমায় দিলে? বাপ্ রে—বাপ্ রে—বাপ্ রে বাপ্! এ যে যত দেখ্‌ছি, তত আমাব নাচ পাচ্ছে।

জগদম্বার প্রবেশ।

জগদম্বা। কি গা? তোমার হাতে ও কি?

দেবল। উঁহুঁ, বলা হবে না, মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না।

জগদম্বা। লুকোচ্ছ কেন? কি ও?

দেবল। আরে, সে খোঁজে তোমার দরকার কি? গোটা কতক ইঁদুরবাচ্ছা ধ'রে এনেছি, অম্বল খাবো ব'লে।

জগদম্বা। আ ম'লো যা, ইঁদুরের অম্বল কেউ খায়?

দেবল। আরে অম্বল না—অম্বল না, ইঁদুরের আচার হবে। তোমার

এই অরুচির সময় না? একটু একটু আচার খাবে—তোফা লাগ্‌বে [প্রস্থানোদ্যত]

জগদম্বা। দূর্‌ মুখপোড়া, আমি কচি খুকী না কি? আমায় বোক বোঝাচ্ছ? বলি, পালাচ্ছ কোথায়? দেখি না, কি আছে?

দেবল। কিছু না—কিছু না।

জগদম্বা। কিছু না তো, লুকোচ্ছ কেন?

দেবল। [স্বগত] তাও তো বটে! এখন বলিই বা কি?

জগদম্বা। দাও না দেখি; এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াবো'খন!

দেবল। [সহাস্যে থলিটী জগদম্বার হাতে দিয়া] সাবধান, কেউ না জানে!

জগদম্বা। উঁহুঁ, কাক-পক্ষী জান্‌বে না। [খুলিয়া দেখিয়া] ওগো, এ যে মোহর—

দেবল। চুপ্‌—চুপ্‌!

জগদম্বা। ওগো, এ যে অনেক মোহর—

দেবল। চুপ্‌—চুপ্‌!

জগদম্বা। এত মোহর তুমি কোথায় পেলে গো?

দেবল। আরে, চুপ্‌ কর না!

জগদম্বা। কেন চুপ্‌ কর্‌বো? কখ্‌খনো চুপ্‌ কর্‌বো না। আমি কারও খাই না পরি? ওগো, আমার যে কান্না পাচ্ছে! এত মোহর নিয়ে আমি কি কর্‌বো গো—

দেবল। মাটি কর্‌লে! আঃ—আরে চুপ্‌, কেউ শুন্‌লে বিপদ হবে।

জগদম্বা। তাই না কি? তা এ সব দিলে কে?

দেবল। বলা হবে না, সে ভয়ানক কথা।

জগদম্বা। কি রকম? কি রকম?

দেবল। না—না, অম্‌নি কুড়িয়ে পেয়েছি। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের কি সব কথা বলতে আছে? সে ভয়ানক কথা—

জগদম্বা। কি রকম ভয়ানক?

দেবল। সাংঘাতিক ভয়ানক।

জগদম্বা। কেমন সাংঘাতিক গা?

দেবল। ভীষণ সাংঘাতিক।

জগদম্বা। দূর্ মুখপোড়া! কথাটা কি, তাই শুনি না! আমার যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে শোন্‌বার জন্যে!

দেবল। আরে আমারও যে পেটে মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছে বল্‌বার

জগদম্বা। তবে ব'লে খালাস হও না!

দেবল। বল্‌বো? আচ্ছা, শোন; কিন্তু কাউকে ব'লো না যেন! তা হ'লে আমার গর্দ্দান যাবে।

জগদম্বা। বাপ্ রে, তা হ'লে কি বল্‌তে পারি! তোমার গর্দ্দান গেলে আমি যে গয়না পর্‌তে পাবো না—মাছ খেতে পাবো না!

দেবল। ওঃ—ওঁর মাছের শোক উথ্‌লে উঠ্‌লো! যাও—আমি বল্‌বো না।

জগদম্বা। বল—বল, নইলে আমার প্রাণ গেল—

দেবল। তবে শোন; টাকা দিয়েছে দাদা—সে আবার পেয়েছে ঈশা খাঁর কাছে।

জগদম্বা। ঈশা খাঁ? সে দেখ্‌তে কেমন?

দেবল। হাত্তোর গোষ্ঠীর পিণ্ডি! আমি কি তাকে দেখেছি?

জগদম্বা। তারপর? তোমার দাদা তোমাকে টাকা দিলে কেন?

দেবল। আরে সেইটেই তো আসল কথা! ওই যে রাজবাড়ীর —উঁহুঁ, বলা হবে না, মেয়েমানুষেব পেটে কথা থাকে না।

জগদম্বা। প্রাণ গেল—প্রাণ গেল, শীগ্‌গির বল—

দেবল। ওই যে রাজবাড়ীব সোনা না? ওই সোনাকে ভুলিয়ে দাদার হাতে এনে দিতে হবে; দাদা আবাব তাকে—বুঝেছ?

জগদম্বা। তাই না কি? ও মিন্‌সে আমাকে পছন্দ করে না? সোনা না গিয়ে আমি যদি যাই?

দেবল। আবে তা হ'লে তো গোলই ছিল না! এই সোনাকে নিয়েই তো বিপদে পড়েছি। নাঃ—থলে দাও, ফেরৎ দেবো—

জগদম্বা। ফেরৎ দেবে কি গো? আমি যে মনে মনে গয়না গড়িয়ে রেখেছি।

দেবল। ম'বে যাই আর কি! দাও—দাও, শীগ্‌গিব দাও! আমি হ'চ্ছি গুরু, এ কাজ কব্‌তে আছে? গর্দ্দান যাবে।

জগদম্বা। গেলই বা! এ যে অনেক মোহর! তোমার গর্দ্দানের কি এর চেয়ে বেশী দর উঠ্‌বে না কি?

দেবল। এঁ্যা! এ বলে কি? সোয়ামীর চেয়ে টাকা বড়? ও বাবা, টাকা এমন শত্রু? হাত্তোর টাকার গোষ্ঠীর মুখে আগুন! দাও—দাও, থলে দাও—

জগদম্বা। এই—এই—খবরদার মিন্‌সে! চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করবো বল্‌ছি।

দেবল। ওরে বাবা, এ কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! আমার গর্দ্দান যাবে যে!

জগদম্বা। কেন গর্দ্দান যাবে? ভোল্ বদ্‌লে পালাই চল। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে আবার আস্‌বো। আর গর্দ্দান যদি যায়ই,

দুঃখ্যু কি? আমি বেশ ক'রে পা ছড়িয়ে কাদ্‌বো'খন। যাও—যাও, তামাক খাও গে যাও, তারপর পরামর্শ করা যাবে।

দেবল। মেয়েমানুষকে যে বিয়ে করে, সে শালা।

[প্রস্থান।

জগদম্বা। সোনা বড়্‌ঠাকুরকে নিয়ে উড়্‌বে! সাধে কি আর সোনার বিয়ে হবে ব'লে ওর গা চিড়বিড়িয়ে উঠেছিল? যাক্‌ গে, বড় ঘরের বড় কথা; আমার ও সব আলোচনার দরকার কি? কিন্তু পেট যে কথার ভারে ফেঁপে উঠ্‌ছে। ইস্‌, চোঁয়া ঢেকুর উঠ্‌ছে আবার—হে-উ! যার যা খুসী করুক্‌—হে-উ! না, এ যে নাড়ী-ভুঁড়ি কচ্‌লাতে সুরু কর্‌লে—হে-উ! আমি কারও সাতেও নেই, পাচেও নেই—হে-উ! কি হ'লো? আমার যে ডাক্‌ ছেড়ে চ্যাঁচাতে ইচ্ছে কর্‌ছে! ওগো, আমার এ কি হ'লো গো—

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কি গা?

জগদম্বা। কিছু শুনেছিস্‌ না কি? শুনিস্‌ নে—শুনিস্‌ নে, ও সব বড় ঘরের কথায় আমাদের দরকার কি—হে-উ! আবার না কি বল্‌লে, কর্ত্তার গর্দ্দান যাবে। হে-উ—

দাসী। কথাটা কি গা?

জগদম্বা। আরে, না—না, ও সব না শোনাই ভাল; বল্‌লে আবার কর্ত্তার গর্দ্দান যাবে। দরকার কি? হে-উ! সোনা যদি বড়্‌ঠাকুরকে নিয়ে বেরিয়ে যায়—হে-উ—তা তোরই বা কি, আমারই বা কি? থ'লে ভরা মোহর দিয়েছে ব'লেই কি উনি রাজকন্যেকে ভুলিয়ে আন্‌তে পারেন না কি? হে-উ! ও সব শুনিস্‌ নে, ভয়ানক কথা।

দাসী। মা গো মা—অবাক কাণ্ড! 　　　　　　　　　[প্রস্থান।

জগদম্বা। যাক, অনেকটা হাল্‌কা হ'লো। কে যায়? [সম্মুখস্থ পথে ফকির-ফকিরণীকে দেখিয়া ডাকিল] ও ফকির! ও ফকির! একটা গান গেয়ে যাও না—

ফকির-ফকিরণীর বেশে দিলপিয়ার ও
গুলবাহারের প্রবেশ।

জগদম্বা। তোমাদের ঘর কোথায় গা? ওই ওপারে বুঝি?

দিলপিয়ার। হ'—হ' মা-ঠাবাইন্, আমাগ বাড়ী হেই ওপার।

জগদম্বা। তা তোমাদের ওপারের লোক সব ভাল। এ পারের লোক—মুয়ে আগুন তুই হ'লি গিয়ে রাজকন্যে—না--না, ও সব কথায় তোমাদের কান দেবার দরকার নেই। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, মুয়ে আগুন! শেষকালে কি না গুরুঠাকুরকে নিয়ে—

গুলবাহার। কি গা মা ঠাকরুণ? রাজকন্যা কি বল্‌ছো?

দিলপিয়ার। তর্ হেই কথার দরকার কি?

জগদম্বা। ছেড়ে দাও না, বড় ঘরের বড় কথা! তোমাদের নাম কি গা?

দিলপিয়ার। আইজ্ঞা মা-ঠারাণ, আমার নাম দিলপিয়ার বট্টাচার্য্য, আর ওর নাম গিয়া বাহারসুন্দরী দাইস্যা।

জগদম্বা। এ কি রকম নাম গো?

গুলবাহার। কি জান মা-ঠাক্‌রুণ! থাকি মোছলমানের পাড়ায়, নামও তেমনি হয়েছে।

জগদম্বা। যাই হোক্ বাছা, পরের কথায় থেকো না। রাজকন্যা বেরিয়ে যাক্ কি থাক্, তোমাদের কি?

দিলপিয়ার। হ’—হ’ মা-ঠারাইন্, আমিও হেই বুজি।

গুলবাহার। থাম্ বাঙ্গাল! [জগদম্বার প্রতি] কোন্ রাজকন্যা গা?—সোনা?

দিলপিয়ার। এঁ্যা? কও কি ঠারাইন্?

জগদম্বা। দরকার কি বাছা, আমাদের ও সব কথায়? গুরু-ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে যাক্, কি যার সঙ্গে খুসী, না—না, এ সব ভাল কথা নয়; বল্‌লে আবার কর্ত্তার গর্দ্দান যাবে। ঘুষ দিয়ে মুখ মেরে দিয়েছে কি না!

গুলবাহার। গুরুঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে?

দিলপিয়ার। এঁ্যা—?

জগদম্বা। বেরিয়ে যাবে কি গো? গেছে।

দিলপিয়ার। এঁ্যা! বাহার! মার্‌ছে কপালে পিছার বারি। আর কি? এইবার—[তুড়িলাফ]

জগদম্বা। তা এসেছ, একখানা গান গাও।

দিলপিয়ার। আর ছালি গাইমু ঠারাইন্!

উভয়ে।— **গীত।**

হায় রে সব এক গোয়ালের গরু।
এক খোঁয়ারে পড়্‌লো বাঁধা ছোড়্ আর ঐ বড়্।
এক দরে যায় মিশ্রী মুড়ি, নুর বেগম আর রামার খুড়ি,
পচা খালে মর্‌লো ডুবে বাদশাজাদার জরু।
এ পিঠ ও পিঠ যতই দেখি, দুনিয়াদারির সবই মেকি,
সব শোয়ালের একই বুলি মোটা কিম্বা সরু॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীপুর প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে চম্পকের প্রবেশ।

গীত।

চম্পক।— ব্রজের কানু, ব্রজের কানু, তুমি ধেনু চরাও কোন্ বনে?

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।— নিত্য যেথায় আমার পূজা পুষ্প-তুলসী বর্ষণে।

চম্পক।— আমি বনমালা হাতে সদা দিনে রাতে খুঁজি হে তোমারে প্রিয়,

সনাতন।— সে যে আছে কাছে কাছে আকাশে বাতাসে, দোলে তার উত্তরীয়;

চম্পক।— আমায় কে বোঝাবে তব মর্ম্ম?

সনাতন।—ওরে শুধু সনাতন ধর্ম্ম,

চম্পক।— আমি নামের পাগল রূপের পিয়াসী চমকি' ভ্রমরগুঞ্জনে।

সনাতন।— চোখ মেলে চাও এই গোঠে তার নাচে ধেনু পদশিঞ্জনে।

[সনাতনের প্রস্থান।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। চম্পক!

চম্পক। দাদা—[কাঞ্চনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

কাঞ্চন। [চম্পকের দুই গণ্ডে চুম্বন করিয়া] চোখে জল কেন রে? আবার বুঝি 'বনমালী' 'বনমালী' করছিলি? ওই বনমালীই তোকে মাটি করবে।

চম্পক। [কোল হইতে নামিয়া] তুমি ভারী বোঝ! বনমালী কাউকে মাটি করে বুঝি? তাকে যে ভালবাসে—

কাঞ্চন। তার ভিটেয় বাতি জ্বলে না।

চম্পক। দাদা! আমায় রাগিও না বল্‌ছি!

কাঞ্চন। আরে ছোড়া, 'বনমালী' 'বনমালী' ক'রে তুই কি পাগল হ'বি? ও তো শুনি মানুষকে খালি কাঁদায়। ওর পিসী যশোদা ওকে মানুষ করেছিল—

চম্পক। যশোদা বুঝি কৃষ্ণের পিসী?

কাঞ্চন। নেই তো নেই! তুই মোটের উপর এ পাগ্‌লামি আর কর্‌তে পাবি নে—বুঝ্‌লি?

চম্পক। কেন দাদা, তুমি দিনের মধ্যে একশোবার এই কথা বল?

কাঞ্চন। আরে ছোঁড়া, বলি কি সাধে? তুই হ'লি কেদার রায়ের ছেলে, যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তোকে তো ঠাকুরপূজো কর্‌তে হবে না, কর্‌তে হবে যুদ্ধ। তাজা তাজা মানুষের মাথা ভাঙ্‌বি, কাটা মুণ্ড থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌বে—আশ মিটিয়ে স্নান কর্‌বি, রাতের বেলা যুদ্ধক্ষেত্রে মড়া শিয়রে রেখে শুয়ে থাক্‌বি। তা তুই ভাবিস্ নি চম্পক! আমি তোকে শিখিয়ে দেবো, কেমন ক'রে মানুষের মাথা ভাঙ্‌তে হয়।

চম্পক। আমি শিখ্‌বো না।

কাঞ্চন। আলবৎ শিখ্‌বি। চাঁদ রায়ের ভাইপো আমরা—কেদার রায়ের ছেলে, আমাদের কি ঘরের কোণে ব'সে প্যান্-প্যান্ করা সাজে? ছিঃ ভাই, ছিঃ! দেশে এত অত্যাচার, ঘরে এত অশান্তি, দেশের লোকের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না, রোগে শোকে অনাহারে দেশের পাঁজর খ'সে যাচ্ছে, এই কি আমাদের

পুতুলখেলার সময়? গরীবের পেটে ভাত দিতে হবে—অত্যাচারীর টুঁটি কাম্‌ড়ে ধর্‌তে হবে; দেশে কেউ গরীব থাক্‌বে না—কেউ অকালে মর্‌বে না—কারও জিনিষ কেউ চুরি কর্‌বে না—

চম্পক। মানুষের মাথায় লাঠি চালিয়ে দেশে শান্তি আন্‌বে দাদা? তা তো হয় না। গুরুদেব বলেছেন—

কাঞ্চন। খবরদার! গুরুদেব শালার নাম আর আমার কাছে করিস্‌ নি।

চম্পক। ছিঃ-ছিঃ, তুমি হ'লে কি দাদা?

কাঞ্চন। তলোয়ার নিয়ে আয়, আমি তোকে যুদ্ধ শেখাবো।

চম্পক। আমি শিখ্‌বো না।

কাঞ্চন। নিশ্চয়ই শিখ্‌বি। কেদার রায়ের ছেলে যুদ্ধ শিখ্‌বি না, চালাকি?

চম্পক। কখ্‌খনো শিখ্‌বো না।

কাঞ্চন। তবে দূর্‌ হ'য়ে যা—[কান ধরিয়া বাহির করিয়া দিল।] যুদ্ধ কর্‌বে না! ভারী আব্‌দার!

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। সবাই কি যোদ্ধা হয় দাদা? একজন আঘাত কর্‌বে, আর একজন প্রলেপ দেবে; একজন ধর্‌বে অসি, আর একজন বাজাবে বাঁশী; একজন তার সবল বাহু দিয়ে দেশের পর দেশ জয় ক'রে আস্‌বে, আর একজন ফল জল শস্য দিয়ে তার ললাটে লক্ষ্মীর রাজ-টীকা পরিয়ে দেবে। সংসারে দু'জনেরই সমান প্রয়োজন দাদা!

কাঞ্চন। বা রে বাঁদরমুখী, তুই যে মস্ত পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিস্‌! তুইও বনমালীর নামে পাগল হ'য়ে উঠেছিস্‌ না কি?

স্বর্ণময়ী। আমার এমন কি পুণ্য আছে দাদা, যে তাঁর নামে পাগল হবো?

কাঞ্চন। তবে তোর চোখ ছল্-ছল্ কর্ছে কেন?

স্বর্ণময়ী। একটা কথা শুন্লুম। দাদা! আমায় লুকিয়ো না! বল, সহসা তোমরা এমন যুদ্ধ-যুদ্ধ ক'রে ক্ষেপে উঠেছো কেন? এ কি আমার জন্য?

কাঞ্চন। কে বল্লে? না—না, তোর জন্য তো নয়!

স্বর্ণময়ী। তবে? সহসা কি এমন কারণ ঘট্‌লো যে, বাবা কাকাকে নিয়ে স্বর্ণদ্বীপ জয় কর্‌তে ছুট্‌লেন, তুমি কলাগাছিয়া দুর্গটা ছাই ক'রে দিয়ে এলে, কার্ভালো ত্রিবেণীর দুর্গ জয় ক'রে শত শত নরনারীর মাথা নিয়ে ফিরে এলো? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না দাদা! আমায় বল, আমার মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

কাঞ্চন। আরে দূর্! মন চঞ্চল হবে আমার, তোর হ'তে গেল কেন? কি হয়েছে, জানিস্ না বুঝি? ঐ ঈশা খাঁ তার বোনকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমিও বিয়ে কর্‌বো না—সেও ছাড়্‌বে না; এই আর কি!

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ্যাঁ রে কাঞ্চন, চম্পককে মেরেছিস্?

কাঞ্চন। এই নাও! ও বুঝি লাগিয়েছে, আর তুই অম্‌নি কোঁদল কর্‌তে এলি?

কেশার মা। মেরেছিস্ কি না, তাই বল্—

কাঞ্চন। হ্যাঁ—মেরেছি, আবার মার্‌বো।

কেশার মা। খবরদার! কচি ছেলের গায়ে হাত তুল্‌বি নি। ওঃ

—ভারী যুদ্ধ শিখেছে! গোটা কতক মড়ার খুলি ভাঙ্গলেই যুদ্ধ হ'য়ে গেল! আমার সঙ্গে লড়্তে পারিস্? আয় না, দেখি তুই কত বড় মরদ, আর আমিই বা কেমন মেয়েমানুষ!

কাঞ্চন। কে তোকে মেয়েমানুষ বলে? তুই মেয়েমানুষের বাবা। তোর যদি একটা কাচা আর এক জোড়া গোঁফ থাক্তো, তা হ'লে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে তোকেই পাঠাতুম।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। সোনা—সোনা—

সকলে। কি ঠাকুব?

দেবল। আমি একটা কথা বল্তে—মানে একটা কথা—এই তোমাকে—না—না, আমি বল্তে পার্বো না—আমার মাথা ঘুর্ছে—

কেশার মা। খুব তামাক খেয়েছ বুঝি?

দেবল। না—না, আজ আমি সারাদিন কিছু খাই নি। সোনা! এই তোমাকে একটা কথা—তাই তো, আমার মাথার ভেতর সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে; আমি কি বল্বো, বুঝ্তে পার্ছি না—

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! আপনার কি কোন অসুখ করেছে?

দেবল। না—না, অসুখ ক'রে নি, শুধু আমার জিভটা জড়িয়ে আস্ছে—

কাঞ্চন। যাও ঠাকুর—যাও, পাগ্লামি ক'রো না।

দেবল। পাগ্লামি নয়—ওরে, পাগ্লামি নয়; আমি বল্তে পার্ছি না—বোঝাতে পার্ছি না—

কাঞ্চন। আর বোঝাতে হবে না ঠাকুর! তুমি পথ দেখ।

স্বর্ণময়ী। বল্তে দাও না দাদা! দেখ্ছো না ওর চোখ দু'টো?

কাঞ্চন। গাঁজা খেয়েছে।

দেবল। না-না-না; কোটীশ্বর! আমি বল্‌তে পার্‌ছি না, তুমি বুঝিয়ে দিও। সোনা! কাউকে বিশ্বাস ক'রো না—কাউকে বিশ্বাস ক'রো না— [প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কেশার মা! দেখ্‌ তো—দেখ্‌ তো, ঠাকুর কোথায় যাচ্ছেন! উনি যেন কি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন, কিন্তু বল্‌তে পার্‌ছেন না।

কেশার মা। তাই তো! আচ্ছা দেখি—

[প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কেন আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হ'চ্ছে? দাদা! কি যেন একটা অমঙ্গলের মেঘ আমাদের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আস্‌ছে!

কাঞ্চন। আসুক্‌ অমঙ্গল, অমঙ্গলকে চিরকাল অঙ্গভূষণ কর্‌বো।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। কুমার—কুমার!

কাঞ্চন। কি কাকা?

কেশরী। ঈশা খাঁ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে স্বর্ণদ্বীপের দিকে ছুটেছে।

কাঞ্চন। পঞ্চাশ হাজার? তাই তো কাকা! আমাদের যে মোটে দশ হাজার, তাও শিক্ষিত নয়। তা হ'লে এখন কি করা যায়?

কেশরী। চল্‌, আর একবার কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙ্গে আসি। আমি একবার লাঠি ধ'রে দাঁড়ালে হাজার সৈন্যকে ঘায়েল কর্‌বো।

কাঞ্চন। আমারও আর এমনি হাত পা গুটিয়ে থাক্‌তে ভাল

লাগ্‌ছে না। ঈশা খাঁর মাথাটা ছিঁড়ে আন্‌তে না পার্‌লে এ জীবনে সুখ নেই। কাকা—

স্বর্ণময়ী। শুধু ধ্বংসের কল্পনা নিয়েই ব্যস্ত। ভগবান্! কেন মানুষের প্রাণে এমন নিষ্ঠুরতা দিয়েছ?

কেশরী। তা হ'লে আর দেরী নয় কুমার! আজই যাওয়া চাই—

কাঞ্চন। আজ কেন—এখনি!

স্বর্ণময়ী। দাদা! আবার তোমরা যুদ্ধে যাচ্ছ? এই সে দিন কতকগুলো নরনারীকে বিনাদোষে জল্লাদের মত হত্যা ক'রে এলে, তাতেও সাধ মিট্‌লো না? ওঃ—তোমরা কি নিষ্ঠুর!

কাঞ্চন। যা—যা, বুড়োমি করিস্ নে বাঁদ্‌রী!

স্বর্ণময়ী। দাদা! মানুষের মাথা ভেঙ্গে তুমি কি এতই নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছ? ভাই-বোনকেও একটা মিষ্টি কথাও বল্‌তে জান না? [ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

কাঞ্চন। আরে, কাঁদে দেখ! যাঃ—সব গোলমাল ক'রে দিলে। এই, কাঁদিস্ নি বল্‌ছি। দেখ্ দেখি, আমি এখন কি করি? সোনা—সোনা! দেবো মাথাটা ঠুঁকে?

কেশরী। কুমার—

কাঞ্চন। হ্যাঁ—চল, কিন্তু এ ভাবে নয়। আমি সোজা পথে স্বর্ণদ্বীপে চ'লে যাই, আর তুমি ছদ্মবেশে গিয়ে ঈশা খাঁর বজরা ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাও। মাত্র সাত দিন যদি দেরী করিয়ে দিতে পার—ব্যস্!

কেশরী। তা হ'লে আমি একবার মাকে ব'লে আসি—

[প্রস্থান।

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর মাথাটা অনেক দামে বিকাবে, একবার ছিঁড়ে

আন্‌তে পার্‌লে হয়। সোনা! তা হ'লে তুই মুখ ফিরিয়ে থাক্‌, আমি চল্‌লুম—

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। আবার কোথায় চলেছ বাবা?

কাঞ্চন। স্বর্ণদ্বীপে।

ভবানী। যেতে হবে না।

কাঞ্চন। না গেলে চল্‌বে না তো!

ভবানী। খুব চল্‌বে। এই সেদিন কলাগাছিয়া থেকে ফিবে এসেছ, এখনও দেহের ক্ষত মিলিয়ে যায়'নি, আবার যুদ্ধ? তোমরা কি শুধু যুদ্ধই চিনেছ? না—তোমাকে আমি এমন ক'রে যমেব সঙ্গে খেলা করতে দেবো না।

কাঞ্চন। আমি যে মা চাঁদ রায়ের ভাইপো—কেদার রায়ের ছেলে, যমের সঙ্গে খেলা করাই যাঁদের ধর্ম্ম।

ভবানী। তাঁদের ধর্ম্ম নিয়ে তাঁরা থাকুন; তোমাকে আমি আজ আর যুদ্ধে যেতে দেবো না কাঞ্চন!

কাঞ্চন। মা! আমার মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। দোহাই মা তোমার, আমায় শুধু এক পক্ষের ছুটি দাও। তুমি আমার জন্মোৎ-সবের আয়োজন কর; আমি যেখানেই থাকি, সে দিন নিশ্চয়ই এসে তোমার পায়ের ধূলো নেবো।

ভবানী। মনে থাক্‌বে? আচ্ছা যাও, কোটীশ্বরকে প্রণাম ক'রে যাত্রা কর।

কাঞ্চন। কোটীশ্বর মাথায় থাক্ মা, আমি তোমাকেই একটা প্রণাম ক'রে যাচ্ছি। [প্রণাম] সোনা—সোনা! কথা বল্‌লি নি

পোড়ামুখী? যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে রইলি? যদি আর দেখা না হয়, কেঁদে ম'রে যাবি— [প্রস্থান।

ভবানী। কাঞ্চনকে একটা কথাও বল্‌লি নি সোনা?

স্বর্ণময়ী। না মা, দাদা আমাকে হু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না।

ভবানী। তাই বটে! কি ক'রে বল্‌লি সোনা? মুখের ভাষাটাই বড়, অন্তরের কথাটা কিছুই নয়? এমন ভাই কে কবে পেয়েছে? শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় সুভদ্রাকে এর চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তো না।

স্বর্ণময়ী। মা! তুমি কি বল্‌ছো?

ভবানী। কার জন্য অতটুকু ছেলে কলাগাছিয়া দুর্গ ধ্বংস ক'রে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে এলো? কার জন্য আজ আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে যমের মুখে ছুটে গেল?

স্বর্ণময়ী। কার জন্য মা?

ভবানী। তোমার জন্য।

স্বর্ণময়ী। মা! কি হয়েছে মা, আমায় খুলে বল। লোকে আমায় দেখে কানাকানি করে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আমার যেন মনে হ'চ্ছে, আমায় নিয়ে চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় বল; না শুনে আমি কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। মা—মা—

ভবানী। বেঁচে থাক্‌লে একদিন শুন্‌তে পাবে; আজ নয় মা, আর একদিন বল্‌বো। এস মা, কোটীশ্বরের পূজার বেলা ব'য়ে যাচ্ছে— [প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। কোটীশ্বর! মনের চঞ্চলতা দূর কর দয়াময়! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্বর্ণদ্বীপ-দুর্গের সম্মুখস্থ পথ।

গভীর রাত্রি।

গীতকণ্ঠে পলায়নপর নাগরিক ও নাগরিকাগণের তল্পী-তল্পা লইয়া প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

হায় রে খোদাতাল্লা!
উলুখড়ের জান নিতে কি রাজায় রাজায় পাল্লা?
জরু গরু সব মরেছে, আমরা কেন রইনু বেঁচে,
সব হারিয়ে নিয়েছি আজ ফকিরী আলখাল্লা।
হায় রে হায় সোনার দেশে কে এল সর্ব্বনেশে,
কবর দেছে পীর্ হ'তে হায় কৃষাণ মাঝি মাল্লা॥

[সকলের প্রস্থান।

সশস্ত্র ঈশা খাঁ ও এনায়েতের প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। নীরব—নীরব—কোথাও একটা সাড়াশব্দ নেই; যে দিকে চাই, শুধু শবের উপর শব! রক্তে নদী ব'য়ে যাচ্ছে! কি দুর্গন্ধ—নিঃশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে! দেখ্‌ছো এনায়েৎ, সমস্ত স্বর্ণদ্বীপ যেন মৃত্যুর মত নিথর হ'য়ে পড়ে আছে। কেউ কি বেঁচে নেই? কেউ কি বেঁচে নেই এনায়েৎ? চাঁদ রায়, কেদার রায় কি সবাইকে বধ

করেছে? ওঃ—কেন দু'দিন আগে আস্‌তে পারি নি? কুচক্রীর কথায় ভুলে কেন বিপথে চ'লে গেলুম? খোদা—খোদা! তুমিও কি মুখ ফিরিয়েছ?

এনায়েৎ। আস্তে—আস্তে বন্ধু, হয় তো তারা কোথাও লুকিয়ে আছে। নগর তো গেছেই, তোমাকেও আর বাঁচাতে পার্‌বো না।

ঈশা খাঁ। আরও বাঁচ্‌তে হবে এনায়েৎ? কলাগাছিয়া গেল, ত্রিবেণী গেল, তবুও আমায় বেঁচে থাক্‌তে হবে এনায়েৎ? না—না, আমি মর্‌বো; সবই তো গেছে, এই বুকটাও চাঁদ রায়ের সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে বল্‌বো—নিষ্ঠুর ঘাতক, আমার প্রাণাধিক প্রজাদের যে পথে পাঠিয়েছ, আমাকেও সেই পথে যেতে দাও।

এনায়েৎ। উন্মাদ হ'য়ো না বন্ধু! আমরা এর ভীষণ প্রতিশোধ নেবো

ঈশা খাঁ। প্রতিশোধ নেবো—প্রতিশোধ নেবো এনায়েৎ! চাঁদ রায় কেদার রায়কে মাটির সঙ্গে পিষে ফেল্‌তে পারি, কিন্তু যাদের হারিয়েছি, তারা তো আর ফির্‌বে না!

এনায়েৎ। তবু তারা বেহেস্ত থেকে দেখে সুখী হবে যে, তুমি তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছ। স্থির হও বন্ধু! এ দৌর্ব্বল্য তোমার সাজে না।

ঈশা খাঁ। তুমি বুঝ্‌বে না—তুমি বুঝ্‌বে না এনায়েৎ, কি জ্বালা এ অন্তরের মাঝখানে! কত জাতির ইতিহাস মন্থন ক'রে, কত যুগের আদর্শ দিয়ে আমি এই তিনটে নগর ফলে ফুলে সাজিয়েছিলুম! তারা দুর্গ অধিকার করেছে, তাতে দুঃখ ছিল না—যদি বেঁচে থাক্‌তো আমার প্রজারা।

এনায়েৎ। ঈশা খাঁ! তোমার চোখে জল দেখ্‌ছি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ,

এই নারীসুলভ দুর্ব্বলতা নিয়ে তুমি চাঁদ রায়ের বিপক্ষে দাঁড়াবে? ফুৎকারে উড়ে যাবে ঈশা খাঁ!

[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। ও কি? দুর্গচূড়ায় ও কার পতাকা উড়্ছে?

সশস্ত্র কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। হিন্দুর পতাকা—চাঁদ রায়ের পতাকা—

ঈশা খাঁ। কে—কেদার রায়?

কেদার। 'বন্ধু' বল্বে না? বিশ্বাসঘাতক—

ঈশা খাঁ। আমি বিশ্বাসঘাতক, আর তুমি বড় সাধু! পুত্রকে লেলিয়ে দিয়ে নিশীথ রাত্রে আমার কলাগাছিয়া দুর্গ ভস্মে পরিণত করেছ—সে বড় সাধুতার পরিচয়? আমার অজ্ঞাতসারে নিরীহ প্রজাদের রক্তে স্বর্ণদ্বীপের শ্যামল ভূমি রঞ্জিত করেছ, এও বড় সাধুতার পরিচয়? কি কর্বো তোমায় কেদার রায়? আমার বুকে এমন আগুন জ্বালিয়েছ তোমরা যে, তোমাদের শ্রীপুরের সহস্র বিধবা যদি অশ্রুজলে নদী বইয়ে দেয়, তবুও এ আগুন নির্ব্বাপিত হবে না।

কেদার। আর তুমি কি করেছ মনে আছে ঈশা খাঁ? তোমাকে আমরা মাথায় ক'রে রেখেছিলুম। তুমি না কেদার রায়েব বন্ধু ব'লে গর্ব্ব কর? তবে এ ঘৃণিত প্রস্তাব কোন্ মুখে পাঠিয়েছিলে?

ঈশা খাঁ। ঘৃণিত কিসে?

কেদার। রূপ কি মানুষকে এমনি পাগল করে যে, সম্পর্ক বিচার করতে দেয় না? সংসারে রক্তের সম্বন্ধটাই সব? মানুষের গড়া সম্পর্কটা এমনি তুচ্ছ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, বীর ব'লে না তোমার খুব অহঙ্কার ঈশা খাঁ? বীরের হৃদয় রূপ চেনে না, চেনে তরবারি।

ঈশা খাঁ। তুমিও তো বীর ব'লে বড় আস্ফালন কর, তবে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কেমন ক'রে করলে কেদার রায়? কেন হান্‌লে নির্দ্দোষের বুকে এ মৃত্যুশেল?

কেদার। তুমিই শিখিয়েছ ঈশা খাঁ যে, সংসারে দয়া-মায়া বন্ধুত্বের কোন স্থান নেই। শিখিয়েছ যে, যারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আপামর সাধারণকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌তে চায়, তাদেরই মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

ঈশা খাঁ। একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি, তাতেই তোমাদের এত অপমান কেদার রায়?

কেদার। হ্যাঁ—এত অপমান। তুমি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে না ঈশা খাঁ! বুঝ্‌তে পার্‌তো, যদি বেঁচে থাকৃতো তোমার পিতা কালিদাস গজদানী। তুমি আমাদের বিশ্বাসের মুলে যে কুঠারাঘাত করেছ, তার শাস্তি এখনও হয় নি ঈশা খাঁ! এখনও তোমার সোনারগাঁর দুর্গে তোমার বিজয়-নিশান পৎ-পৎ ক'রে উড়্‌ছে; আমি সে নিশান টেনে ছিঁড়ে ফেলে তার স্থানে চাঁদ রায়ের জয়-পতাকা উড়িয়ে দেবো।

ঈশা খাঁ। তার পূর্ব্বেই যে তুমি মর্‌বে কেদার রায়!

কেদার। বেশ, এস—আমি তোমারই অপেক্ষা কর্‌ছি—

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[নেপথ্যে কোলাহল—"আগুন—আগুন—আগুন!"]

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। পুড়ে মর্‌, পুড়ে মর্‌ ওরে দর্পী! যেমন ক'রে কলাগাছিয়া-দুর্গের নিরীহ অধিবাসীরা প্রাণ দিয়েছে, তোরা তেম্‌নি ক'রে মর্‌, আমি আনন্দে নৃত্য করি।

[নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল—"আগুন—আগুন—আগুন !"]

ঈশা খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ—এনায়েৎ ! ছিঃ-ছিঃ, করলে কি কাপুরুষ ?

এনায়েৎ। কেন ? ওরা আমাদের কলাগাছিয়া-দুর্গ ঠিক এমনি ক'রে পোড়ায় নি ?

ঈশা খাঁ। মূর্খ ! এ যে আমার দুর্গ—আমার বক্ষপঞ্জর !

এনায়েৎ। কিন্তু চাঁদ রায়ের অধিকারে।

ঈশা খাঁ। তা হ'লেও এ আমার। নির্ব্বাণ কর—অগ্নি নির্ব্বাণ কর। কাঞ্চন বালক, কিন্তু তুমি তো বালক নও এনায়েৎ !

এনায়েৎ। কেন দুঃখিত হ'চ্ছো বন্ধু ? শঠের সঙ্গে এই শাঠ্যই ধর্ম্ম। [প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। ওরে, আকাশে এত মেঘ, একটু বৃষ্টিপাত হয় না ? খোদা ! আকাশ ভেঙ্গে ফেল, মুষলধারে বর্ষণ কর—বর্ষণ কর ! দুর্গ-বাসিগণ ! জাগো—জাগো—জাগো— [প্রস্থান।

নেপথ্যে কেদার। জাগো—জাগো হিন্দুগণ ! দাদা—দাদা—

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কেন আমায় জাগিয়ে দিলি কেদার ? মরবার এই তো সুযোগ ! এমন দুঃখদীর্ণ জীবন আমার—ওরে কাঞ্চন কই ? কাঞ্চন ?

কেদার। বোধ হয় নিদ্রিত।

চাঁদ। জাগাতে পারলি নে ? আমার প্রাণটাই কি এত মূল্যবান ? [প্রস্থানোদ্যত]

কেদার। কোথায় যাচ্ছ দাদা ? মরবে যে !

চাঁদ। স'রে যা—কাঞ্চনকে নিয়ে আসি—

কেদার। না—যেতে পাবে না।

চাঁদ। সর্—সর্ কেদার! আমায় পাগল করিস্ নি। ওরে, এ কি নিষ্ঠুর প্রাণ! কেদার—কেদার—ওঃ, এমন পাষাণ তোমরা কেউ দেখেছ? সে তোর ছেলে না? তুই তাকে এম্নি ক'রে মেরে ফেল্‌বি?

কেদার। সবাই যদি মরতে পারে, সে কেন মর্‌বে না দাদা?

চাঁদ। তবে আমাকে জাগালি কেন? সবার সঙ্গে আমি কি মরতে পার্‌তুম না?

কেদার। দাদা! একটা কাঞ্চন গেলে সহস্র কাঞ্চন জন্মাবে, কিন্তু এক চাঁদ গেলে বাঙলায় আর চাঁদ উঠ্‌বে না।

চাঁদ। দূর্ হ—দূর্ হ' নিষ্ঠুর! বাজ পড়ুক্ তোর মাথায়—

[প্রস্থান।

কেদার। বাঃ-বাঃ-বাঃ, আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। আয়—আয়—আয়, শ্রাবণের ধারায় নেমে আয়। কোটীশ্বর! কোটীশ্বর! তোমার এত দয়া! কিন্তু এনায়েৎ খাঁ, তোমাকে আমি যদি বন্দী কর্‌তে না পারি, তবে বৃথাই আমার নাম কেদার রায়।

[প্রস্থান।

অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কাঞ্চনকে লইয়া চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কাঞ্চন—কাঞ্চন—

কাঞ্চন। [তন্দ্রাচ্ছন্নের মত] রাত্রি কি ভোর হয়েছে?

চাঁদ। হ্যাঁ বাবা, ভোর হয়েছে।

কাঞ্চন। এ্যাঁ—ভোর হয়েছে? জ্যাঠামশায়! জ্যাঠামশায়! আমায় তুলে ধর—

চাঁদ। [ধীরে ধীরে কাঞ্চনকে উঠাইয়া বক্ষের কাছে টানিয়া লইলেন, পরে বলিলেন] কোথায় লেগেছে বাবা?

কাঞ্চন। কি জানি, বল্‌তে পার্‌ছি না। জ্যাঠামশায়! আমার পা দু'টো টল্‌ছে। আমায় একটা লাঠির ঘা দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তুল্‌তে পার?

চাঁদ। ভয় কি বাবা? তুমি আমার কাছে রয়েছ।

কাঞ্চন। সে জন্য নয়। জ্যাঠামশায়! আজ আমার জন্মতিথি, আমাকে আজ শ্রীপুরে যেতেই হবে।

চাঁদ। আজ? অমন কল্পনা মনে স্থান দিস্‌নে বালক! আমি যেতে দেবো না।

কাঞ্চন। দিতে হবে মহারাজ! আমি মার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রে এসেছি,—যেখানেই থাকি, আজ নিশ্চয়ই তাঁর পায়ের ধুলো নেবো। আঃ, কি মধুর বৃষ্টি! জ্যাঠামশায়! আমি সুস্থ হয়েছি, আমায় যেতে দাও—

চাঁদ। না—না—কিছুতেই না।

কাঞ্চন। আমি যাবো—আমি যাবো; মায়ের প্রসাদ না পেলে আমি আজ জলগ্রহণ কর্‌বো না। জ্যাঠামশায়! পায়ে ধরি তোমার, আমায় যেতে দাও! মার কাছে আমি কখনও মিথ্যাবাদী হই নি। আমি না গেলে মা বড় কাঁদ্‌বে। আমাকে একা বিশ্বাস না হয়, কেশরী কাকাকে সঙ্গে দাও—

চাঁদ। না।

কাঞ্চন। তোমার মরা মায়ের দোহাই, আমায় আট্‌কে রেখো না। এখন তো আমি সুস্থ হয়েছি! আরও ভেবে দেখ, আমার মাথাটার উপর সবার দৃষ্টি। ঈশা খাঁ আমাকে দেখ্‌তে পেলে—

চাঁদ। ঠিক—ঠিক বলেছ। যাও—চ'লে যাও; দ্রুতগামী বজরা দিচ্ছি, তীরের মত ছুটে যাও। এস—এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে "আল্লা—আল্লা—আল্লা-হো" ধ্বনি ও কামানগর্জ্জন।]

নেপথ্যে। জয় কোটীশ্বর!

[ঘন ঘন কামানগর্জ্জন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ।

স্বর্ণময়ীর কক্ষের সম্মুখস্থ দারদালান।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

এমন নিঝুম রাতে।
এমন চাঁদিমাঢালা কুঞ্জকুটীর মোর,
তবু ঘুম নাহি আঁখিপাতে।
যার তরে পরিয়াছি আজি এ মোহন বেশ,
ফিরিয়া তো চাহিল না আমার সে হৃদয়েশ,
বৃথা ঘরে দীপ জ্বালা, গাঁথা কুসুমের মালা,
আঁকিয়াছি আলপনা বৃথা আঙিনাতে॥

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। বন্ধ কর্ তোদের নাচ-গান। যা—[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] যার জন্মতিথি, যার জন্য এত উৎসব, এখনও তার দেখা নেই। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে; আজ আর আস্‌বে না। কি হ'লো, কে জানে? মন বড় কু গাইছে। সে যে ব'লে গেল, আজ সে আস্‌বেই! আমার কাছে সে মিথ্যাবাদী হবে? কাঞ্চন—কাঞ্চন! এলি নে নিষ্ঠুর?

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ্যাঁ গা বৌমা, তুমি যে কিছু বল্‌ছো না?

ভবানী। কি মা? তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি কোন দুঃসংবাদ এনেছ? বল—বল, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে! মা! কাঞ্চন এখনও এলো না—

কেশার মা। সেই দুঃখে তুমি হা-হুতাশ করতে থাক, আর মেয়েটা এদিকে না খেয়ে ম'রে যাক্!

ভবানী। কার কথা বল্‌ছো মা?

কেশার মা। আ আমার পোড়া কপাল! তোমার হুঁসই নেই? সোনা যে আজ সারাদিন না খেয়ে প'ড়ে আছে।

ভবানী। কেন?

কেশার মা। একাদশী গো—একাদশী।

ভবানী। তার আবার একাদশী কি? কই, আমাকে তো এ কথা কেউ বলে নি!

কেশার মা। বলি নি? দশবার বলেছি। তোমার কি মাথার

ঠিক আছে? 'কাঞ্চন' 'কাঞ্চন' ক'রেই তুমি পাগল! কাঞ্চন তোমার স্বর্গে বাতি দেবে!

ভবানী। এই মেয়েটাই যত অনর্থের মূল! সোনা—সোনা!

নেপথ্যে স্বর্ণময়ী। কেন?

কেশার মা। দোর খোল্ নচ্ছার মেয়ে কোথাকার! হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলে!

সজলনয়নে স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

কেশার মা। দেখেছ বৌমা—দেখেছ, মুখখানা শুকিয়ে কালি হ'য়ে গেছে। [রাগিয়া] তুমি যে কিছু বল্‌ছো না বাছা? মেয়েটা এমনি দাঁত ছির্‌কুটে মরুক্ তবে?

ভবানী। সোনা! আজ কাঞ্চনের জন্মতিথি; সারাদিন এই উৎসব গেল, তার মাঝে তুই উপবাসী র'য়ে গেলি? ক্ষিধের জ্বালায় তোর প্রাণটা ছট্‌ফট করবে—তৃষ্ণায় তোর বুকটা শুকিয়ে যাবে, আর আমরা দু'হাত পুরে খাবো? কাঞ্চন এলো না—ভাবনায় সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে, তুই আর আমায় জ্বালাস্ নি সোনা!

স্বর্ণময়ী। আজ যে একাদশী মা!

কেশার মা। আমি আগে মরি, তারপর তুই একাদশী করিস্।

স্বর্ণময়ী। [স্বগত] ভগবান! কত স্নেহ ঢেলে দিয়েছ ধাত্রীর বুকে। [প্রকাশ্যে] কেশার মা! আর আমায় অনুরোধ করিস্ নে, আমি কিছুতেই রাখ্‌তে পার্‌বো না।

ভবানী। একে একে সবাইকে পাগল করেছিস্, আমায় আর পাগল করিস্ নি!

স্বর্ণময়ী। মা! আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও,—তোমার দু'টী

পায়ে পড়ি, আর আমায় এখানে বেঁধে রেখো না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, বয়স্থা মেয়ে বাপের বাড়ীতে থাক্‌লেই তার চারিদিকে লোকের কুৎসার জঞ্জাল জ'মে ওঠে, তার উপর সহস্র পশুর লুব্ধ দৃষ্টি ছুটে আসে। আমার জন্য দেশে অশান্তি, তোমাদের চোখে ঘুম নেই, আমার জন্য আত্মীয় স্বজন বিপন্ন; আর আমি তোমাদের বিপন্ন কর্‌বো না। মা! তোমাদের সব অশান্তির কণ্ঠরোধ ক'রে আমি আমার নিজের ঘরে চ'লে যাই। সেখানে আমার এই দগ্ধ ললাট আমরণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লুকিয়ে রাখ্‌বো; শত ঈশা খাঁ সহস্র বৎসর চেষ্টা কর্‌লেও আমার মুখ দেখ্‌তে পাবে না।

কেশার মা। দিদি—দিদি!

স্বর্ণময়ী। আমার মুখটা পুড়িয়ে দিতে পারিস্? এ মুখ যে কাউকে দেখাতে লজ্জা হ'চ্ছে কেশার মা! একটা বিধর্ম্মী—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! যত ভাবি, ততই আমার মর্‌তে ইচ্ছা হয়।

ভবানী। সোনা!—

স্বর্ণময়ী। মা! আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও—[ভবানীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।]

কেশার মা। আমায় আগে মর্‌তে দে,—ওরে, আমি আগে মরি, তারপর তুই যেখানে ইচ্ছা, চ'লে যাস্। [হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

ভবানী। কোটীশ্বর! তুমি এত নিষ্ঠুর! তোমার পায়ে একদিনও ফুল-জল দিই নি? একদিনও কি চোখের জলে তোমার পা ধুইয়ে দিই নি পাষাণ? তবে আমার এ ননীর পুতুলের মাথায় এমন বাজ হান্‌লে কেন?

[তিনটী নারীর অবিরল অশ্রুধারে হর্ম্ম্যতল সিক্ত হইল।]

গীতকণ্ঠে চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক।—

গীত ঃ

আমার দুঃখ তাহে নাই।
তুমি বাজ হেনেছ আমার বুকে
আমি সইতে যেন পাই।
যদি পরাণ আমার টলে,
জ্বালিও আমায় জ্বালিও প্রিয় অশেষ দুঃখানলে ;
দিও আমায় শক্তি দিও, বইতে তোমার উত্তরীয়,
নামটী তোমার নিয়ে বুকে হবো শ্মশানচিতার ছাই॥

স্বর্ণময়ী। [বাহু বাড়াইয়া চম্পককে কোলে তুলিয়া লইলেন।] ভগবান! মরুভূমির মধ্যে এ কি শীতল প্রস্রবণ!

ভবানী। দেখ্‌ছো মা, দেখ্‌ছো? এ কি সর্ব্বনেশে রূপ! আমি এ রূপ কোথায় লুকিয়ে রাখি বল?

কেশার মা। মর আবাগের বেটী, কথার ছিরি দেখ!

স্বর্ণময়ী। আমি শ্বশুরবাড়ী গেলে কার কোলে উঠ্‌বি চম্পক?

চম্পক। আমি যেতে দেবো না।

স্বর্ণময়ী। যদি ম'রে যাই?

চম্পক। যাঃ—বল্‌তে নেই।

স্বর্ণময়ী। তোর জন্যই আমার যত ভাবনা।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। রাণী মা! রাণী মা! দাদা এসেছিল?

ভবানী। কই না! কেন ঠাকুর?

দেবল। বল্‌তে পারবো না, আমার মুখে কথা আট্‌কে আস্‌ছে! তাই তো, আমি কি করি? রাণী মা! না—না, আমি যাই—আমি যাই—

ভবানী। ঠাকুর! আপনার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে কেন? কি হয়েছে ঠাকুর? আমার প্রাণ বড় কাঁদ্‌ছে; বলুন—বলুন, আপনি কি দুঃসংবাদ এনেছেন?

দেবল। আমার মুখ চেপে ধরেছে—দাদা বারণ করেছে, আমি বল্‌তে পার্‌বো না—

কেশার মা। গাঁজাখোর মিন্‌সে! তবে বারবার জ্বালাতে আসিস্ কেন?

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! আপনি শিশুর মত সরল, আপনি তো ছলনা জানেন না! কি বল্‌তে এসেছেন, বলুন—

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। আমি বল্‌ছি, শোন।

দেবল। ওঃ—[আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

শ্রীমন্ত। দেবল!

দেবল। ব'লো না দাদা—ব'লো না—[পদধারণ]

শ্রীমন্ত। দূর হও মূর্খ!

[নিতান্ত অনিচ্ছায় দেবলের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব—[প্রণাম]

শ্রীমন্ত। [কয়েক পদ পিছাইয়া] স্পর্শ ক'রো না—আমার অশৌচ।

ভবানী। ঠাকুর! ভয়ে আমার কথা আস্‌ছে না। আজ এক

মাস আমরা আপনার পদধূলি পাই নি। এই রাত্রে দুর্যোগ মাথায় ক'রে আপনি যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে?

শ্রীমন্ত। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] হ্যাঁ,—দুঃসংবাদ আছে।

স্বর্ণময়ী। চুপ ক'রে রইলেন যে? আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপ থেকে।

স্বর্ণময়ী। বাবা, কাকা, এঁরা সব ভাল আছেন? দাদা কেন এলো না?

ভবানী। যুদ্ধের সংবাদ কি ঠাকুর?

শ্রীমন্ত। সংবাদ অশুভ; চাঁদ কেদার বন্দী।

ভবানী, স্বর্ণময়ী ও চম্পক। বন্দী?

স্বর্ণময়ী। আমার জন্য—আমার জন্য তাঁরা বন্দী? ঠাকুর—ঠাকুর! সংসার যা কখনও কল্পনা করতে পারে নি, আমার অদৃষ্টে তাই সম্ভব হ'লো? চাঁদ রায়, কেদার রায় বন্দী? আর সে আমার জন্য? কোথাও মুখ লুকাবো? চম্পক! চম্পক! একটু বিষ আন্‌তে পারিস্? না হয় আমার গলাটা টিপে ধর! ওরে, আমার জন্য বাঙলার সিংহ আজ পিঞ্জরাবদ্ধ! ওঃ—

ভবানী। মা! কি করি মা?

কেশার মা। [এতক্ষণ শ্রীমন্তের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল; এইবার তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিল।] নষ্টামি কর্‌তে এয়েছ? চাঁদ কেদার কখনও বন্দী হয়? বাঙলা দেশে এমন মরদের বাচ্ছা আছে, যে তাঁদের বাঁধে?

ভবানী। আজ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে মা! বুঝ্‌তে পার্‌ছি, দেবল ঠাকুরও এই কথাই বল্‌তে এসেছিল। সে তো প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বল্‌বে না!

কেশার মা। তা বটে! বৌমা! আমি একবার যাবো? দেখে আসি, কোন্ মার দুধ খেয়েছিল তারা, যারা আমার চাঁদ কেদারকে বেঁধে রাখে।

চম্পক। গুরুদেব! আমার দাদা কেমন আছে?

ভবানী। কথা বল্‌ছেন না যে? ঠাকুর! আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারছি না। বলুন, আমার কাঞ্চন কেমন আছে?

শ্রীমন্ত। কাঞ্চন নেই—

সকলে। নেই?

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব—

চম্পক। দাদা নেই?

কেশার মা। বৌমা—বৌমা! ও কি মা? অমন কর্‌ছো কেন মা?

[ভবানী বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার মুর্চ্ছিত দেহ শ্রীমন্তের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।]

চম্পক। মা—ও মা! মা গো—[ভবানীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

কেশার মা। দেখ্—দেখ্, মরেছে না কি দেখ্! যদি না ম'রে থাকে, গলা টিপে মার্। এত দুঃখ কি সইতে পারে? ঠাকুর! সুখের সময় আস্‌তে পার না, দুঃখের খবরটা তো খুব নিয়ে আস্‌তে পার! বল, আর কি বল্‌বার আছে? কেশা মরে নি?

শ্রীমন্ত। না।

কেশার মা। ওঃ—ভারী আমার সুখের খবরটা দিলেন! কাঞ্চন ম'লো, চাঁদকে কেদারকে বেঁধে নিয়ে গেল সে অভাগা বেঁচে থাকতে? তারপর, আর কিছু বল্‌বার আছে?

শ্রীমন্ত। ঈশা খাঁ সসৈন্যে শ্রীপুরে আস্‌ছে। কাল প্রভাতেই

শ্রীপুরে তার কামানের গোলা গ'র্জ্জে উঠ্‌বে। রাজ্যটাকে শ্মশান ক'রে সে সগৌরবে ফিরে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে—

স্বর্ণময়ী। কি গুরুদেব?

শ্রীমন্ত। বল্‌তে পার্‌ছি না স্বর্ণ! চাঁদ কেদার বন্দী, কাঞ্চন পরলোকে, সৈন্যগণ কেউ বেঁচে নেই। দুর্ব্বল আমরা, আমাদের চোখের উপর ঈশা খাঁ শ্রীপুর ধ্বংস ক'রে বিজয়লক্ষ্মীর মত সঙ্গে নিয়ে যাবে তোমাকে।

স্বর্ণময়ী। [কানে হাত দিল।]

কেশার মা। ভয় কি দিদি? আমি বেঁচে থাক্‌তে কেউ তোর গায়ে কাঁটার আঁচড়ও দিতে পার্‌বে না। ঈশা খাঁর মত সাত শো মরদকে আমি লাঠির ঘায়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! বাবা এ কথা শুনেছেন?

শ্রীমন্ত। শুনেছেন বৈ কি মা? তাই যাবার সময় আমাকে চুপিচুপি ব'লে গেলেন, "ঠাকুর! আমরা তো বন্দী, সোনাকে রক্ষা করতে কেউ নেই; তাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না।" আমি এখন কি করি? তারা যে এসে পড়্‌লো ব'লে!

কেশার মা। আসুক্; আর কেউ না থাকে, আমি আছি। আগে ওদের হটিয়ে দিই, তারপর দেখ্‌বো, চাঁদ কেদারকে কে বেঁধে রাখে?

স্বর্ণময়ী। না-না-না, তুই পার্‌বি না। এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি যে, আমার স্পর্শে সবাই জ্ব'লে যাবে। বাবা কাকা বন্দী হয়েছেন, দাদা প্রাণ দিয়েছেন, তোদের আর বিপন্ন করবো না। এখনও আমার পিতৃকুলে একটী ক্ষীণ প্রদীপ জ্বল্‌ছে; আমি এখানে থাক্‌লে, এও নিভে যাবে। মা—মা—মা গো! ও মা—ওঠ্ মা—

ভবানী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কেন ডাক্‌লি সোনা? আমার মরতেও

দিবি নে? কাঞ্চন! কাঞ্চন! আমার কাঞ্চন! তাই তুমি আস্‌তে পার নি বাবা? আমি যে তোর উপর বড় অভিমান করেছিলুম!

স্বর্ণময়ী। তুমি যদি এত আকুল হও, তা হ'লে আমি কি কর্‌বো মা? যাবার সময় আমি তার সঙ্গে একটা কথাও বলি নি। দাদা—দাদা—

শ্রীমন্ত। কাঁদ্‌বার সময় অনেক পাবে মা! এখন রায়বংশের সুনাম রক্ষা কর। ঈশা খাঁ রাত্রি ভোরেই সসৈন্যে শ্রীপুরে আস্‌বে—শ্রীপুর ধ্বংস ক'রে সোনাকে নিয়ে চ'লে যাবে।

ভবানী। সোনাকে নিয়ে চ'লে যাবে? ওঃ—ঠাকুর! কেউ নেই আর; কে রক্ষা কর্‌বে এই অভাগিনীকে? ঠাকুর! আমার ছেলে গেল, স্বামী দেবর কারাগারে, আবার বংশের সুনাম—তাও যাবে? কোটীশ্বর! তুমি এমনি নিষ্ঠুর?

কেশার মা। কেন ভয় পাচ্ছো মা? আমি আছি, দেখি না কার কত ক্ষ্যামতা!

ভবানী। অমন দুটো সিংহ বাঘ যেখানে বন্দী, তুমি সেখানে কি কর্‌বে মা? গুরুদেব! উপায় করুন—

শ্রীমন্ত। উপায় তো মা চাঁদ নিজেই ক'রে দিয়েছেন। সোনাকে আমার সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দাও—এই তাঁর আদেশ। আমি বজরা ঘাটে রেখে এসেছি। যদি পাঠাতে হয়, এখনি।

ভবানী। এখনি? এই রাত্রি—এই দুর্য্যোগ, তার উপর ঠাকুর! সোনার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন! সারাদিন উপবাসে মুখ-খানা কালি হ'য়ে গিয়েছে। আমি যে মা, এমন কাঙ্গালের মত ওকে আমি কেমন ক'রে বিদায় দেবো?

স্বর্ণময়ী। আমার তাতে কোন কষ্ট হবে না মা, কেন কাঁদ্‌ছো?

আবার আস্‌বো, আবার তোমার পায়ের ধূলো নেবো। বাবা আর কাকা যদি আসেন, আমায় নিয়ে এসো। কেশার মা! দাদার দেহটা এই শ্রীপুরে এনে সৎকার করিস্‌। মা! দাদার চিতার উপব একটা মন্দির গ'ড়ে তার গায়ে দাদার নামের সঙ্গে আমার নামটা লিখে দিও।

ভবানী। সোনা! না থাক্‌, যেতে হবে না। তোকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না জানি, কিন্তু সবাই মিলে এক সঙ্গে মর্‌তে তো পার্‌বো?

কেশার মা। ঠিক বলেছো মা! যদি তাদের হটাতে না পারি, এক সঙ্গে সবাই মর্‌বো।

স্বর্ণময়ী। অবুঝ হ'য়ো না মা, তাতে কোন ফল হবে না; এত বড় একটা বংশের এই একটু স্মৃতিচিহ্ন, তাও থাক্‌বে না। মা! মা! বল, আমি যাই? তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার কি কষ্ট হ'চ্ছে না? কি কর্‌বো, উপায় নেই।

শ্রীমন্ত। সোনা ঠিকই বলেছে মা! তুমি কেন কাতর হ'চ্ছো? আবার কত আস্‌বে, কত যাবে।

ভবানী। ঠাকুর! মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়, মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর আমার অদৃষ্ট দেখ! সারাদিন উপবাসের পর এই জল-ঝড়ের মধ্যে এমন দীন-দুঃখীর মত মেয়েটাকে কোথায় পাঠাচ্ছি!

কেশার মা। আমি বল্‌ছি বৌমা, ওকে পাঠিও না। হয় তো এ সবই মিথ্যে!

ভবানী। রাজার আদেশ!—না মা, মেয়ে চিরকালই পর। যাক্‌—একদিন তো যাবেই! গুরুদেব! অভাগিনী মেয়েটাকে আপনার হাতে স'পে দিলুম; বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এতে ওর মঙ্গল কি অমঙ্গল! যাও মা, তোমার ঘরে তুমি যাও।

স্বর্ণময়ী। [সাশ্রুনেত্রে ভবানীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল, পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল] মা! তবে যাই? কেশার মা! মুখ ফিরিয়ে রইলি কেন? আসি দিদি, একটা কথা ক'! ওরে, দাদা যাবার সময় আমিও এমনি মুখ ফিরিয়ে ছিলুম; সে কথা মনে ক'রে আজ আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

কেশার মা। দিদি! তুই যাস্ নে, ওরে যাস্ নে! কি জানি, কেন মনে হ'চ্ছে, তোকে আর দেখ্তে পাবো না।

শ্রীমন্ত। ও কি কথা কেশার মা? ছিঃ! এস মা স্বর্ণ, আর দেরী ক'রো না।

স্বর্ণময়ী। [নিদ্রিত চম্পকের কাছে গিয়া] ঘুমিয়ে পড়েছে। কোটী-শ্বর! আমার ভাইটিকে তুমি দেখো। চম্পক—চম্পক! না—উঠ্‌লে আর যেতে পার্‌বো না। থাক্—[কাঁদিতে কাঁদিতে লুণ্ঠিত অঞ্চলে প্রস্থানোদ্যতা হইল।]

চম্পক। [সহসা উঠিয়া] দিদি—

স্বর্ণময়ী। [ফিরিয়া] ভাই! আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি; তোর বিয়ের সময় আবার আস্‌বো—

[স্বর্ণময়ী প্রস্থানোদ্যতা হইলে, চম্পক তাহার লুণ্ঠিত অঞ্চল চাপিয়া ধরিল; স্বর্ণ অঞ্চল ছাড়াইতে বহু চেষ্টা করিল, চম্পকের দুই গণ্ডে অজস্র চুম্বন করিল, তারপর এক রকম জোর করিয়াই চলিয়া গেল। চম্পক আছ্‌ড়াইয়া পড়িল, কেশার মা তাকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল; ভবানী পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।]

নেপথ্যে শ্রীমন্ত। খোকা—খোকা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভবানী। [চমকিয়া উঠিয়া] কাঞ্চন—কাঞ্চন!

ঝড়ের বেগে কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। মা—মা—মা! আমি এসেছি মা!

ভবানী। স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়; এই তো আমার যশোদার গোপাল!

কাঞ্চন। মা! আমাদের জয় হয়েছে।

ভবানী। তবে তাঁরা বন্দী নন?

কাঞ্চন। না, আমাদের কেউ বন্দী নয় তো মা!

ভবানী। প্রতারণায় ভুলেছি। কাঞ্চন!—ওবে, গুরু শ্রীমন্ত এসে সোনাকে নিয়ে গেছে।

কাঞ্চন। কোথায়?

ভবানী। চন্দ্রদ্বীপে। বল্‌লে, মহারাজের আদেশ।

কাঞ্চন। তবে আবার আমায় ছুট্‌তে হ'লো—[প্রস্থানোদ্যত]

ভবানী। কাঞ্চন—

কাঞ্চন। [ফিরিয়া আসিয়া ভবানীকে প্রণাম করিল] মা! যদি সোনাকে নিয়ে ফির্‌তে পারি, তবেই ফির্‌বো, নইলে এই যাত্রাই আমার শেষ যাত্রা।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভবানী। কোটীশ্বর! ছিনিয়ে নিলে? সব ছিনিয়ে নিলে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্ণদ্বীপ—দুর্গাভ্যন্তর।

কাল—রাত্রি।

কেদার রায় পদচারণা করিতেছিলেন।

কেদার। স্বর্ণদ্বীপ চাঁদ রায়ের অধিকারে, এনায়েৎ খাঁ বন্দী, স্বর্ণদ্বীপের প্রজাগণ আর স্বপ্নেও চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুল্‌তে সাহস করবে না। সব বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু ঈশা খাঁর এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। বন্ধু এনায়েৎ খাঁকে বন্দী অবস্থায় ফেলে ঈশা খাঁ পালিয়ে যাবে, এত বড় কাপুরুষ তো সে নয়! তাই তো—

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ কেদার—কেদার—

কেদার। কি দাদা! এমন অসময়ে জেগে উঠ্‌লে যে?

চাঁদ। কে আমায় ডাক্‌লে কেদার?

কেদার। সে কি? কই না, আমি তো কারও কোন সাড়া-শব্দ পাই নি দাদা!

চাঁদ। পাও নি? তা হবে। কিন্তু—না কেদার, একবার নয়, বহুবার কাতরকণ্ঠে কে আমায় 'বাবা' 'বাবা' ব'লে ডাক্‌লে। আমি স্পষ্ট শুনেছি, এ মিথ্যা হ'তে পারে না। এ সোনার কণ্ঠস্বর।

কেদার। দাদা! ছিঃ-ছিঃ! এই মাত্র যে দু'হাতে নরমুণ্ড গণনা ক'রে এসেছে, বারুদের স্তূপের উপর যাকে অষ্টপ্রহর ব'সে থাকৃতে হয়, তার এ নারীসুলভ দুর্ব্বলতা সাজে না।

চাঁদ। না কেদার! এ স্বপ্ন নয়, তুমি অনুসন্ধান কর।

কেদার। কি আর অনুসন্ধান করবো দাদা? তোমাকে নিদ্রিত রেখে আমি এখানে সহস্র চক্ষু মিলে ব'সে আছি। যাও দাদা, বিশ্রাম কর গে; আমি থাকৃতে তুমি কেন জেগে থাকৃবে? আমি বল্‌ছি, কেউ তোমাকে ডাকে নি, কারও কোন অমঙ্গল হয় নি।

চাঁদ। না হ'লেই ভাল; কিন্তু মনের যে একটা কান আছে কেদার! সে দূরত্ব মানে না, শত যোজন দূরের ডাক সে স্পষ্ট শুনতে পায়। কেদার! তুই এখানে ব'সে স্বর্ণদ্বীপ পাহারা দে, আমি একবার শ্রীপুরে গিয়ে দেখে আসি, কেমন আছে আমার অভাগিনী সোনা। আস্‌বার সময় মেয়েটা কাছে এলো না, পাছে শুভ কাজে বিঘ্ন হয়। মনটা বড় কাঁদ্‌ছে কেদার!

কেদার। না দাদা, তোমার এখন যাওয়া হয় না। একটা রাজ্য অধিকার করেছ, এর সুশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে না?

চাঁদ। যা হয় তুমি কর, আমি রাজ্য চাই না।

কেদার। তুমি রাজ্য না চাইলেও, রাজ্য তোমাকে চায়।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ—[চাঁদ রায়ের পদতলে পতন।]

চাঁদ। কি রক্ষী?

রক্ষী। [সভয়ে] ব—ন্দী কারাগারে নেই।

কেদার। এঁ্যা—নেই? কোন্ বন্দী? এনায়েৎ খাঁ? পালিয়েছে?

আর তুমি মহানন্দে নিদ্রা দিচ্ছিলে, কেমন? ওঃ—এই এনায়েৎ খাঁকে বন্দী করতে আমি কত সৈন্য হারিয়েছি! দাদা! কি করা যায়?

চাঁদ। সন্ধান কর রক্ষী, এখনও সে বহু দূর যায় নি।

কেদার। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি তার সন্ধান না পাই, তা হ'লে কেদার রায়কে তুমি জান—[তরবারিতে হাত দিলেন।]

[রক্ষীর সভয়ে প্রস্থান।

কেদার। এনায়েৎ খাঁ! না—তোমাকে বন্দী করাই আমার ভুল হয়েছিল। এবার যদি তোমাকে পাই, হত্যা—হত্যা—নির্ম্মম হত্যা!

[প্রস্থান।

চাঁদ। তাই তো, কেন মনটা এমন কেঁদে উঠ্‌ছে? কি যেন একটা পরম সম্পদ হারিয়ে গেছে! কাঞ্চন সেই যে গেছে, আজও কোন সংবাদ নেই। না জানি, কেমন আছে আমার অভাগিনী সোনা!

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত।

হায়, পশেছে কীট কুন্দফুলে।
সোনা যে তোর নাই রে সোনা, বিকিয়ে গেছে কাঁচের মুলে।

চাঁদ। কি বল্‌ছো তুমি উন্মাদ?

সনাতন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বলি যাহা কান পেতে শোন্, পুত্র কন্যা মিছে ভাই বোন,
চিন্তামণির চিন্তা কর মিছে মায়ার কাঁদন ভুলে।

চাঁদ। পুত্র কন্যা ভাই বোন্ মিথ্যা? হোক্; এই মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে এতখানি জীবনের পথে চ'লে এসেছি, এই মিথ্যাকে নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

সনাতন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

হেমন বাঁচা নয় রে বাঁচা, ভাঙ্গবে যে দিন সোনার খাঁচা,
পাবি নে তার পদ-তরী, কাঁদ্‌বি ব'সে নদীর কূলে।

[প্রস্থান।

চাঁদ। ভগবান! ভগবান! তোমারি দান পুত্র-কন্যা, তোমারি দান ভাই-বোন্। তোমার সাজানো এই সংসার পায়ে ঠেলে চ'লে যাবো, এ কখনও তোমার বিধান হ'তে পারে না। আমি এদের নিয়ে উঠেছি, এদের নিয়েই চল্‌বো। পাপ যদি হয়, সে পাপ তোমার—আমার নয়।

বালকবেশে আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। মহারাজ চাঁদ রায়!

চাঁদ। কে তুমি বালক, এই নিশীথ রাত্রে আমার দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছ?

আলেয়া। তোমার দুর্গ? মহারাজ! দু' দিন পূর্ব্বে এ দুর্গ আমাদের ছিল, অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ নিজের ঘরে আমায় চোরের মত প্রবেশ করতে হয়।

চাঁদ। কে তুমি বালক? ঈশা খাঁ কি তোমার কেউ হয়?

আলেয়া। আমার ভাই।

চাঁদ। ভাই? ওঃ—নিশীথ রাত্রে অতর্কিতে প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

আলেয়া। না মহারাজ, মানুষের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে আমি জানি না। আমি স্বীকার করছি, আপনি ঈশা খাঁর যে ক্ষতিসাধন করেছেন, এ তার প্রাপ্য; কিন্তু মহারাজ! যত কিছু শত্রুতার এইখানেই অবসান হোক্।

চাঁদ। শত্রুতার অবসান? তুমি জান না বালক, তোমার ভাই আমার কোন্‌খানে আঘাত দিয়েছে। সে যদি আমার একটা বংশ-ধরকেও হত্যা করতো, সে বিরোধ দু' কথায় মিটে যেতো। কিন্তু এ যে সহ্য করা যায় না বালক!

আলেয়া। মহারাজ! আমার ভাই এক মুহূর্ত্তের ভুলে যে অপরাধ করেছে, তার প্রতিদানে আপনি তাকে সর্ব্বস্বান্ত করেছেন, তার সম্ভ্রম দু' পায়ে দ'লে আপনি তাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। তবু আমি বল্‌ছি, এর প্রতিবাদে সে একটা অঙ্গুলিহেলনও করবে না। আপনি শ্রীপুরে যান, ঈশা খাঁকে নিয়ে আমি আপনাদের সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো; ইচ্ছা হয়, আপনি স্বহস্তে তার প্রাণবধ করবেন। তবু দোহাই মহারাজ! বাঙলার দু'টো মহান্ জাতি হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ক'রে সোনার দেশটাকে রসাতলে দেবেন না।

চাঁদ। তুমি যা বল্‌ছো বালক, আমি এ কথা সহস্রবার ভেবেছি; কিন্তু তা হবার নয়। চাঁদ রায় আর ঈশা খাঁ, এ দু'জনের মধ্যে সন্ধি আর হ'তে পারে না; পৃথিবীর আলো বাতাস হ'তে একজনকে বিচ্ছিন্ন হ'তেই হবে।

আলেয়া। কেন? একটা বৃক্ষতলে দশজন ফকির বাস করতে পারে, আর এত বড় বাঙলা দেশে দু'জন বীরের স্থান হবে না?

চাঁদ। না—হবে না।

আলেয়া। তা হ'লে আমি আর সোনারগাঁয়ে ফিরে যাবো না। সোনারগাঁ থেকে আমি উদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি, বিমুখ হ'য়ে কিছুতেই ফিরবো না। এই আমি আপনার পায়ের তলায় বসেছি; হয় সন্ধি করুন, না হয় আমাকে হত্যা করুন!

চাঁদ। বালক!

আলেয়া। কি ব'লে বোঝাবো মহারাজ? কত দুঃখ আমার এই বুকটার মধ্যে! হিন্দু মুসলমান উভয়েই আমার পরমাত্মীয়, আমার চোখের উপরে তারা আত্মকলহে শক্তি ক্ষয় করবে, এ যে অসহ্য!

চাঁদ। কে তুমি এই পঙ্কিল সংঘর্ষের মাঝখানে শক্তির দীপশিখা নিয়ে দাঁড়িয়েছ? এস নবীন! এস উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অগ্রদূত! আমি তোমার আবেদন মাথায় ক'রে নিলুম। ঈশা খাঁ যদি সন্ধির জন্য এগিয়ে আসে, আমি আবার তাকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করবো।

আলেয়া। মহারাজের জয় হোক! এইবার আমি বিচারপ্রার্থী রাজা!

চাঁদ। কিসের বিচার?

আলেয়া। বন্দীশালা হ'তে আমিই এনায়েৎ খাঁকে মুক্ত করেছি।

চাঁদ। তুমি? সে কি? কি ক'রে?

আলেয়া। বলে নয় মহারাজ, ছলে।

চাঁদ। ওঃ—করেছ কি বালক? কেদার যদি একবার শোনে—

আলেয়া। আমি নিজেই তাঁকে বলতে যাচ্ছি।

চাঁদ। না-না-না, তুমি যাও—তুমি পালাও, এখনি—এই মুহূর্ত্তে! জানি না, কেন তোমায় দেখে কেবলি আমার মেয়েটার কথা মনে হ'চ্ছে। এই কুসুমিত যৌবনে পৃথিবীর সুখভোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না। যাও—যাও—

আলেয়া। রাজা!

চাঁদ। আঃ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহু সময় পাবে। যাও বালক, —যাও, ভগবান তোমার সহায় হোন্।

আলেয়া। সেলাম—সেলাম!

[প্রস্থান।

চাঁদ। কেন এমন হয়? একই আকরে জন্ম এদের; তবু এক জন দেবতা, আর একজন পশু।

কেদার রায়ের পুনঃ প্রবেশ।

কেদার। নাঃ—কোথাও বন্দীর চিহ্ন মাত্র নেই।

চাঁদ। যেতে দাও—যেতে দাও। আমি বলি, ঈশা খাঁর সঙ্গে সন্ধি করি এসো!

কেদার। সন্ধি? দাদা! তুমি কি বল্‌ছো?

চাঁদ। কেন কেদার? ঈশা খাঁ অপরাধী সত্য; কিন্তু আমরা তার উপর যে প্রতিশোধ নিয়েছি, বাঙলা দেশ চিরদিন তা স্মরণ কর্‌বে। এর উপর সে যদি অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আমরা কি তাকে ক্ষমা করতে পারি না?

কেদার। না—পারি না।

চাঁদ। তবে বৃথাই আমরা হিন্দু!

কেদার। দাদা! তুমি কি সেই চাঁদ রায়, যার ভয়ে একদিন গোটা বাঙলা দেশ কেঁপে উঠ্‌তো? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এত দুর্ব্বল তোমায় কে করলে রাজা?

চাঁদ। কে করেছে? কানে সব শুন্‌ছো, চোখে সব দেখ্‌ছো, তবু জিজ্ঞাসা করছো কেদার? ঘরে যার শিশুকন্যা এম্‌নি ক'রে

ভোগের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, সে কি আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে ?

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। মহারাজ—

কেদার। কেশরী ? শ্রীপুর থেকে আস্‌ছো ?

চাঁদ। কেমন আছে সব ? শ্রীপুরের কুশল তো ?

কেশরী। মহারাজ—

চাঁদ। মাথা হেঁট কর্‌লে যে ? কি হয়েছে বল ? কাঞ্চন, চম্পক, সোনা, এরা সব ভাল আছে তো ?

কেশরী। সোনা নিরুদ্দেশ।

চাঁদ। নিরুদ্দেশ ?

কেদার। সে কি ? কবে ? কখন ? কার সঙ্গে ?

কেশরী। গুরু শ্রীমন্তের সঙ্গে।

কেদার। শ্রীমন্ত ? ওঃ, দাদা—

চাঁদ। না—না, এ হ'তে পারে না; সপ্তপুরুষের কুলগুরুর বংশধর এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারে না। এমন সরল সুন্দর দেবমূর্ত্তি—কেশা ! তুই বল্‌ছিস কি ? তার মধ্যে এমন পিশাচ লুকিয়ে থাক্‌বে ? মিথ্যা—মিথ্যা, না হয় এ তোর ছলনা।

কেশরী। ছলনা কখনো শিখি নি দাদা ! এ সত্য ! কাঞ্চনের জন্মোৎসবের মধ্যে শ্রীমন্ত তাকে চন্দ্রদ্বীপের নাম ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। মহারাণীকে বলেছে, কাঞ্চন যুদ্ধে নিহত—আপনারা বন্দী—মহারাজের আদেশ, তার সঙ্গে সোনাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠিয়ে দিতে।

চাঁদ। তারপর ? চন্দ্রদ্বীপে সংবাদ নিয়েছ ?

কেশরী। আমি চন্দ্রদ্বীপ থেকেই আস্‌ছি ; সোনা সেখানে নেই।

কেদার। বুঝেছি—বুঝেছি, ঈশা খাঁর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কারণ এই। দাদা! সন্ধি করবে বল্‌ছিলে না? কর সন্ধি, এমন সন্ধির সূত্র আর পাবে না। ওঃ—এই মেয়েটাকে আজ দশ বছর পক্ষিশাবকের মত পালক ঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, যেন সংসারের কুটিল বাতাস তার গায়ে না লাগে ; আজ এক দিনে শেষ—এক দিনে শেষ! না জানি, সে অভাগিনী আমাদের নাম ধ'রে কত ডাক্‌ছে, পাষণ্ড শ্রীমন্ত হয় তো তাকে কত নির্য্যাতন করছে! আজ সাত দিন, নাঃ—দুরাশা, সে সোনা আর সোনা নেই।

চাঁদ। এত বড় বংশ—পিতৃ পিতামহের এই দেশজোড়া সুনাম—ওঃ, একটা মেয়ে হ'তে সব রসাতলে গেল! ঈশা খাঁর মাথাটা ছিঁড়ে আন্‌তে পারি, তার সোনারগাঁ সমূলে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পারি, কিন্তু এ হারানো মর্য্যাদা তো ফিরে পাবো না!

কেশরী। কাঞ্চন সোনারগাঁর দিকে গেছে ; আমিও চল্লুম দাদা! যদি সোনাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তবেই ফির্‌বো ; নইলে এই শেষ—

[প্রস্থান।

কেদার। দাদা! চল যাই শ্রীপুরে ; হয় তো শ্রীমন্ত তাকে শ্রীপুরেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আগে তার সন্ধান করি, তারপর ঈশা খাঁ আর শ্রীমন্তকে দেখ্‌বো।

চাঁদ। কি দেখ্‌বে? দেখার আর কি আছে কেদার? সাত সমুদ্র মন্থন ক'রেও যদি হারানিধি ফিরিয়ে নিয়ে এসো, তবুও এ নষ্ট গৌরব আর ফিরে পাবো না। ভয়ে সবাই নীরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের মুখে যে ব্যঙ্গ-হাসি খেল্‌বে, কি দিয়ে তা নিবারণ করবে কেদার?

কেদার। তরবারি দিয়ে—শ্রীমন্ত আর ঈশা খাঁর রক্ত দিয়ে। শৈশবে যখন মেয়েটার বিবাহ দিয়েছিলে, তখন তো এ কথা ভেবে দেখ নি! যখন তার আবার বিবাহ দিতে সমাজের দোহাই দিয়েছিলে, তখন তো এ অঘটন কল্পনায় আন নি! দোষ তোমার, এর জন্য সারা জীবন অনুতাপ করতে হবে। কাঁদ্‌বার অনেক সময় পাবে। এসো, অথর্ব্ব পঙ্গুর মত হাহাকার না ক'রে শত্রুর বুকে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ি এসো। ঈশা খাঁর তাজা রক্ত চাই—শ্রীমন্তের ছিন্নমুণ্ড চাই—

[প্রস্থান।

চাঁদ। কোটীশ্বর! দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছো? ব'সো; যদি আমার বংশে একটু কলঙ্কের ছাপ পড়ে, তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে আর পূজা করবো না, সিংহাসনশুদ্ধ তুলে এনে কালীগঙ্গায় বিসর্জ্জন দেবো—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

এনায়েৎ।

এনায়েৎ। কোন্ দিকে যাই? সোনারগাঁ না শ্রীপুর? বন্ধু আমায় শত্রুর কারাগারে আবদ্ধ দেখে অনায়াসে পালিয়ে গেল। আবার তারই দ্বারস্থ হবো? নাঃ—শ্রীপুরের দিকেই যাই। শ্রীপুরের অরক্ষিত প্রাসাদ ধূলিসাৎ ক'রে কেদার রায়ের দর্প চূর্ণ করি, তার পর অন্য চিন্তা।

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। কি খাঁ সাহেব, কার সর্ব্বনাশের চিন্তা কর্‌ছো?

এনায়েৎ। কে তুমি?

আলেয়া। চিন্‌তেই পার্‌লে না? বাঃ, স্মরণশক্তির তারিফ কর্‌তে হবে।

এনায়েৎ। ক্ষমা কর বালক! সে দিন অন্ধকারে তোমায় লক্ষ্য করি নি। তুমি আমায় কারাগার থেকে উদ্ধার করেছ; আমার জীবন তোমার কাছে বিক্রীত।

আলেয়া। মুখের কথা না অন্তরের কথা?

এনায়েৎ। সত্য বালক! এ আমার অন্তরের কথা। আমার মনে হ'চ্ছে, তোমার দেওয়া জীবনটা তোমাকেই দান কর্‌তে পার্‌লে আমি ধন্য হই। তুমি এমন সুন্দর! যদি তুমি নারী হ'তে, আমি তোমায় বিবাহ কর্‌তুম।

আলেয়া। তাই না কি? এঃ, আগে জান্‌লে না হয় মেয়ে হ'য়েই জন্মাতুম। কি জানেন, আমারও আপনার উপর বেজায় টান পড়েছে।

এনায়েৎ। কিন্তু কেন? আমি তো তোমার কেউ নই, কখনও তোমার সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না; তবে কিসের জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমায় উদ্ধার কর্‌লে বালক?

আলেয়া। ঐ যে বল্‌লুম, একটা বিষম টান পড়েছে।

এনায়েৎ। বালক! তোমাকে দেখে কেবলি আমার মনে হ'চ্ছে, এম্‌নি একটী আপনার জন যদি আমার থাকৃতো—

আলেয়া। কেন, খাঁ সাহেবের কি আপনার জন কেউ নেই? বলি, বিবাহ করেছেন তো?

এনায়েৎ। বিবাহ? হ্যাঁ, তা ক'রেছিলুম; কিন্তু সে একটা অতীতের স্বপ্ন! সে কথা আর তুলো না ভাই! অতীতের সে দুঃখময় ইতিহাস রাজপুতনার পথে ফেলে এসেছি।

আলেয়া। রাজপুতনা? আপনি তা হ'লে মুসলমান নন্‌?

এনায়েৎ। হ্যাঁ—আমি মুসলমান। কিন্তু এক দিন আমি হিন্দু ছিলুম; ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ কর্‌তুম—সন্ধ্যা-সকাল মন্দিরে মন্দিরে যখন কাঁশর-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তো, আমার সমস্ত মন-প্রাণ ভগবানের উদ্দেশে লুটিয়ে পড়্‌তো। আরাবল্লীর শিখরে শিখরে রাজপুত-বালকেরা যখন পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি কর্‌তো, আমি তখন ভাব্‌তুম—কতদূরে ঐ বৈকুণ্ঠের স্বপ্নপুরী, কতদিনে যাবো আমি সেই আনন্দধামে!

আলেয়া। এমন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু আপনি, আজ এমন গোঁড়া মুসলমান হ'লেন কি ক'রে?

এনায়েৎ। সেই আমার জীবনের সব চেয়ে করুণ ইতিহাস। শৈশবে

এক রাজপুতের কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল; বহু দিন সে পিত্রালয়ে ছিল। একদিন শুন্‌লুম, তার পিতা মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। বাপ-মা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বল্‌লেন; আমি বিদ্রোহ কর্‌লুম, সাত দিন সাত রাত্রি চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেল্‌লুম অভাগিনী স্ত্রীর জন্য, কিন্তু মাতা-পিতার মন ভিজ্‌লো না; সমাজ আমার উপর অমানুষিক নির্য্যাতন কর্‌লে। মনে ঘৃণা হ'লো—এই সনাতন ধর্ম্ম! পাগল হ'য়ে ছুটে এলুম,—দেখ্‌লুম, অগ্নিদাহে শ্বশুরের ভিটে ছাই হ'য়ে গেছে। সেই হ'তে আমি মুসলমান।

আলেয়া। কি নাম ছিল আপনার?

এনায়েৎ। কি হবে বালক, সে কথা শুনে?

আলেয়া। আপনার স্ত্রীর নাম কি?

এনায়েৎ। থাক্—থাক্—ও কথা তুলো না। মাথায় খুন চাপে, হিন্দু সমাজটাকে সমূলে ধ্বংস করতে প্রাণটা নেচে ওঠে।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। সোনা—সোনা! কই সোনা—কোথা সোনা? কেউ সাড়া দেয় না রে! দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় ছুটে এলুম, কেউ বল্‌লে না যে, তাকে দেখেছি। আর তো চল্‌তে পারি না, মাথার উপর যেন বিশ্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে দে— ফিরিয়ে দে নিষ্ঠুর দেবতা!

আলেয়া। কে গা তুমি উন্মাদের মত নদীর দিকে ছুট্‌ছো? দেখ্‌ছো না নদীর ভীষণ জলস্রোত? মর্‌বে যে!

কাঞ্চন। মর্‌বো—মর্‌বো, মর্‌তেই আমি চাই। বেঁচে আর কি হবে আমার? বংশের সুনাম গেছে—উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে। হয়

তো নদীর ঐ জলতলে সে আমায় ডুবে মরেছে! সোনা—সোনা! ভয় নেই, আমি যাবো তোর সঙ্গে—

আলেয়া। তুমি কি তবে বীরবর কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চন?

এনায়েৎ। কে—কে?

কাঞ্চন। তুমি--তুমি কে? বালক! তোমায় দেখে আমার মনটা আশায় আন্দোলিত হ'চ্ছে। বল, তুমি কি আমার সোনার সন্ধান জান?

আলেয়া। না ভাই, জানি না। তবে এ কথা সত্য যে, সোনাকে সে নিয়ে গেছে ঈশা খাঁর কামানলে আহুতি দিতে।

কাঞ্চন। ঈশা খাঁ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আমি তা হ'লে সোনার গাঁর দিকে চল্‌লুম। ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁ! তোমার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে শ্রীপুরে এনে জীবন্ত সমাধি দেবো।

এনায়েৎ। দাঁড়াও, একটা কথা আছে।

কাঞ্চন। কি?

এনায়েৎ। তুমি সেই কাঞ্চন না, যে কলাগাছিয়া দুর্গ ভস্মীভূত করেছ?

কাঞ্চন। হাঁ—আমি।

এনায়েৎ। ঈশা খাঁর পত্র দু'পায়ে মাড়িয়েছিলে, তুমি নও?

কাঞ্চন। হ্যাঁ—আমিই সেই।

এনায়েৎ। তবে দাঁড়াও, আজ সে ঔদ্ধত্যের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে যেতে হবে।

কাঞ্চন। তুমি কে?

এনায়েৎ। আমি এনায়েৎ খাঁ।

কাঞ্চন। এনায়েৎ খাঁ?—ঈশা খাঁর বন্ধু?

এনায়েৎ। শুধু তাই নয়, সোনাকে চুরি ক'রে আন্‌বার জন্য শ্রীমন্তকে বশীভূত করেছি আমি।

আলেয়া। তুমি?

কাঞ্চন। এনায়েৎ! এনায়েৎ! কি কর্‌বো তোমায় এনায়েৎ খাঁ? তুমি যা করেছ, সপ্তপুরুষ ধ'রে এ কলঙ্ক আমাদের গায়ে ছাপ মারা থাক্‌বে। তোমার মাথাটা ছাতু ক'রে আকাশে উড়িয়ে দিলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

আলেয়া। কোথায় রেখেছ তুমি সোনাকে?

কাঞ্চন। বল—বল, কোথায় সোনা—কোন্ পথে গেছে সোনা?

এনায়েৎ। সোনারগাঁর পথে।

কাঞ্চন। কোন্ দিকে পথ—কোন্ দিকে? ওই যে একটা বজরা যাচ্ছে না? কারা ও? সোনা—সোনা—

নেপথ্যে স্বর্ণময়ী। দাদা—

কাঞ্চন। ঐ যে! পেয়েছি—পেয়েছি—

এনায়েৎ। চুপ্! এক পাও এগিয়ো না; তা হ'লে এই তরবারি তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌বে।

কাঞ্চন। এনায়েৎ খাঁ! ছাড়—ছাড়! তোমার ধর্ম্মের দোহাই! দেখ, অসহায়া নারী জগতের করুণার পাত্রী! দয়া কর! আমি সব শত্রুতা ভুলে যাবো—তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বো। নিয়ে গেল! এনায়েৎ!. ওঃ—কি কর্‌বো?

এনায়েৎ। কি কর্‌বে? এই তরবারির নিচে মাথা বাড়িয়ে দাও।

আলেয়া। খবরদার এনায়েৎ খাঁ! এই তরবারিখানা আমি তোমায় দিয়েছি আত্মরক্ষা কর্‌তে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কর্‌তে নয়।

এনায়েৎ। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না।

কাঞ্চন। এনায়েৎ! আমি দীর্ঘ অনশনে দুর্ব্বল, নইলে তোমার মত একটা মুষিক আমায় স্পর্শ করতে পার্তো না। আচ্ছা এসো, দেখি কার কত শক্তি! [এনায়েৎ ও কাঞ্চনে সংঘষ।]

আলেয়া। সোনা—সোনা! রাজকুমারী!

নেপথ্যে স্বর্ণময়ী। দাদা—দাদা!

আলেয়া। শ্রীমন্ত! নৌকো রাখ!

এনায়েৎ। চালাও—চালাও, ঈশা খাঁর আদেশ।

কাঞ্চন। [অবসন্নদেহে উপবেশন।]

এনায়েৎ। থাকো এইখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। না—তোমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌বো না; তা হ'লে একদিন অতর্কিত আক্রমণে সোনারগাঁ দুর্গটাও ভস্মীভূত হবে। [তরবারি উত্তোলন]

আলেয়া। সাবধান এনায়েৎ খাঁ! নিরস্ত্রের উপর আস্ত্রাঘাত অধর্ম্ম।

এনায়েৎ। আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি বুঝ্‌বো, তুমি বাধা দেবার কে?

আলেয়া। আমি বাধা দেবার কে? আমি প্রভু, তুমি গোলাম; আমি পা বাড়িয়ে দেবো, তুমি লেহন কর্‌বে। [উষ্ণীষ উঠাইয়া অনাবৃত মস্তক দেখাইল।] চিন্‌তে পার?

এনায়েৎ। সাহাজাদি?—সেলাম—সেলাম! [প্রস্থান।

কাঞ্চন। সোনা!—সোনা! নিয়ে গেছে—জন্মের মত নিয়ে গেছে। দেহে এমন শক্তি নেই যে, ছুটে গিয়ে ধরি। উঃ—কোটীশ্বর! শেষে এই করলে, হাতের মুঠোয় এনে ছিনিয়ে নিলে?

আলেয়া। কি করি? সোনাকে রক্ষা কর্‌বো, না এই মুমূর্ষুর শুশ্রূষা কর্‌বো? ভাই! আমার কোলে মাথা রেখে একটু সুস্থ হও। দেখ, আমি সজ্ঞানে কখনও মিথ্যা কথা বলি নি, আমি বল্‌ছি সোনাকে তুমি নিশ্চয়ই ফিরে পাবে।

কাঞ্চন। পাবো ? পাবো ? কে তুমি বান্ধব, আমায় এমন অভয়-বাণী শোনালে ? আমার মনে হ'চ্ছে, তোমার কথা মিথ্যা হবে না। পাবো—নিশ্চয় পাবো, নইলে সংসার মিথ্যা—দেবতা মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা। ঐ যে জলস্রোতে তীরবেগে ছুটেছে ; দিই ঝাঁপ! জয় কোটীশ্বর—

[প্রস্থান ।

আলেয়া। সর্ব্বনাশ! জলে ঝাঁপ দিলে যে! কুমার—কুমার!

[প্রস্থান ।

নেপথ্যে কাঞ্চন। সোনা—সোনা—



তৃতীয় দৃশ্য।

সোনারগাঁ—ঈশা খাঁর কক্ষ।

পত্রহস্তে ঈশা খাঁর প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। বান্দা—বান্দা!

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। জাঁহাপনা—

ঈশা খাঁ। কি বল্‌ছিলে তুমি ? শ্রীমন্ত সোনাকে নিয়ে আস্‌ছে ? তুমি দেখেছ ?

বান্দা। না জাঁহাপনা, আমি দেখি নি; উজীর সাহেবের কাছে সংবাদ এসেছে, আমি সে সংবাদ আপনাকে জানাতে গিয়েছিলুম।

ঈশা খাঁ। বটে—বটে! তুমি এ কথা অনেকবার বলেছ। কিন্তু

বান্দা, সোনা কে, জান? চাঁদ রায়ের কন্যা—নিষ্ঠাবান্ হিন্দু চাঁদ রায়ের একমাত্র সন্তান। শ্রীমন্ত তাকে নিয়ে আস্‌ছে আমার সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য।

বান্দা। বিবাহ! চাঁদ রায়ের মত আছে?

ঈশা খাঁ। না—না, চুরি ক'রে নিয়ে আস্‌ছে।

বান্দা। আপনি তাকে বিবাহ কর্‌বেন?

ঈশা খাঁ। তোমার কি মনে হয়?

বান্দা। আমার মনে হয়, আমার প্রভু এমন পশু নন্ যে, এক হিন্দু নারীকে চুরি ক'রে এনে বিবাহ কর্‌বেন। সত্য বটে, আপনার সঙ্গে চাঁদ রায়ের মর্ম্মান্তিক শত্রুতা, কিন্তু তার মেয়ে তো কোন অপরাধ করে নি? অসহায় দুর্ব্বল নারীর উপর এই অত্যাচার আর যেই করুক্, বীরবর ঈশা খাঁ কখনও কর্‌তে পারেন না। যদি করেন, বুঝ্‌বো, তিনি ইসলামের শত্রু—তিনি এই গরীব বান্দার চেয়েও হীন।

ঈশা খাঁ। কিন্তু বিবাহ তো অত্যাচার নয়!

বান্দা। বিবাহ কথাটা তো ছলনার মুখোস মাত্র জাঁহাপনা! আপনি একে যে নামই দিন, এ নারীনির্য্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈশা খাঁ। তাই তো বান্দা, তুমি যা বল্‌ছো, এনায়েৎ খাঁ তো তা বল্‌ছে না!

বান্দা। আমি গরীব বান্দা,—এনায়েৎ খাঁর মত রাজনীতি কোথায় পাবো জনাব? কিন্তু একটা কথা বল্‌তে পারি, দুনিয়ায় ইস্‌লামের দুটো শত্রু যদি থাকে, এনায়েৎ খাঁ তার একজন।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ খাঁ ইসলামের শত্রু?

বান্দা। সহস্রবার! সে না হিন্দু, না মুসলমান! হিন্দুর মাংস সে কামড়ে খায়, আর উগ্‌রে ফেলে মুসলমানের গায়ে।

ঈশা খাঁ। তুমি তা হ'লে কি করতে বল?

বান্দা। ক্ষমা করবেন জনাব! সুলতান ঈশা খাঁকে পরামর্শ দিই, এত বড় স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু আপনি চাঁদ রায়ের অমতে, তার কন্যার হাহাকারের মধ্যে যদি তাকে বিবাহই করেন, জান্‌বো, এই অধর্ম্মের রাজ্য আর বেশী দিন নয়, আর সেই দিন বাঙলার সব মুসলমান যদি আপনাকে বাহবা দেয়, এই গরীব দুর্ব্বল বান্দা একাই আপনার বিপক্ষে লাঠি ধ'রে দাঁড়াবে।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ! এনায়েৎ! দেখে যাও, এক দীন দরিদ্র বান্দা—তার প্রাণ কত মহৎ, আর তুমি আমার দশহাজারি মন্‌সবদার, তোমার প্রাণটা কি পশুত্বে ভরা! ঠিক বলেছ বান্দা! লোকের তোষামোদ শুন্‌তে শুন্‌তে মনটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে; এমনি একটী বন্ধু আমি চাই, যে আমায় চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে পারে।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত।

ভাব্‌না কি আর, আস্‌বে বঁধু, মনিব তোমায় চোখ রাঙাতে,
গলায় দিতে প্রেমের দড়ি, শীতের রাতে ঘুম ভাঙ্গাতে।
সতই তুমি এগিয়ে যাবে, বল্‌বে বঁধু, "চাই নে",
বাঁয়ে যদি চল্‌তে বল, চ'লে যাবে ডাইনে,
যদি না সইতে পার, মিছে কেন বচন ঝাড়,
পুরণো চাল বাড়্‌বে ভাতে, কাজ কি নতুন সাঙাতে?

ঈশা খাঁ। আলেয়া কোথায় গেছে, বল্‌তে পার?

১ম বাঈজী। না জনাব!

ঈশা খাঁ। কোথায় গেল, কেউ জানে না! এ কি একটা পাখী যে অলক্ষ্যে উড়ে গেছে? আচ্ছা—যাও তোমরা, চাঁদ রায়ের কন্যা এলে তাকে সংবর্দ্ধনা করবে। [বাঈজীগণের প্রস্থান।] সোনা—হৃদয়ের আনন্দদায়িনী সোনা—জাগ্রতের চিন্তা—নিশীথের স্বপ্ন আজ আমার দ্বারদেশে উপস্থিত। যে সুধার সন্ধানে দিশেহারা পথিকের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছি, আজ সে সুধার ভাণ্ড আমার করতলগত। কি কর্‌বো— কি কর্‌বো?

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। আকণ্ঠ পান কর।

ঈশা খাঁ। গুরুজী—এসেছ? সোনাকে নিয়ে এসেছ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ জাঁহাপনা, হুকুম কর্‌লেই সে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

ঈশা খাঁ। না-না না, নিয়ে যাও—ফিরিয়ে নিয়ে যাও!

শ্রীমন্ত। ফিরিয়ে নিয়ে যাবো? ঈশা খাঁ! তুমি সোনাকে চাও না?

ঈশা খাঁ। গুরুজী! কেমন ক'রে বোঝাবো তোমায়, আমার প্রাণটা সোনার জন্য কতখানি পাগল? যে দিন অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম কিরণে তার সেই অতুল রূপরাশি দেখেছি, সেই দিন হ'তে সংসারের সব চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে আমি শুধু তারই রূপ ধ্যান করেছি। বুকটা চিরে যদি দেখাতে পার্‌তুম গুরুজী, দেখ্‌তে—আমার অস্থি-পঞ্জরে তারই নাম লেখা। তবু এ হয় না ব্রাহ্মণ! নারীর দরবিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে তাকে জোর ক'রে আমি বিবাহ কর্‌তে পার্‌বো না।

শ্রীমন্ত। বিবাহ ছাড়াও অন্য উপায় আছে।

ঈশা খাঁ। ছিঃ-ছিঃ, ব্রাহ্মণ! ঈশা খাঁর সহস্র অপরাধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে লম্পট নয়।

শ্রীমন্ত। তুমি কি মনে করেছ ঈশা খাঁ, বিবাহ না কর্‌লেই লোকে তোমাকে সাধু ব'লে বাহবা দেবে? তা নয় জাঁহাপনা! যে মুহূর্ত্তে তুমি সোনাকে ঘরের বাইরে এনেছ, সে মুহূর্ত্তেই তুমি লম্পট সেজেছ।

ঈশা খাঁ। বল কি ব্রাহ্মণ?

শ্রীমন্ত। ঠিকই বল্‌ছি জাঁহাপনা! বল, এখন কি কর্‌তে চাও?

ঈশা খাঁ। গুরুজী! আমি দোজাকের পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, তবু বিনা অপরাধে একটা নারীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে আমার হাত উঠ্‌বে না। বলুক্ লোকে আমায় লম্পট, তবু চাঁদ রায়ের নামে এত বড় কলঙ্ক আমি দিতে পার্‌বো না।

শ্রীমন্ত। চাঁদ রায় তো তোমাকে এতটুকু দয়া করে নি জাঁহাপনা! তুমি অসীম অনুগ্রহে তার সঙ্গে আত্মীয়তা কর্‌তে গিয়েছিলে, সে তোমায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার ত্রিবেণী দুর্গ অধিকার করেছে—কলাগাছিয়া দুর্গে নিশীথ অন্ধকারে অগ্নিসংযোগ ক'রে সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে—

ঈশা খাঁ। গুরুজী! গুরুজী! আমায় আর পাগল ক'রো না।

শ্রীমন্ত। স্বর্ণদ্বীপের নিরীহ প্রজাগুলোর রক্তে শ্যামল ভূমি রঞ্জিত করেছে তারা, তুমি দুর্ব্বল—তার প্রতিশোধ নিতে পার নি; মনে করেছ কি তাদের উদ্ধত গতির এইখানেই শেষ হবে? না জাঁহাপনা! দু'দিনের পরে তারা তোমার সোনারগাঁ-প্রাসাদ ধূলিসাৎ ক'রে, তোমায় বন্দী ক'রে—

ঈশা খাঁ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! নাঃ, কিসের দয়া? চাঁদ রায় পরম শত্রু আমার; তার উপর এমন প্রতিশোধ নেবো যে, সে কথা

স্মরণ ক'রে তার অন্তরাত্মা মৃত্যুর পরও শিউরে উঠবে। যাও ব্রাহ্মণ, নিয়ে এস চাঁদ রায়ের কন্যাকে, পিতার অপরাধ কন্যার লাঞ্ছনায় ধৌত হোক্।

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। চাঁদ রায়! কেদার রায়! এইবার দেখ্‌বো, তোমরা কত সইতে পার!

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত।

ওরে পিছন ফিরে চা'।
রাগের বশে মারিস্ নে রে নিজের বুকে বাজের ঘা॥
বনের বাঘা থাক্ রে বনে, নিস্ নে ডেকে ঘরে,
সে যে তোর বুকেও মার্‌বে থাবা, চাট্‌বে না গা আদর ক'রে;
ঘরের ঠাকুর ফেলে ভুলে, পরের কুকুর নিস্‌নে তুলে,
আপন মায়ের মাথার পরে রাগে তুলে দিস্ নে পা।
হোক্ না সে তোর দুঃখভূমি, তবু জন্মভূমি মা॥

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। সোনা—সোনা—

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। এ কোথায় এলুম গুরুদেব? এই কি চন্দ্রদ্বীপ?

শ্রীমন্ত। না, সোনারগাঁ।

স্বর্ণময়ী। সোনারগাঁ? ঈশা খাঁর সোনারগাঁ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ,—এই তার প্রাসাদ।

স্বর্ণময়ী। তবে এ চন্দ্রদ্বীপ নয়? আমার শ্বশুরালয় নয়? এখানে আমায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্য?

শ্রীমন্ত। উদ্দেশ্য, ঈশা খাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া।

স্বর্ণময়ী। গুরুদেব! গুরুদেব! না—না, এ কি হ'তে পারে? সাতপুরুষ ধ'রে এই দুই বংশের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ, জ্ঞান হবার পর থেকে পিতাকে যে চোখে দেখেছি, আপনাকেও সেই চোখে দেখে আস্‌ছি!

শ্রীমন্ত। সে দিন আর নেই বালিকা! চাঁদ কেদার আমায় ত্যাগ করেছে।

স্বর্ণময়ী। সে তো ত্যাগ নয় গুরুদেব, গুরুর উপর শিষ্যের অভিমান।

শ্রীমন্ত। এই অভিমানের যূপকাষ্ঠে আমার নিষ্পাপ শিশু প্রাণ দিয়েছে—ওঃ, সে কি শোচনীয় মৃত্যু! সোনা! তোমাদের সবাইকে এক সঙ্গে বলি দিলেও এর শোধ হবে না।

স্বর্ণময়ী। এ আপনি কি বল্‌ছেন গুরুদেব? আমার বড় ভয় হ'চ্ছে। চলুন, চন্দ্রদ্বীপে যাবার জন্য আমার মনটা বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে; না হয় শ্রীপুরেই ফিরে চলুন, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।

শ্রীমন্ত। পার্‌তে হবে নারী, এই তোমার ভবিষ্যতের আশ্রয়।

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! দেখি তোমার মুখখানা! চিরদিন যে পবিত্র মুখ দেখে অনন্ত দুঃখ ভুলে গিয়েছি, দেখি সে মুখে আজ পশুত্বের ছাপ পড়েছে কি না? গুরু! পিতা গড়েছেন দেহ, তুমি গড়্‌বে মন; পিতা দেখিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর আলো বাতাস, তুমি দেখাবে ধর্ম্মের পথ; সেই তুমি আমার হাত ধ'রে অধর্ম্মের পথে টেনে আন্‌বে? আমি

নারী—বিধবা, নিঃসংশয়ে নিশীথ রাথে তোমার হাত ধ'রে চ'লে এসেছি; এত বড় বিশ্বাসের এই কি প্রতিদান? তা হ'লে আজ হ'তে কোন কন্যা পিতাকেও আর বিশ্বাস কর্‌বে না।

শ্রীমন্ত। বাচালতা রাথ বালিকা, ও সব স্নেহের আবদার আজ আর চল্‌বে না।

স্বর্ণময়ী। গুরু! তোমার ছেলে মেয়েরা বোধ হয় কোন দিন তোমায় 'বাবা' ব'লে ডাকে নি? তা যদি হ'তো, তা হ'লে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলো সমস্বরে বেজে উঠ্‌তো।

শ্রীমন্ত। সোনা! বেশী উত্যক্ত ক'রো না আমায়; আমি ও সব অনেক দেখেছি।

স্বর্ণময়ী। দেখ্‌বার চোখ তোমার আছে? যদি থাক্‌তো, আমার এই উপবাসক্লিষ্ট মুখ দেখে তোমার চোখ ফেটে জল বেরোতো ঠাকুর! আমি এখনও একাদশীর পারণ করি নি, আজ চার দিন এক ফোঁটা জলও মুখে দিই নি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপছে! দয়া কর—আমায় শ্রীপুরে নিয়ে চল!

শ্রীমন্ত। বটে! তোমায় শ্রীপুরে নিয়ে যাই, আর চাঁদ কেদার আমার টুঁটি কাম্‌ড়ে ধরুক্‌!

স্বর্ণময়ী। তাঁরা তো বন্দী!

শ্রীমন্ত। মিথ্যা কথা; চাঁদ কেদার বন্দী নয়, কাঞ্চনও মরে নি।

স্বর্ণময়ী। গুরু!—যাক্‌, তবু একটা সুসংবাদ শোনালে গুরু, দাদা বেঁচে আছে। তবে কি নদীর পার থেকে দাদাই আমায় ডাক্‌ছিল? ওঃ—আগে যদি এ কথা জান্‌তুম, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তোমার সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ কর্‌তুম। আর কোন উপায় নেই। চারিদিকে

কঠিন পাষাণ-প্রাচীর বাঘের মত থাবা পেতে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝ-খানে আমি এক অসহায়া দুর্ব্বলা নারী! কি কর্‌বো—কোন্ দিকে যাবো? কোটীশ্বর—কোটীশ্বর! পথ দেখিয়ে দাও—[প্রস্থানোদ্যতা]

শ্রীমন্ত। পথ নেই নারী—[হাত ধরিয়া আকর্ষণ।]

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর! দোহাই তোমার, আমি তোমার কন্যা। দয়া কর—[পদধারণ]

শ্রীমন্ত। দয়া নেই—[পা ছাড়াইয়া লইল।]

স্বর্ণময়ী। উঃ—মাগো! তুমি বাধা দিয়েছিলে, তোমার কথা শুনি নি; আমার লাঞ্ছনা হবে না? ব্রাহ্মণ! তোমাকে আর কি বল্‌বো? আমি বিধবা—আজীবন ব্রহ্মচারিণী—একাদশীর পর এখনও মুখে জল দিই নি; আমি তোমায় এই অভিশাপ দিচ্ছি, যার অনুগ্রহের আশায় তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে চলেছ, সে যেন একদিন তোমায় দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়—যেন কুষ্ঠব্যাধিতে তোমার গায়ের মাংস প'চে গ'লে খ'সে পড়ে—হাহাকারে, আর্ত্তনাদে, অনুতাপে জর্জ্জরিত হ'য়ে যেন তোমার এই ঘৃণিত জীবন শেষ হ'য়ে যায়—[অবসাদে উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।]

শ্রীমন্ত। সোনা—সোনা—

ঈশা খাঁ ও বান্দার প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। কই সোনা? আমার বহুদিনের বাঞ্ছিত রত্ন, চাঁদ রায়ের কন্যা কই গুরুজী? [অগ্রসর হইয়া] এ কি, বিধবা?

বান্দা। হিন্দুর বিধবা। ওঃ—জাঁহাপনা! আপনি কি কর্‌লেন?

ঈশা খাঁ। ভুল করেছি—ভুল করেছি! কেউ তো আমাকে বলে নি যে, সোনা বিধবা!

শ্রীমন্ত। বিধবা হ'লেই বা তোমার কি যায় আসে ঈশা খাঁ?

ঈশা খাঁ। তা বটে গুরুজী! শত্রু—শত্রু, তার আবার জাত কি? দেখ তো ব্রাহ্মণ, মূর্চ্ছিত না মৃত? কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে আছ কি ব্রাহ্মণ? ব্যজন কর। বান্দা! দেখ—দেখ, চাঁদ রায়ের কন্যা ধূলিশয্যায়! সূর্য্য যার মুখ দেখ্‌তে পায় নি, সে আজ দশের সমক্ষে অনাবৃত।

বান্দা। তুমি চাঁদ রায়ের গুরু না? তুমি ব্রাহ্মণ না চণ্ডাল?

শ্রীমন্ত। সোনা! ওঠো—সম্মুখে তোমার ঈশা খাঁ।

স্বর্ণময়ী। এঁ্যা—এঁ্যা—ঈশা খাঁ! কে—তুমি? দেখ, আমি হিন্দু-বিধবা, পরপুরুষের ছায়া মাড়ানও আমার পাপ। তুমি রাজরাজেশ্বর—তুমি জ্ঞানী, আমার মান-সম্ভ্রমের দায় আমি তোমার হাতে সমর্পণ কর্‌লুম। বল—আমায় রক্ষা কববে, না বলি দেবে?

ঈশা খাঁ। নির্ভয় রাজকুমারী! আমি তোমায় রক্ষা কর্‌লুম। বান্দা! রাজকুমারীকে শ্রীপুরে রেখে এস।

স্বর্ণময়ী। এত মহান্ তুমি ঈশা খাঁ? কি ব'লে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো? তুমি দীর্ঘজীবী হও—তুমি সম্রাট হও—বিশ্বজগৎ তোমার নামে চির-মুখরিত হোক্।

ঈশা খাঁ। যদি প্রয়োজন হয়, আমি নিজে বজরা নিয়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

স্বর্ণময়ী। না জাঁহাপনা, আমি একাই যেতে পার্‌বো, আর বজরার প্রয়োজন নেই। বজরা চল্‌তে পার্‌বে না, আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে যাবো। বিদায় জাঁহাপনা—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। বান্দা! রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও, যদি পথে কেউ এই নারীর কেশাগ্রও স্পর্শ করে, তার কাঁধে মাথা থাক্‌বে না।

বান্দা। কি ঠাকুর! দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে মুসলমানের বিচার? তুমি গুরু হ'য়ে যাকে বলি দিতে গিয়েছিলে, জাঁহাপনা শত্রু হ'য়ে তাকে রক্ষা কর্‌লেন। হাস্‌বে, না কাঁদ্‌বে? ধন্যবাদ দেবে, না অভিশাপ দেবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। এ কি করলে ঈশা খাঁ?

ঈশা খাঁ। পাগলের খেয়াল ঠাকুর!

শ্রীমন্ত। তোমার খেয়ালের দায়ে আমার যে প্রাণটা যাবে, তা ভেবেছ?

ঈশা খাঁ। ভেবেছি ঠাকুর, তোমার ও কুকুরের প্রাণ যাওয়াই ভাল।

শ্রীমন্ত। ভণ্ড! শঠ! মিথ্যাবাদী! তোমার ধ্বংস হোক্!

[প্রস্থানোদ্যত]

ঈশা খাঁ। দাঁড়াও ঠাকুর! আপাততঃ তুমি আমার প্রাসাদে অতিথি; পালাবার চেষ্টা যদি কর, এই তরবারি তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌বে।

শ্রীমন্ত। কোটীশ্বর! ঠিক বিচার করেছ,—এই আমার প্রাপ্য।

[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। প্রতিশোধ নিয়েছি চাঁদ রায়, তোমার এতখানি অত্যাচারের চরম প্রতিশোধ নিয়েছি।

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। সোনা কই—সোনা?

ঈশা খাঁ। ফিরিয়ে দিয়েছি।

এনায়েৎ। ফিরিয়ে দিয়েছ? কেন?

ঈশা খাঁ। বিনা অপরাধে নারীর উপর এ অত্যাচার আমি করতে পারলুম না এনায়েৎ!

এনায়েৎ। পারলে না? তোমার ভগ্নী আলেয়া যে কাঞ্চনের কবলে, সংবাদ রাখ?

ঈশা খাঁ। কি—কি? আলেয়া কাঞ্চনের কবলে? সত্য? সত্য বলছো এনায়েৎ? কোথায় তারা?

এনায়েৎ। এতক্ষণে বোধ হয় শ্রীপুরের অন্তঃপুরে।

ঈশা খাঁ। ওঃ! চাঁদ রায়—চাঁদ রায়! না—মিত্রতা হবে না। কি করবো, বল তো এনায়েৎ?

এনায়েৎ। সোনাকে ফেরাও—

ঈশা খাঁ। তা হয় না এনায়েৎ! ঈশা খাঁ যাকে একবার অভয় দিয়েছে, তার কেশাগ্রও সে স্পর্শ করবে না। এনায়েৎ! সৈন্য সাজাও; আমার যেখানে যত সৈন্য আছে, সবাইকে একত্রিত কর; শ্রীপুর ধ্বংস করবো—শ্রীপুর ধ্বংস করবো! বান্দা—

এনায়েৎ। আলেয়া! বড় দর্প তোমার, এই এক আঘাতেই তোমার সব দর্প চূর্ণ করবো।

[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। বান্দা!

বান্দার পুনঃ প্রবেশ।

বান্দা। জাঁহাপনা—

ঈশা খাঁ। আমি শ্রীপুর ধ্বংস করতে যাচ্ছি; দুর্গের ভার তোমার উপর রইলো। রক্ষা করতে পারবে?

বান্দা। আমি? জাঁহাপনা! আমি গরীব বান্দা—

ঈশা খাঁ। তবু তুমি মানুষ, তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না। বল, রক্ষা করতে পারবে?

বান্দা। পারবো কি না জানি না, তবে প্রয়োজন হ'লে প্রাণটা দিতে পারবো।

ঈশা খাঁ। ব্যস্। এনায়েৎ খাঁ! সাজাও বাহিনী—ওড়াও ধ্বংস-নিশান—

[প্রস্থান।

বান্দা। খোদা! শক্তি দাও—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

দিলপিয়ার ও গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। এঃ—জাঁহাপানা শেষকালে একটা হিন্দুর মেয়েকে ফুস্‌লে আন্‌লে? তোবা—তোবা! তারা গরুগুলোকে দেবতা ব'লে পূজা করে—তাদের বিধবাগুলো এক বেলা খায়, খামকা একাদশী ক'রে দাঁত ছির্‌কুটে প'ড়ে থাকে।

দিলপিয়ার। থাহে—থাহে, তর্ কি?

গুলবাহার। না, আমার আর কি? তবে কথাটা হ'চ্ছে এই, জাঁহাপনা শ্রীপুরে গেল মেয়ে খুঁজ্‌তে, আর আমি যে এমন রূপের খনি চোখের কাছে ঘুরে বেড়াই, আমাকে মিন্সে একবার দেখ্‌লে না!

দিলপিয়ার। বাহার! তুই ব্যাগম অবি?

গুলবাহার। ইচ্ছে তো খুব, কিন্তু তুই যে ছাড়িস্ নে!

দিলপিয়ার। ছাড়ুম্—ছাড়ুম্—এইবার ঠিক ছাড়ুম্, খোদার কসম!

গুলবাহার। বলিস্ কি? এত দয়া?

দিলপিয়ার। আরে, দয়া না—দয়া না। সত্য বাহার, তোর যে রূপ, তোর ব্যাগম হওয়াই সাজে। আমি গরীব, তোরে প্যাট ভইর‍্যা খাইতে দিতে পারি না, বালো একখানা কাপড় দিতে পারি না, দুঃখে আমার কইলজা ফাটে। আমার গর্ নাই—দুয়র নাই, তোরে আমি রাখি কই?

গুলবাহার। তবে এতদিনে বুঝেছিস্?

দিলপিয়ার। খুব বুঝ্ছি রে, খুব বুঝ্ছি! তুই যা। তোর যে রূপ, একবার কইলেই খাঁয়ের পো তোরে ব্যাগম কইর‍্যা দিব। তুই সারা গায় গয়না পর্‌বি, পাছা পাইরা কাপোর পড়্‌বি, রূপের জলুসে ঘরবারী আলো কর্‌বি। না থাক্‌লি তুই আমার, তবু তোরে একবার দেখ্‌লেও চোখ দুইটা জুড়াইয়া যাইব।

গুলবাহার। তারপর তুই যদি দাবী করিস্?

দিলপিয়ার। করুম না—করুম না; তোর সুখের জন্যে তোরে আমি তালাক দিতে পারি।

গুলবাহার। পিয়ার!—

দিলপিয়ার। তারাতারি চইল্যা যা; তোরে পাইলে খাঁয়ের পো সোনারে ছাইড়্যা দিব। আহা রে, হিন্দুর মাইয়া—তার উপর রারী, না জানি কত কান্‌তে আছে। দেখ্, তারে যদি নাই ছারে, তুই ব্যাগম হইয়া তারে ছাইড়্যা দিস্!

গুলবাহার। তুই তাকে বিয়ে কর্‌বি?

দিলপিয়ার। [জিভ কাটিয়া, কান মলিয়া] ছিঃ, পরের বৌ মায়ের সামিল।

গুলবাহার। তা হ'লে আমি যাই। সত্যি পিয়ার, তোর উপর আজ আমার ভক্তি হ'চ্ছে। [নতজানু হইয়া] অনেক দোষ করেছি, মাফ করিস্।

দিলপিয়ার। না—না, তুই কোন দোষ করিস্ নাই; দোষ আমার, আনেক দোষ। যা তবে, যা—

গুলবাহার। তুই এখন কোথায় যাবি ?

দিলপিয়ার। যামু না কোন হানে; একটা মজিদে পইর‍্যা থাকুম, আর দিনরাত আল্লারে ডাকুম। এই ফকিরিই এখন থিহা আমার সম্বল।

গুলবাহার। আচ্ছা, তা হ'লে আমি যাই—[প্রস্থানোদ্যতা]

দিলপিয়ার। বাহার! [বাহার ফিরিল] পাঁচ বছর ঘর কর্‌লাম, আমার জন্যে এক ফোটা চ'হের জলও পর্‌লো না তোর ? একটু দারা, আর একবার তোরে দেহি।

গীত।

দিলপিয়ার।— বাহার! একটুখানি দারা।
গুলবাহার।— পথ ছেড়ে দে, বাঁধিস্ না রে, আমার আপের যাবে মারা।
দিলপিয়ার।— দুইডা কথা গা কইয়া যা, রাঙা ঠোঁটে হাসি',
গুলবাহার।— খুলে যদি ফেলেছিস্ রে পরাস্ নে আর গলার ফাঁসী,
দিলপিয়ার।— কি পাষাণ কইলজাডা তোর, চ'খে জল ঝর্‌তেছে মোর,
গুলবাহার।— মুছে ফেল্ ও মেরিজান [তোর] দুই নয়নের ধারা।

[গুলবাহারের প্রস্থান।

দিলপিয়ার। খাঁয়ের পো, তোমাকে ব্যাবাক দিলাম। [চোখে জল আসিল।] আল্লা! দুনিয়ার মঙ্গল কর,—দুনিয়ার মঙ্গল কর।

[প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। হজরৎ! একটু আশ্রয় দিতে পারেন?

দিলপিয়ার। কে—হুজুবাইন্ না? আরে, এ ব্যাশে কোহানে যাবা হুজুবাইন্?

আলেয়া। চিন্‌তে পেরেছ দিলপিয়ার?

দিলপিয়ার। চিন্নুম না? এ কি এক দিনের দেহা? সোনার খপর সব জান তো হুজুবাইন্?

আলেয়া। জানি। বাহার কই?

দিলপিয়ার। জাঁহাপানার কাছে পাঠাইয়া দিছি; দেহি, তারে পাইয়া সোনাকে যদি ছাড়ে।

আলেয়া। আর তুমি?

দিলপিয়ার। আমার এই ফকিরি।

আলেয়া। ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁ! দেখে যাও—তোমার একটা ভৃত্য, তার প্রাণটা কত মহান্! আর তুমি—ওঃ! যাও হজরৎ, যাও; তোমার ফকিরিই সার্থক! সংসারের বন্ধন খুলেছ যদি, আর সে বন্ধনে ধরা দিও না। সেলাম—সেলাম!

দিলপিয়ার। খোদা! দুনিয়ার মঙ্গল কর—দুনিয়ার মঙ্গল কর—

[প্রস্থান।

আলেয়া। ভাই! ভাই! কি করলে তুমি? আমার যে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়্ছে। ভগবান! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কেন এত অশান্তি,

কেন একজন আর এক জনের সুখের সংসারে দাবানল জ্বেলে দেয়? শান্তি দাও—শান্তি দাও ঈশ্বর!

কাঞ্চনের প্রবেশ।

আলেয়া। এসো কুমার! এখন কোথায় যেতে চাও?

কাঞ্চন। সোনারগাঁয়ে।

আলেয়া। গিয়ে লাভ? তুমি নিরস্ত্র—অসহায়; অত বড় প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে কি কর্‌বে তুমি কুমার?

কাঞ্চন। কি কর্‌বো, বল্‌তে পার্‌ছি না। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এ অন্যায়ের প্রতিরোধ কর্‌বো; তারপর মর্‌তে যদি হয়, সোনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

আলেয়া। তার চেয়ে তুমি শ্রীপুরে ফিরে যাও কুমার!

কাঞ্চন। কেমন ক'রে ফির্‌বো বালক? গিয়ে কি বল্‌বো? তারা যে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে। না—তা হয় না; দেহে এখনও অনেক শক্তি আছে, চেষ্টা কর্‌লে হয় তো সোনাকে উদ্ধার কর্‌তে পারি!

আলেয়া। তবে চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

কাঞ্চন। তুমি যাবে? এসো অযাচিত বান্ধব! এসো দীনের বন্ধু! তুমি আমার অনেক করেছ; শত্রুর কবল থেকে তুমিই আমায় রক্ষা করেছ। আমি অচেতন হ'য়ে স্রোতের বেগে ভেসে যাচ্ছিলুম, তোমারই দয়ায় তীরে উঠেছি। তুমি কে, জানি না; বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে। বন্ধু! শ্রীপুরে যে কখনও ফিরে যাবো, এমন আশা করি না। যদি যাই—যদি দিন পাই, তোমার এ উপকার ভুল্‌বো না।

আলেয়া। এখনও তুমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ছো না; কি ক'রে যে যাবে, তাই ভাব্‌ছি।

কাঞ্চন। আমার কথা ভেবেই অধীর হ'চ্ছো বন্ধু! আমার বোন্‌টীর অবস্থা যদি দেখ্‌তে, তোমার প্রাণ হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌তো। একাদশীর নিরম্বু উপবাসের মধ্যে বেরিয়ে গেছে, বোধ হয় এখনও জল-স্পর্শ করে নি; তার উপর ঈশা খাঁর নির্য্যাতন—ওঃ! ঈশা খাঁ—পাষণ্ড—

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। কে গো, কে ঈশা খাঁকে পাষণ্ড বল্‌ছে? একি! দাদা—

কাঞ্চন। সোনা—সোনা! বোন্‌টী আমার! কোথা থেকে এলি? কেমন ক'রে এলি? ঈশা খাঁ বাধা দিলে না?

স্বর্ণময়ী। না দাদা, সসম্মানে ফিরিয়ে দিলে।

আলেয়া। [স্বগত] ভগবান্! তুমি আছ—তুমি আছ।

কাঞ্চন। ঈশা খাঁ! তোমার তিন তিনটে দুর্গ হস্তগত করেছি আমরা—তোমার অসংখ্য প্রজা, অগণিত অনুচর আমাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, এতখানি শত্রুতার চরম প্রতিশোধ নিয়েছ তুমি আজ সোনাকে ফিরিয়ে দিয়ে। আয় সোনা—আয়, এই প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা ভাই বোন্ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশা খাঁর মঙ্গল হোক্।

স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর মঙ্গল হোক্।

আলেয়া। এইবার তবে আমার পরিচয় গ্রহণ কর কুমার! যে ঈশা খাঁকে নিয়ে তোমাদের এত অশান্তি—এত হাহাকার, সে আমারই সহোদর।

কাঞ্চন ও স্বর্ণময়ী। সহোদর?

কাঞ্চন। তুমি ঈশা খাঁর ভাই? কেমন ক'রে তুমি আমার উপর এমন সদয় হ'লে বন্ধু? আমি যে তোমাদের অসংখ্য পরিজনকে নিশীথ রাত্রে পুড়িয়ে মেরেছি!

আলেয়া। আমি যদি কেদার রায়ের ছেলে হ'তুম, আমিও বোধ হয় এই করতুম; আর এতে যদি তোমার অপরাধ হ'য়ে থাকে, তার বিচার করবেন ঈশ্বর, আমি নই।

কাঞ্চন। ওরে মুসলমান! যদি সব মুসলমান এমনি হ'তো, তা হ'লে এ জাতির পায়ে বিশ্বজগৎ মাথা নত করতো।

আলেয়া। তুমি সোনা? আহা, বড় দুঃখ পেয়েছ বোন্! চল, আমি নিজে তোমায় সঙ্গে ক'রে শ্রীপুরে পৌছে দিয়ে আস্‌ছি। তোমার পিতা যদি আমার ভাইকে দণ্ড দিতে চান, সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো। এসো বোন্! তুমি মাঝখানে থাক, আগে পিছে আমরা দুই ভাই আছি; জগতের কোন শত্রু তোমার ছায়াও স্পর্শ করবে না।

গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ।

মাঝি।—

গীত।

ও মন-মাঝি রে, ভব্ দরিয়ায় নৌকা রাখা দায়।
(কেমনে) দিব পাড়ি, তুফান ভারি, ভাঙ্গা নৌকা ডুবে যায়।

মাঝি। হাঁদে করতা! লৌকা চাই?

কাঞ্চন। নৌকো আছে তোমার? বেশ—বেশ, তাই চল। কি গাইছিলে মাঝি, গাও তো!

মাঝি । [একটু হাসিয়া আবার গান ধরিল ।]

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

কলকলিয়ে উঠ্ছে পানি, কাঁপছে আমার পরাণখানি,
চাঁদ ডুবেছে, তারাগুলো মিটিব-মিটিব চায় ।
না-যাওয়া পথ অনেক বাকি, এসেছি যা কেবল ফাঁকি,
পাতাল থেকে ডাক্‌ছে রে যম আয় রে চ'লে আয় ।
রইলো কোথায় ছাওয়াল জরু, পাতার কুঁড়ে ছাগল গরু,
ডাক দিলে কেউ শোনে না রে, প্রাণ গেল এ দরিয়ায় ।

স্বর্ণময়ী । থামো মাঝি—থামো ; তোমার গান শুনে মনটা আমার বড় কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে ; মনে হ'চ্ছে, যা হারিয়েছি, বুঝি আর তা পাবো না । কোটীশ্বর ! তুমি আমার আছ তো ? এই যে আমাদের অন্তরের মাঝখানে বাঁশী বাজাচ্ছো ! বাজাও—বাঁশী বাজাও—

মাঝি । আহেন কর্‌তা, আহেন—

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবলের গৃহ।

কোটীশ্বরের দারুমূর্ত্তি বক্ষে লইয়া দেবলের প্রবেশ।

দেবল। [মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া] বোস্ এইখানে, তারপব দেখাচ্ছি মজা! ব্যাটাচ্ছেলে! সাত পুরুষ ধ'রে বাজভোগ খেয়ে আস্‌ছো, আর একটা উপকার কর্‌তে পার না? উল্টে সোনাব মাথাটা খেয়ে ব'সে আছ! ওরে হারামজাদা কাঠের কুঁদো, সে যে তোর পায়ে জল না দিয়ে জল খেতো না রে! তার এই ফল? ব'সো! গিন্নী—গিন্নী—

নেপথ্যে জগদম্বা। কেন গা?

দেবল। একটা কুড়ুল নিয়ে এসো তো, শীগ্‌গির—

কুঠারহস্তে জগদম্বার প্রবেশ।

জগদম্বা। এই নাও—[কুঠার প্রদান] হ্যাঁ গা, এত রাত্রে কুড়ুল কি হবে?

দেবল। এই কাঠের কুঁদোটা চ্যালা কর্‌বো—[কাপড় বাগাইতে লাগিল।]

জগদম্বা। [বিগ্রহ দেখিয়া] ও মা, এ কে গো? আহা-হা, কেমন হাস্‌ছে দেখ!

দেবল। স'রে যাও! এটাকে চ্যালা কর্‌বো, দিব্বি ভাত রাঁধা হবে।

জগদম্বা। মিন্‌সের মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

দেবল। বল্ হারামজাদা! সোনাকে ফিরিয়ে দিবি কি না? হাস্‌লে চল্‌বে না! আজ এস্‌পার কি ওস্‌পার, যা থাকে কপালে! বল্, সোনাকে ফিরিয়ে দিবি কি না? দিবি নে তো? তবে আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন—[কুঠার উত্তোলন।]

জগদম্বা। [বাধা দিয়া] মর্ হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! এমন সুন্দর পুতুলটী, তাকে চ্যালা ক'রে ভাত রাঁধ্‌বি?

দেবল। আলবৎ রাঁধ্‌বো, আমার খুসী। স'রে যা বল্‌ছি, নইলে তোকেই চ্যালা কর্‌বো।

জগদম্বা। কেন? ও কি করেছে?

দেবল। কি না করেছে? চাঁদ রায় এত ক'বে ব্যাটাকে পূজা দিচ্ছে, আর ও তারই মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

জগদম্বা। ও মা, এ কার মূর্ত্তি গো? এ কি রাজবাড়ীর কোটীশ্বর?

দেবল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওরই নাম কোটীশ্বর।

জগদম্বা। [বিগ্রহের সম্মুখে নতজানু হইয়া] ঠাকুর—ঠাকুর! কি এমন পুণ্যি করেছি যে তুমি আজ আমার ঘরে! আমার যে কিছু নেই; কি দিয়ে তোমার পূজো কর্‌বো? ওগো, দেখ তো—দেখ তো, বাগানে দু'টো ফুল পাও যদি—

দেবল। মর্ মাগী! একটা কাঠের কুঁদো, তাকে ফুল দিয়ে পূজো করবি? অনেক পূজো ক'রে দেখেছি; ওর চোখ নেই—কান নেই—ও কিছুই করতে পারে না।

জগদম্বা। ওগো, দেখ—দেখ, দেখ্‌তে—দেখ্‌তে কুঁড়ে ঘরটা কোঠা বাড়ী হ'য়ে গেল যে!

দেবল। এ্যাঁ—তাই তো! আমার কুঁড়ে ঘর? ও কি, শীতকালে শুক্‌নো গাছে পদ্ম ফুল! শালা ভেল্কীবাজ! আমায় কোঠা বাড়ী দেখিয়ে

তাক্ লাগিয়ে দেবে! চাই নে আমি কোঠা বাড়ী—চাই নে আমি পদ্ম ফুল, আমি সোনাকে চাই! বল্, সোনাকে ফিরিয়ে দিবি কি না?

জগদম্বা। মিন্‌সে কি ডাকাত গো! রাজবাড়ীর বিগ্রহ চুরি ক'রে আন্‌লে! এখন উপায়? ওরে মিন্‌সে, কাল সকালে যে গর্দ্দান যাবে—

দেবল। যায় যাক্, তবুও ওকে আমি একবার দেখ্‌বো।

জগদম্বা। আরে, রাতারাতি ফিরিয়ে দিয়ে আয় মিন্‌সে! এ কি সোজা দেবতা! দেখ্‌ছিস না, ঘরে পা দিয়েছে, আর কুঁড়ে ঘর কোঠা বাড়ী হ'য়ে গেছে! শীগ্‌গির যা—শীগ্‌গির যা মিন্‌সে!

দেবল। এই যে যাচ্ছি!

জগদম্বা। খবরদার মিন্‌সে! ওর গায়ে একটা কাঁটার আচড়ও যদি লাগে, তোর মাথাটা আমি চিবিয়ে খাবো।

দেবল। আরে, আমার মাথা তো গেছেই; ওর মাথাটাও আমি দু'ফাঁক ক'রে দেবো।

জগদম্বা। মার্ দেখি হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! এই আমি ওকে জড়িয়ে ধর্‌লুম; দেখি, কে ওর কি করতে পারে!

দেবল। তবে তুই শুদ্ধ মর্—[কুঠার উত্তোলন]

গীতকণ্ঠে জনৈক রাখালবালকের প্রবেশ।

রাখালবালক।—

গীত।

মারিস্ নে রে—মারিস্ নে রে, পাবি রে তোর রতন ফিরে।
ডুবাস্ নে তোর সোনার তরী অভিমানে দুঃখ-নীরে।

দেবল। বেরো ডিংরে!

রাখালবালক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঐ আঁখিতে নামে যদি একটু অশ্রুজল,
কেঁদে কেঁদে হবে সারা বিশ্ব ধরাতল,
ওরে পাগল, ও অভাগা, মুছবে বে তোর মনের দাগা,
তোর আকুল ডাকে অকূল ব'য়ে ভিড়লো তরী সিন্ধুনীরে।

রাখাল। ওগো—ওগো, তোমাদের রাজা আস্‌ছে যে! দেখ্‌বে এসো—দেখ্‌বে এসো!

[প্রস্থান।

দেবল। ছাড়ো—ছাড়ো। ওরে, রাজা আস্‌ছে যে! এসে দেখ্‌বে, সোনা নাই। রাজা মর্‌বে, রাণী মর্‌বে, সব কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে; তবুও ও সর্ব্বনেশেকে রাজভোগ খাওয়াতে হবে? না—না, ও যেখানে থাক্‌বে, সেখানকার মাটি শুদ্ধ জ্ব'লে যাবে। ফেলে দে—ফেলে দে বল্‌ছি! আমি ওকে চ্যালা কর্‌বো—

জগদম্বা। এই—এই মিন্‌সে! খবরদার—

[বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান, পশ্চাৎ উদ্যত কুঠারহস্তে দেবলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

ভবানী।

ভবানী। সোনা! সোনা! আয়—ফিরে আয়! মাগো, আর যে সইতে পারি নে মা! কোটীশ্বর! নিষ্ঠুর! শেষে এই কব্‌লে! আমার এতটুকু সুখ তোমার সইলো না? একটা বিধবা মেয়ে—বিয়ের পর ছ' মাস স্বামীর ঘর কর্‌লে না—পক্ষিশাবকের মত বুকে ক'রে রেখেছিলুম, তাকেও নিয়ে নিলে! সে যে তোমার পূজা না দিয়ে কোন দিন জলগ্রহণ করতো না। রাজা এলে কি বল্‌বো আমি? কেমন ক'রে তার চোখের জল নিবারণ কর্‌বো? ব'লে দাও—ব'লে দাও নিষ্ঠুর!

চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক। মা!—

ভবানী। চুপ্—চুপ্! কেউ তোরা 'মা' ব'লে ডাকিস্ নি আমায়। সব শত্রু—সব শত্রু! ওঃ, এত বড় বংশ—এমন জগৎজোড়া সুনাম, একটা মেয়ের জন্য সব গেল! ছেলেটা কোথায় গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিলে, কে জানে?

চম্পক। কোটীশ্বরকে কোথায় লুকিয়েছ মা?

ভবানী। কি?

চম্পক। শুন্‌তে পাচ্ছো না? কোটীশ্বর যে মন্দিরে নেই—

ভবানী। নেই? বলিস্ কি চম্পক?

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। হ্যাঁ গা বৌমা, কোটীশ্বর কই?

ভবানী। মা—

কেশার মা। মব্ আবাগের বেটী, হাঁ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালে কি হবে? বলি, ঠাকুর কই? মন্দির খালি প'ড়ে আছে যে! তুমি কি বাছা তাকে ফেলে দিয়েছ?

ভবানী। কোটীশ্বরকে ফেলে দেবো? সপ্ত পুরুষের বিগ্রহ—কত সুখের অংশভাগী, কত দুঃখের সাথী—কত সাগর মন্থন করা সে মাণিক! চ'লে গেছে—সুখের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে। মা! ভাঙ্গন যখন ধরে, চারিদিক দিয়েই তার আগমনীর সাড়া প'ড়ে যায়। কেউ থাক্‌বে না আর! আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি মা, এ বংশে বাতি দিতে একটা প্রাণীও থাক্‌বে না। বিশ্বাসঘাতক! শেষে পালিয়ে গেলে? কেন নিষ্ঠুর! সোনার হাতের ফুল জল না পেলে কি তোমার তৃপ্তি হয় না?

কেশার মা। হাত্তোর গোষ্ঠীর নিকুচি করেছে! বলি, খুঁজ্‌তে হবে, না এ সব ঢং কর্‌লেই চল্‌বে?

ভবানী। কাকে খুঁজ্‌বে মা? কোথায় খুঁজ্‌বে? সে জন্মের মত চ'লে গেছে। এস, তিনজনে মিলে আর্ত্তনাদ করি—কেঁদে প্রাসাদটা ভাসিয়ে দিই, নইলে বুকটা ফেটে যাবে—মাথাটা ধড় ছেড়ে ছুটে পালাবে। কাঁদ্ চম্পক—কাঁদ্, একটু শীতল হই—

চম্পক।— **গীত।**

আমি কাঁদিব জীবন ভোর।

আঁখিজলে মোর ধরণী ধোয়াবো, যদি নাহি মিলে চিতচোর।

আমার এ হৃদয়-মন্দিরে তার, পা দু'খানি যদি নাহি পশে আর,
আঘাতে আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিব অসার এ হৃদয় মোর।
কাননে কাননে মরুপ্রান্তরে, গৃহে গৃহে আর সাগরে অম্বরে,
খুঁজিব রে আমি যত দিনে চোখে নামিবে আঁধার ঘোর।

[প্রস্থান।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। রাণী—রাণী—

ভবানী। মহারাজ—[চাঁদ রায়ের পায়ে আছড়াইয়া পড়িলেন।] তোমার সোনাকে ডালি দিয়েছি!

চাঁদ। সোনা—সোনা, আমার সোনা? দুঃখের সান্ত্বনা—রোগের ঔষধ—নিরানন্দ পুরীর কলকণ্ঠ বিহঙ্গম, নেই—নেই? কোটীশ্বর! এতই কি পাপ করেছিলুম যে, আমার নিষ্কলঙ্ক বংশে এমনি ক'রে কলঙ্ক লেপন করলে?

কেশার মা। হ্যাঁ বাবা চাঁদ! একটা মেয়ের জন্য সগোষ্ঠি কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে? দুঃখ নেই কার? তা ব'লে এম্নি ক'রে হাত পা ভেঙ্গে ব'সে থাক্‌তে হবে? তার চেয়ে ছুটে যাও; যেমন ক'রে হোক্, তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো।

কেদার। হ্যাঁ—ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌বো দাদা! কেন তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ? আদেশ দাও—আদেশ দাও, আমি সোনার অন্বেষণে যাই—

চাঁদ। কোথায় পাবে তাকে কেদার? সোনারগাঁ তন্ন-তন্ন করলেও তাকে খুঁজে পাবে না।

কেদার। না পাই, গোটা সোনারগাঁ তুলে নিয়ে এসে কালী-গঙ্গার জলে ফেলে দেবো। দাদা! আদেশ দাও, আমি যাই—

[প্রস্থানোদ্যত]

চাঁদ। কেদার! ফিরে এসো, যেতে হবে না; দেখি, কোটীশ্বর কি করেন!

ভবানী। হায় মহারাজ, তোমার কোটীশ্বরও মন্দির ছেড়ে পালিয়ে গেছে!

কেদার। কি! কোটীশ্বর পালিয়ে গেছেন?

চাঁদ। যাবে—সব যাবে কেদার! আমি জানি, বর্ষার কূলে-কূলে ভাঙ্গন ধরেছে। বিনা দোষে গুরু ত্যাগ করেছি, কেদার! সে কি বৃথা যাবে ভেবেছ? ভাই—ভাই! সোনাকে হারিয়েও আমি খাড়া থাকতে পার্‌তুম, কিন্তু কোটীশ্বরকে হারিয়ে কি নিয়ে বাঁচ্‌বো? ফিরে এসো কোটীশ্বর! যাক্ সোনা, তুমি এসে আমার বুকটা জুড়ে ব'সে থাকো।

[প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী ও কাঞ্চনের প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। মা—মা—

কেদার, ভবানী ও কেশার মা। সোনা?

কেদার। [স্বর্ণময়ীর মাথাটী বুকে চাপিয়া ধরিয়া] কেমন আছিস্ মা? কেমন আছিস্ মা আমার? [মস্তক চুম্বন]

কেশার মা। চাঁদ! ও চাঁদ! ওরে, আমি কাকে ডাকি? কেউ একবার শঙ্খ ঘণ্টা বাজায় না? সত্যি ফিরে এলি দিদি? আমার যে পেত্যয় হ'চ্ছে না রে! ওরে, আমার বরাতে এত সুখ ছিল?

কাঞ্চন। থাম্ বুড়ী!

ভবানী। এ কি স্বপ্ন, না সত্য? সোনা! এ দিকে আয় তো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

কেদার। না—না, কোন কথা নয়; স'রে যাও সব! কেন মা, মুখখানা এমন মলিন? চক্ষু কোটরে ঢুকেছে, কেশপাশ ধূলি-ধূসরিত? দু'দিনে এমন বিষাদের ছবি নিয়ে কোথা থেকে এলি মা? কেউ কোন কটু কথা বলেছে?

স্বর্ণময়ী। না কাকা, আমি সসম্মানে ফিরে এসেছি।

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কে ফিরে এসেছে?

কেশার মা। সোনা—সোনা; ঐ দেখ, মুখখানা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। ও বৌমা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা? মেয়েটাকে কিছু খেতে দাও না! আচ্ছা, আয় দিদি! আমার সঙ্গে আয় তো! আয়—আয়, শীগ্‌গির আয়—

[সোনাকে লইয়া প্রস্থান।

চাঁদ। কোথা থেকে আস্‌ছে সোনা?

কাঞ্চন। আমি বল্‌ছি মহারাজ! শ্রীমন্ত সোনাকে ঈশা খাঁর রাজ-প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিল; মহানুভব ঈশা খাঁ ওকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে, একটা কটু কথা ব'লে নি—ভুলেও একবার স্পর্শ করে নি।

কেদার। তা হ'লেও সে অপরাধী।

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। সে অপরাধের জন্য তার হ'য়ে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি মহারাজ! ক্ষমা করুন! ঈশা খাঁ আমার ভাই, যদি মহানুভব চাঁদ রায়ের হাতে দণ্ডই তার প্রাপ্য হয়, সে দণ্ড আমাকে দিন—[নতজানু]

কেদার। ঈশা খাঁর ভাই তুমি?

কেশার মা। বুকের পাটা তো খুব!

ভবানী। ওঠো বাবা, ওঠো!

চাঁদ। দণ্ড দেবো বালক? বটে—বটে! এমন কি দণ্ড আছে, যা ঈশা খাঁর পক্ষে যথেষ্ট? বালক! তুমি মুসলমান; হিন্দুর বুকের ব্যথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। জান, তোমরা কি করেছো? আমার বংশে যে কলঙ্কের বোঝা তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ, অমন সহস্র সোনাকে ফিরিয়ে দিলেও তার লাঘব হবে না। যে মুহূর্ত্তে আমার কন্যা ঈশা খাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করেছে—তার দেওয়া খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই সে আমার পর হ'য়ে গেছে।

কাঞ্চন, কেদার ও ভবানী। মহারাজ—

চাঁদ। নিয়ে যা কাঞ্চন, নিয়ে যা অপহৃতা কন্যাকে চাঁদ রায় গ্রহণ করে না।

কেদার। দাদা—দাদা! দোহাই তোমার, একবার সোনার মুখের দিকে চাও! নিজের অন্তরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে দেখ, তারপর দিও এ কঠিন আদেশ

চাঁদ। কেদার! আমার কন্যাকে আমি চিনি না? চাঁদ রায়ের কন্যা মরবে, তবুও কলঙ্কিনী হবে না।

ভবানী। তবু তাকে গ্রহণ করা চলবে না?

চাঁদ। না।

ভবানী। তবে আমাকে আগে হত্যা কর, তারপর সোনাকে বিদায় দিও।

চাঁদ। আমি সবাইকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অমর্য্যাদা করতে পারি না।

আলেয়া। বুঝলুম না হিন্দু, তোমার ধর্ম্মের মর্য্যাদা! যে ধর্ম্মের

জন্য একটা অবলা নারীকে অকারণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, সে ধর্ম্ম কখনই ভগবানের সৃষ্ট নয়—সে ধর্ম্ম মানুষের হাতে গড়া। তোমার অবস্থা যদি আমার হ'তো রাজা, আমি বরং ঈশা খাঁর উপর প্রতিশোধ নিতুম, তবু কন্যার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও দিতুম না।

কাঞ্চন। মহারাজ—

চাঁদ। আমি কোন কথা শুন্‌বো না কাঞ্চন! আমার এই শেষ কথা, অপহৃতা কন্যাকে আমি গ্রহণ কর্‌বো না।

কেদার। দাদা! নিজের জন্য আমি তোমার কাছে অনুরোধ করি নি; তোমার কন্যার জন্য তোমার পায়ে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, মহারাজ! দয়া কর—

ভবানী। রাজা! রাজা! এত অনুনয়ে ভগবানের আসন ট'লে যায়, তোমার প্রাণ কি একটুও টল্‌বে না?

চাঁদ। ধর্ম্মের সঙ্গে ছলনা! দোহাই তোমাদের, আমায় অনুরোধ ক'রো না, রাখ্‌তে পার্‌বো না। আমার একই কথা—সোনা আমার কেউ নয়।

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ, পশ্চাতে চম্পক।

স্বর্ণময়ী। সোনা তোমার কেউ নয়? বাবা—

ভবানী। এ দিকে আয়—এই বুকে; ও দিকে নয়—ও মরুভূমি, জ্ব'লে যাবি! আয় তো—আয় তো মা, আমরা মা আর মেয়ে দু'জনে মিলে আকাশটা ফাটিয়ে একবার আর্ত্তনাদ করি, দেখি ভগবান কতক্ষণ তার সিংহাসনে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকেন!

কেদার। ওঃ, সোনা!—অভাগী! কেন তুই ফিরে এলি? কেন কালীগঙ্গায় ঝাঁপ দিলি নি? তোকে যে আর আমরা বেঁধে রাখ্‌তে

পার্‌বো না মা! বুঝ্‌তে পার্‌ছি তুই নিষ্পাপ, তবু এ প্রাসাদে তোর আর স্থান হবে না। উঃ—মহারাজ! আমাকেও ত্যাগ কর, এ যে আমি সইতে পার্‌ছি নে!

স্বর্ণময়ী। বাবা!—

কেশার মা। এও তুমি সইতে পার্‌ছো চাঁদ? এমন পাষাণ তুমি? ওঃ—কেন তোমায় ছোটবেলায় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলুম? কেন গলা টিপে মারি নি?

কাঞ্চন। আয় তবে বোন্‌! দুঃখ করিস্‌ নে। কার জন্য কাঁদিস্‌ অভাগী? এ সব শত্রু। আয় দিদি, আয়! জগৎ-সংসার তোকে পায়ে ঠেলে দিলেও আমি তোকে ত্যাগ কর্‌বো না। এস বোন্‌, শৈশবে দু'জনে মিলে যেমন ক'রে খেলাঘর সাজিয়ে সংসার পেতেছিলুম, আজ আবার তেমনি ক'রে আমরা নূতন সংসার রচনা কর্‌বো।

স্বর্ণময়ী। বাবা! আমি মেয়ে ব'লেই আমার উপর এ অবিচার কর্‌লে; যদি আমি ছেলে হ'তুম, তা হ'লে আজ আমায় আদরে বুকে তুলে নিতে। বাবা! আমি স্বামী চিন্‌লুম না—সংসার চিন্‌লুম না, আজীবন তোমাদের আশ্রয় ক'রেই বেড়ে উঠেছি; আজ বিনা-দোষে আমার সে আশ্রয় চূর্ণ কর্‌লে? যাক্‌, কোন অভিযোগ নেই আমার! তোমার চরণ স্পর্শ কর্‌বো না, দূর থেকেই তোমাদের প্রণাম ক'রে যাচ্ছি। কাকা! বাবাকে দেখো। মা—মা—মা গো! যাই মা, বিদায়—

চম্পক। দিদি—দিদি—

কাঞ্চন। খবরদার! স'রে যা বল্‌ছি; আমাদের জাত গেছে, স্পর্শ করিস্‌ নে।

চম্পক। দিদি—

কাঞ্চন। দূর হ’—[গলাধাক্কা দিয়া চম্পককে চাঁদ রায়ের কোলে ফেলিয়া দিল।] আয় সোনা—

[উভয়ের প্রস্থান।

কেশার মা। সোনা—সোনা—

[প্রস্থান।

ভবানী। কোটীশ্বর! কোটীশ্বর! শেষে এই কর্‌লে? মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও নিষ্ঠুর! [প্রস্থান।

কেদার। দাদা! কি আর বল্‌বো তোমায়? আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, একদিন তোমাব এই নিষ্ঠুবতাব জন্য যেন তোমায় হাহাকার ক’রে কাঁদ্‌তে হয়; এই সোনাকে ফিবে পাবার জন্য তোমার অন্তরাত্মা যেন আর্ত্তনাদ ক’রে ওঠে।

চাঁদ। অভিশাপ দে—জগৎশুদ্ধ সবাই আমায় অভিশাপ দে, তবু আমি টল্‌বো না। চম্পক! বাবা! সবাই যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তুই আমায় ত্যাগ করিস্‌ নে।

আলেয়া। মহারাজ চাঁদ রায়! আমি এসেছিলুম ক্ষমা চাইতে; কিন্তু যা দেখ্‌লুম, আর আমি ক্ষমা চাই না রাজা! ঈশা খাঁর প্রাপ্য দণ্ড আমায় দাও, মৃত্যুদণ্ড হ’লেও আমি তা হাস্‌তে হাস্‌তে বরণ কর্‌বো।

কেদার। দণ্ড দেবো বালক! ঈশা খাঁর জন্য আমাদের সোনার সংসার শ্মশান হয়েছে; এর চরম প্রতিশোধ নেবো। এসো—আপাততঃ তুমি এই রাজপ্রাসাদে বন্দী। আসুক্‌ ঈশা খাঁ তোমার অন্বেষণে, তারপর—তারপর—

চাঁদ। কেদার! এ ভাই—

কেদার। ভায়ের অপরাধে ভায়ের দণ্ড হবে না? তবে তোমার এ অপরাধে আমার এ বুকটা কেন ভেঙ্গে গেল দাদা?

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন।]

সকলে। ও কি ?

[পুনঃ কামান গর্জ্জন।]

চাঁদ। এত কাছে শত্রু-সৈন্য ? ঈশা খাঁ ! এইবার—এইবার—

[প্রস্থান।

কেদার। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ !

[প্রস্থান।

আলেয়া। ভাই ! ভাই ! এ আবার কি লীলা তোমার ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোনারগাঁ প্রাসাদ।

শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। হ'লো না—হ'লো না, প্রতিশোধ নেওয়া হ'লো না। খোকা! তোর তৃষিত আত্মার তৃপ্তিসাধন করতে পার্‌লুম না। অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! একদিন এই ব্রাহ্মণ চাঁদ রায় কেদার রায়ের মাথার মণি ছিল; তাদের সহস্র শ্রদ্ধার দান এই দীন ব্রাহ্মণ পায়ে ঠেলে চ'লে গেছে। আজ সে বিধর্ম্মীর প্রাসাদে বন্দী; তার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রাচীরে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে, তার অগ্নিদৃষ্টিতে একটা শুষ্ক পত্রও দগ্ধ হয় না।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত।

দিন গেছে তোর পাগলা হাতী,
আপন ফাঁদে পড়্‌লি বাঁধা, (এবার) চামচিকেও মারবে লাথি।
পরকে বিষ দিয়ে তুই তুলে নিলি দুধের বাটি,
সহসা কম্পজ্বরে লেগেছে দাঁতকপাটি;
ছাই দিতে পরের মুখে, বাজ পড়েছে নিজের বুকে,
চোখে তোর ঘনিয়ে এলো, চেয়ে দেখ্, আঁধার রাত্তি।

১ম বাঈজী। এস বঁধু, একটু মদ খাবে?

শ্রীমন্ত। দূর হও—দূর হও নরকের কৃমিকীট!

১মা বাঈজী। ওঃ—চোরের বড় গলা যে! ঘরের মেয়ে পরকে দিতে দোষ নেই, যত দোষ মদ খেলে, না? আমরা নরকের কৃমিকীট, আর তুমি বড় সাধু! ফুঃ—　　　　　　[বাঈজীগণের প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। [বুক চাপড়াইয়া] তুমি আছ? আছ তুমি ব্রহ্মণ্যদেব? একবার জ্ব'লে ওঠ দেখি, আগ্নেয়গিরির মত তরল অগ্নিনিঃস্রাবে এই প্রাসাদটাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত ক'রে দাও

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। কি ঠাকুর, আবার কার সর্ব্বনাশের মৎবল আঁট্‌ছো?

শ্রীমন্ত। স'রে যাও; নইলে—

বান্দা। নইলে কি? ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে? সে ক্ষমতা কি আর তোমার আছে ঠাকুর? ছিল একদিন, যখন তোমার মহত্ত্বের পায়ে চাঁদ রায়ের মাথা লুণ্ঠিত হ'তো—যখন সহস্র প্রলোভন চারিদিক দিয়ে তোমায় আকর্ষণ করলেও তুমি পাহাড়ের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌তে। করলে কি ঠাকুর? এ দেশের হিন্দু মুসলমান তোমাকে যে দেবতার মত ভক্তি করতো; ক্ষণিকের উত্তেজনায় এমন উচ্চাসন তোমার নিজের হাতে চূর্ণ করলে!

শ্রীমন্ত। ক্ষণিকের উত্তেজনা? জান, চাঁদ রায় আমার কি করেছে? বিনা দোষে আমায় গুরুর আসন থেকে ভিক্ষুকের ধূলিশয্যায় নামিয়ে দিয়েছে; তার রাজ্যে আমার রোগা ছেলের জন্য এক মুষ্টি অন্ন জোটে নি—এক কৌটা ওষুধ মেলে নি। তারই প্ররোচনায় আমার ছেলেটা তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে—

বান্দা। তুমি তার ছেলের গলা টিপে মারলে না কেন? তার মেয়েটাকে বিষ খাওয়ালে না কেন? এর জন্য অসহায় নারীর উপর অত্যাচার?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—নারীর উপর অত্যাচার! চাঁদ রায়কে তুমি চেনো না মুসলমান! তার যদি একশোটা ছেলে থাকতো, আর সবাই যদি আমার হাতে প্রাণ দিত, সে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে আবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতো। এ জগতে তার সবার চেয়ে প্রিয় সমাজ, তার প্রাণপাখী এই সমাজের পিঞ্জরে আবদ্ধ; তাই তার মেয়েকে এনে তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছি।

বান্দা। চাঁদ রায়ের মেয়ে তোমার মেয়ে নয়? এত ভেদজ্ঞান যদি তোমার, কোন্ স্পর্দ্ধায় গুরু হয়েছিলে?

শ্রীমন্ত। বান্দা—

বান্দা। কথা ক'য়ো না ঠাকুর! তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার ভুলে তুমি বামুন হ'য়ে জন্মেছ, আমরা সেই ভুল সংশোধন করবো।

শ্রীমন্ত। কি করবে?

বান্দা। তোমায় মুসলমান করবো।

শ্রীমন্ত। কি? কি বললে?

বান্দা। ঠিকই বলছি; জাত তোমার গেছেই। তুমি যখন ঘরের মেয়েকে মুসলমানের হাতে তুলে দিতে চাও, তখন হিন্দুত্ব আর তোমার মধ্যে নেই। পৈতেটা তো নিজেই ফেলে দিয়েছ, বাকীটুকু আমরাই ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও!

শ্রীমন্ত। একটা তুচ্ছ বান্দার এখনও এত স্পর্দ্ধা হয় নি যে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করে!

বান্দা। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাকে শুধু হিন্দুরাই শ্রদ্ধা করে

না, মুসলমানও তার কাছে মাথা নত করে। কিন্তু তুমি তো ব্রাহ্মণ নও, তুমি চণ্ডাল!

শ্রীমন্ত। সাবধান কুক্কুর!

বান্দা। সাবধান ভণ্ড!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। সোনা কই—সোনা?

বান্দা। কে তুমি?

শ্রীমন্ত। কেশা?

কেশরী। আজ আর কেশা নই, কেশরী—সিংহ। বল ঠাকুর, সোনা কোথায়?

শ্রীমন্ত। এখানে নেই।

কেশরী। মিথ্যা কথা! দেখ ঠাকুর, আমার সঙ্গে চালাকি ক'রো না বল্‌ছি। আমি বন-জঙ্গল মাড়িয়ে, নদী-নালা সাঁতার কেটে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছি। কোন বাধা আমি মান্‌বো না, সোনাকে আমি নিয়ে যাবোই; তাতে যদি তোমার মত দু' দশটা মানুষের মাথা ছিঁড়ে ফেল্‌তে হয়, তাতেও আমি কসুর কর্‌বো না।

শ্রীমন্ত। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না; আমি এখন অন্য কথা ভাব্‌ছি।

কেশরী। ভাব্‌ছো তো, কেমন ক'রে সোনার ধর্ম্মটা ঈশা খাঁর পায়ে ডালি দিয়ে নিজের জন্য ইমারৎ গড়্‌বে? ভাব্‌ছো তো, এই খবরটা যখন চাঁদ রায়ের কাছে পৌঁছুবে, কেমন ক'রে তার পাঁজরভাঙ্গা কান্নায় বনের পাখী কেঁদে উঠ্‌বে? ওরে বামুন! এতদিন যার নুন খেয়েছ, তার এই সর্ব্বনাশ করতে হাত উঠ্‌লো তোমার? না—তুমি

বামুন নও, বামুনের ঘরে তোমার জন্ম হয় নি; তোমার মা বোধ হয় তোমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেছিল!

শ্রীমন্ত। স্তব্ধ হও শূদ্র!

কেশরী। শূদ্র আমি না তুমি? যার নুন খেয়েছি, তার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিতেও আমার হাত ওঠে না ঠাকুর! আর তুমি—বোধ হয় তোমার মেয়ে থাকলে তাকেও ঈশা খাঁর পায়ে ডালি দিতে! যাক্, তোমার ব্যবস্থা পরে হবে, এখন সোনাকে পাবো কি না বল?

শ্রীমন্ত। না, পাবে না।

কেশরী। পাবো না? তবে আগে তোমার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিই, তারপর—[যষ্ঠি উত্তোলন]

বান্দা। থামো; সত্যই চাঁদ রায়ের কন্যা এখানে নেই; জাঁহাপনা তাকে সসম্মানে শ্রীপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কেশরী। তুমি কে?

বান্দা। আমি জাঁহাপনার গোলামের গোলাম।

কেশরী। তোমার জাঁহাপনা কোথায়?

বান্দা। তিনি শ্রীপুর যাত্রা করেছেন।

কেশরী। কারণ?

বান্দা। যুদ্ধ।

কেশরী। সোনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ?

বান্দা। কেন নয়? সোনার সঙ্গে তার শত্রুতা নেই সত্য, কিন্তু চাঁদ রায়ের সঙ্গে শত্রুতা তো মেটে নি হিন্দু!

কেশরী। শুনছো—শুনছো বামুন? শত্রুতা করতে হয় তো এমনি মুখোমুখী—পুরুষে পুরুষে। পুরুষের সঙ্গে না পেরে যারা তোমাদের

মত মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করে, তারা বামুন হ'লেও শূদ্রের অধম। মুসলমান! সহস্র ধন্যবাদ তোমার প্রভুকে, লক্ষ নমস্কার তোমার ধর্ম্মকে। কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়্‌বো না বামুন! তোমার আমি চুলের মুঠি ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে যাবো।

শ্রীমন্ত। শূদ্রের এখনও এত ক্ষমতা হয় নি যে, ব্রাহ্মণের গায়ে হস্তক্ষেপ করে!

বান্দা। শূদ্রের ক্ষমতা না থাকে, মুসলমানের আছে। শোন ঠাকুর! তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে। আমি ইচ্ছা কর্‌লে আজীবন তোমায় কারারুদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারি; ইচ্ছা করলে তোমায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে পারি, কিন্তু তা কর্‌বো না। তুমি এমন ভীষণ যে, তুমি মুসলমান হ'লে মুসলমান ধর্ম্মটাই বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে, আর তোমার উপযুক্ত কারাগারও এ রাজ্যে নেই। আমি তোমায় মুক্তি দেবো; কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার ঐ ভয়ঙ্কর চোখ দু'টো আমি উপ্‌ড়ে নেবো, যাতে কোন দিন আর কারও সর্ব্বনাশ কর্‌তে না পার।

শ্রীমন্ত। কি বল্‌লে? আমার চোখ উপ্‌ড়ে নেবে? এসো—এগিয়ে এসো, দেখি আমার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত দু'টো দগ্ধ হ'য়ে যায় কি না!

বান্দা। ভাল, পরীক্ষাই হোক্ তবে—[শ্রীমন্তকে ধরিতে অগ্রসর হইল।]

কেশরী। [মধ্যে দাঁড়াইয়া] খবরদার! শত্রু আমাদের, শাস্তি দিতে হয় আমরা দেবো, তুমি চোখ রাঙাবার কে?

বান্দা। বন্দী আমাদের; মুক্তি দিতে হয় আমরা দেবো, তুমি কথা বল্‌বার কে?

কেশরী। আমি পাগলা হাতী।

বান্দা। আমি বুনো বাঘ।

কেশরী। নিজের মাংস ছিঁড়ে খাও। মনে করেছো, আমার সাম্‌নে তুমি এই বামুনের উপর অত্যাচার কর্‌বে? তা হয় না মুসলমান! সত্য এ আমাদের পরম শত্রু, তা হ'লেও একদিন এ আমাদের গুরু ছিল, এর পায়ে গোটা রাজ্যটা মাথা নোয়াতো। তোমার হাতে এর অপমান আমি সইবো না। চোখ উপ্‌ড়ে নিতে হয়, আমরা নেবো; গলা টিপে মার্‌তে হয়, আমরা মার্‌বো। তুমি পর—তুমি শত্রু, তোমার সাহায্য নিয়ে ঘরের শত্রুকে দমন কর্‌বো না। চাঁদ রায় সহস্র দুঃখে জর্জ্জরিত হ'লেও চাঁদ রায়।

শ্রীমন্ত। আর এই ব্রাহ্মণ এই দুর্দ্দিনেও ব্রাহ্মণ। [প্রস্থান।

বান্দা। এই দর্পেই হিন্দু রসাতলে গেল। অসহায় আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ কর্‌বে তোমরা, তবু পরের সাহায্য নেবে না। গৃহ-শত্রুর হাতে ঘরের মেয়ের লাঞ্ছনা তোমরা সইতে পার, তবু পরে তাকে স্পর্শ কর্‌লে তোমাদের জাত যায়। মনে কবেছ কি হিন্দু, এই ব্রাহ্মণ এইখানেই নিরস্ত হবে? না—সে সোনাকে হয় তো আবার নির্য্যাতন কর্‌বে!

কেশরী। চাঁদ রায়ের কবল থেকে টেনে এনে?

বান্দা। চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে সে আর নেই হিন্দু! চাঁদ রায় অপহৃতা কন্যাকে গ্রহণ করেন নি।

কেশরী। সে কি? সোনা তা হ'লে এখন—

বান্দা। পথে পথে বিচরণ কর্‌ছে, অরক্ষিত—অসহায়—[প্রস্থান।

কেশরী। মহারাজ চাঁদ রায়! তুমি এমন নিষ্ঠুর? অসার সমা-জের জন্য অভাগা মেয়েটাকে ডালি দিলে? [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ—মন্দিরসম্মুখ।

চাঁদ রায় একাকী।

[চাঁদ রায়ের সে সুগঠিত দেহ আর নেই, জরা আসিয়া সে দেহের সবটুকু লাবণ্য হরণ করিয়া লইয়াছে; চক্ষু কোটরগত, মুখে কালিমা, ললাটে চিন্তার রেখা।]

চাঁদ। আস্‌ছে—আস্‌ছে, ধীর পাদক্ষেপে মৃত্যু এগিয়ে আস্‌ছে। এসো বন্ধু! এসো দয়াল! এসো সর্ব্বসন্তাপহারী যম! আমি বাহু বাড়িয়েছি, আমায় আলিঙ্গন কর। আস্তে—আস্তে! এত জোরে পা ফেলো না বন্ধু! আমার সোনা অনেক কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে, ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে। ওহো-হো, আমার সোনা—আমার কোটীশ্বর—

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। রাজা! রাজা! এ কি, আবার তুমি বেরিয়ে এসেছ? নাঃ—আর তোমায় বাঁচাতে পার্‌লুম না!

চাঁদ। চুপ্—চুপ্! সোনা ঘুমুচ্ছে, জেগে উঠ্‌বে।

ভবানী। আবার সোনা, আবার কোটীশ্বর? এসো—এসো—

চাঁদ। আরে দূর, টানে দেখ না! র'সো, আমি একটা মৎলব ঠাউরেছি। সোনার সঙ্গে কোটীশ্বরের বিয়ে দেবো, তা হ'লে আর সোনা বিধবা হবে না, আর কেউ তাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাতে পার্‌বে না।

ভবানী। ওঃ—কোটীশ্বর! এতখানি ভালবাসার কোন প্রতিদান দিলে না ঠাকুর? অভিমানে পালিয়ে গেলে? [চাঁদ রায়ের প্রতি] কোটীশ্বরকে দেখ্‌বে?

চাঁদ। এঁ্যা! কই—কই, কই আমার কোটীশ্বর?

ভবানী। যদি দেখ্‌তে পাও, আর পাগল হবে না? বল; তা হ'লে যেখান থেকে পারি, কোটীশ্বরকে এনে দেবো।

চাঁদ। দাও—এনে দাও। না, আমি পাগল হবো না। কোটী-শ্বর! আমায় পাগল ক'রো না। কই—কই কোটীশ্বর?

গীতকণ্ঠে চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক।—

গীত।

পালিয়ে গেছে নিঠুর কালা আঁধার ক'রে বৃন্দাবনে,
মিছে তারে খুঁজে ফেরে খেলার সাথী বনে বনে।
বাজে না আর মোহন বেণু, চরে না আর গোঠে ধেনু,
যমুনা আর বয় না উজান পাগল করা বাঁশীর স্বরে।
আয় রে ফিরে আয় রে কালা, শুকিয়ে গেল ফুলের মালা,
কেঁদে কেঁদে অমানিশা নাম্‌লো যে হায় দু'নয়নে।

চাঁদ। কে গো? তুমি কে? তুমি কি আমার কোটীশ্বর?

চম্পক। জ্যাঠামশায়—[কাঁদিয়া ফেলিল।]

ভবানী। কাঁদিস্ নে বাবা, কাঁদিস্ নে। এখনও যে অনেক দেখ্‌তে হবে—অনেক সইতে হবে; এই তো সবে আরম্ভ! এত বড় বংশ দশের চক্ষে আজ কলঙ্কিত, এমন সপ্তপুরুষের বিগ্রহ অকারণে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে, বাঙ্গলার গৌরব-মুকুট—যার নামে গোটা দেশটা

সসম্ভ্রমে শির নত করে, তার আজ এই অবস্থা! বাইরে শত্রু মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার দিচ্ছে, তবু নির্ব্বিকার! সৈন্য নেই—রসদ নেই—নগর জুড়ে অভাবের আর্ত্তনাদ! কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস্, জানিস্ না বালক? সব যাবে—কেউ থাক্‌বে না। কাঁদ্‌বার সময় অনেক পাবি চম্পক! যদি পারিস্, কোটীশ্বরকে সন্ধান ক'রে নিয়ে আয়, এই মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তর্বেদনা একটু শীতল হোক্।

চম্পক। কোথা থেকে আন্‌বো মা?

ভবানী। জানি না; তুই পুরুষ, এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্? সন্ধান কর্—আকুলস্বরে ডাক্; যেখান থেকে হোক্—যেমন ক'রে হোক্, আন্‌তে পার্‌বি নে বাবা?

চম্পক। পার্‌বো। হ্যাঁ মা, তা হ'লে জ্যাঠামশায় ভাল হবে? আচ্ছা, আমি তবে যাই মা! কোটীশ্বরকে না নিয়ে আমি ফির্‌বো না।

ভবানী। চম্পক! না, থাক্; সোনা গেছে, কাঞ্চন গেছে, তুই আমার কাছে থাক্, নইলে বুকটা ফেটে যাবে। আয়—কাছে আয়—

চম্পক। না মা, আমি কোটীশ্বরকে না এনে আর তোমার কোলে উঠ্‌বো না। [প্রস্থান।

ভবানী। চম্পক—চম্পক,—

চাঁদ। চুপ্—চুপ্, সোনা ঘুমুচ্ছে—

ভবানী। ওমা, আমার কি হ'লো? আমার বুকটা এমন ক'রে উঠ্‌লো কেন? ভগবান! সব ছিনিয়ে নিলে—সব ছিনিয়ে নিলে?

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। মহারাজ—

চাঁদ। কে, কেদার? সমাজটা এমন মানুষের বুকের উপর পাহাড়ের

মত চেপে ব'সে থাকে কেন কেদার? টেনে সরিয়ে দিতে পারিস্? নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারি নি যে! উঃ—উঃ, আমার সোনা—আমার কোটীশ্বর—

কেদার। দাদা! যদি অনুমতি কর, সোনাকে ফিরিয়ে আনি—

চাঁদ। না-না-না; ওই দেখ্, সমাজটা কট্‌মট্ ক'রে তাকাচ্ছে; কি ভীষণ ওর চোখ দুটো! পালিয়ে আয় কেদার—পালিয়ে আয়—

[প্রস্থান।

কেদার। মহারাণী! অনুমতি দাও, সোনাকে ফিরিয়ে আনি—

ভবানী। না।

কেদার। না? এখনও তুমি আমায় অনুমতি দেবে না? দেখ্‌ছো রাজার অবস্থা? সোনা যদি না আসে, রাজাকে কেউ বাঁচাতে পার্‌বে না।

ভবানী। জানি; তবু তার ফেরা হবে না।

কেদার। স্বামীর মরামুখ দেখ্‌বে, তবু সমাজের মোহ ঘুচ্‌বে না? কেন তুমি এমন পাষাণ হ'লে মহারাণী?

ভবানী। আমি যে সহধর্ম্মিণী; পাপ পুণ্য জানি না, স্বামীর বিধানই আমার ধর্ম্ম।

কেদার। থাকো তুমি তোমার ধর্ম্ম নিয়ে; আমি যেমন ক'রে হোক্, সোনাকে ফিরিয়ে আন্‌বো। অমন সহস্র সমাজের চেয়ে আমার ভাই অনেক বড়। আমি চল্‌লুম মহারাণী—

ভবানী। তার পূর্ব্বে আমাদের বিদায় দিয়ে যাও; স্বামীর বিধান যেখানে পদদলিত, সে গৃহ আমার জন্য নয়।

কেদার। ওঃ—এই নারীই সংসারে যত অনর্থের মূল। তবে আর কি? বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকো। সাবধান! তখন যদি এক

ফোঁটা চোখের জল পড়ে, আমি অভিশাপ দেবো; রসনা যদি আর্ত্তনাদ করে, কণ্ঠে বিষ ঢেলে দেবো। রাজা! তোমায় বাঁচ্‌তে দিলে না তোমারই সহধর্ম্মিণী।

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। ও কেদার! শীগ্‌গির আয়, মুখপোড়ারা রাজবাড়ী ঘিরেছে যে!

কেদার। কি? কি? কারা?

কেশার মা। ঐ ঈশা খাঁর সৈন্য।

কেদার। রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করেছে? বল কি মা? আমাদের সৈন্যগুলো কি সব মরেছে?

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। মরে নি, তবে তাদের মরাই ভাল ছিল। সবাই মিলে তারা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে।

কেদার। ওঃ, রাজা—রাজা! তোমার চোখে আজ আর অগ্নি-বৃষ্টি হয় না—তোমার কণ্ঠ আর সিংহের মত হুঙ্কার দেয় না, তাই আজ সব শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভালই হয়েছে—তুমি উন্মাদ হয়েছ, নইলে এই বিশ্বাসঘাতকতা তুমি সহ্য কর্‌তে পার্‌তে না। মা! আমায় দেখিয়ে দিতে পার, কোন্ দিকে আছে তারা? আমি তাদের অস্ত্র ধর্‌তে শিখিয়েছি, একবার তাদের সাম্‌নে গিয়ে আমি দাঁড়াবো, দেখি কেমন ক'রে তারা আমার কাঁধের উপর তরবারি তোলে!

কেশার মা। না—না কেদার! ওদের সাম্‌নে গিয়ে তোমায় আমি দাঁড়াতে দেবো না। কাঞ্চন গেছে, সোনা গেছে, চাঁদও যাবার পথে;

তার উপর তোমাকে আর আমি যমের মুখে এগিয়ে দিতে পার্‌বো না। তার চেয়ে আমায় একটা লাঠি দে, ফটক খুলে বাইরে গিয়ে দেখি, কে কত বড় বীর!

আলেয়া। তুমি যাবে?

কেশার মা। যাবো না? আমার চোখের উপর হু' হু'টো ছেলে শত্রুর হাতে প্রাণ দেবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? ভাবিস্ নে কেদার! আমার এই বুড়ো হাড়ে এখনও এমন শক্তি আছে যে, ঈশা খাঁর মত চার্‌টে মরদকে আমি এক লাঠিতেই শুইয়ে দেবো। আর যদি মরি, বুড়ো মানুষ, দুঃখ করিস্ নে, হাড় ক'খানা টেনে কালীগঙ্গার জলে ফেলে দিস্।

কেদার। মা! যাদের হাতে ধ'রে শিখিয়েছি, তারা আজ আমার পর; আর তুমি এই জীর্ণ দেহটা দিয়ে আমায় ঘিরে রাখ্‌তে চাও?

কেশার মা। আমি যে মা!

ভবানী। সত্যই তুমি মা; এতখানি স্নেহ গর্ভধারিণী মায়েরও বুঝি থাকে না!

কেদার। কিন্তু তোমাকে তো যেতে দেবো না মা! তুমি চাঁদ রায় কেদার রায়ের ধাত্রী—তাদের মা। তারা বেঁচে থাকৃতে তুমি কেন শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াবে? না—তা হয় না। জানি, সবাই মর্‌বে, তবু আমি যতক্ষণ আছি, একটু নিঃশ্বাস ফেলে নাও; তারপর কে কোথায় থাকৃবে, বল্‌তে পারি না। জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়—জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়! [প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়া। একটা কথা; আমি কি এমনি ক'রেই প্রাসাদে রুদ্ধ হ'য়ে থাকৃবো? আমার উপর কি কারও কোন আদেশ নেই? হয় মুক্তি, না হয় দণ্ড?

কেদার। ঠিক বলেছ, তোমার একটা কিছু ক'রে যেতে হবে। মা! কি কর্‌বো বল তো?

কেশার মা। কি কর্‌বি, তা আবার ব'লে দিতে হবে? এ ঈশা খাঁর ভাই নয়? সেই ঈশা খাঁ, যে তোদের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গলা টিপে মার্, না হয় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্!

কেদার। না, অতটা নৃশংস মৃত্যু তোমায় দেবো না। তবে মুক্তি তোমায় দেবো বালক। এমন মুক্তি, যার পরে আর বন্ধন থাকে না। ঈশা খাঁর চোখের উপরে তোমায় প্রাসাদের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে তোমার মাথাটা দেহচ্যুত ক'রে ঈশা খাঁর সামনে ফেলে দেবো। আমরা তো ম'রেইছি, ঈশা খাঁরও বুকটা ভেঙ্গে চৌচির ক'রে দিয়ে যাবো।

আলেয়া। তাই কর হিন্দু! আমার মৃত্যুতে ঈশা খাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

কেদার। এসো তবে বালক, মুক্তি নেবে এসো—

ভবানী। না—আমি যেতে দেবো না। আমার বুকে যতই দুঃখ জমা থাক্, যত অপরাধই করুক্ ঈশা খাঁ, এই নিষ্পাপ বালককে আমি কিছুতেই হত্যা করতে দেবো না। আয় তো বাবা—আয় তো, দেখি কে আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নেয়? ঈশা খাঁ আমার শত্রু হ'লেও তুমি আমার পরম বান্ধব।

আলেয়া। মহারাণী! আমার মা নেই, আজ হ'তে তুমিই আমার মা—[জড়াইয়া ধরিল।]

ভবানী। জয় করেছি—জয় করেছি। দেবর! ঈশা খাঁকে ডাকো, দেখে যাক্ সে, তার সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ ক'রে দিয়েছি।

কেদার। এ উচ্ছ্বাসের সময় নয় মহারাণী! বাইরে অসংখ্য শত্রু, আমরা নিঃসহায়—সৈন্য নেই—রসদ নেই; ঈশা খাঁর বাহু ভেঙ্গে দেবার

এই একমাত্র সুযোগ। সে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করেছে, প্রতারণায় আমার সৈন্যদের আয়ত্ত করেছে; কিসের মিত্রতা তার সঙ্গে?

কেশার মা। ছাড়ো বৌমা! আয় ছোঁড়া—আয়—[আলেয়ার কেশাকর্ষণ করিলে, আলেয়ার স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল।]

সকলে। এ কি?

ভবানী। কে তুমি?

আলেয়া। ছিলুম ঈশা খাঁর বোন্, এখন তোমার কন্যা। মা! আমিই তোমার সোনা।

ভবানী। আঃ, এমনি ছিল সে।

কেশার মা। গ'লে গেলি কেদার?

কেদার। মা! হিন্দু মুসলমানের এমন তীর্থ দেখেছ? দেখ—দেখ, বিষাদের ঘন মেঘে কি বিদ্যুতের রেখা, দুঃখের মরুভূমিতে কি শান্তির প্রস্রবণ! এই তো জয়! কে বলে আমরা নিঃস্ব? এত বড় জয় ঈশা খাঁ স্বপ্নেও দেখে নি।

আলেয়া। আমায় হত্যা করবে না বীর?

কেদার। না মা, ভুল বলেছি। তুমি তো শত্রু নও; তুমি অতিথি—হিন্দুর নারায়ণ। এসো মা, এস হিন্দুর জাগ্রত দেবতা, মরার পূর্ব্বে চোখের জলে তোমায় অভ্যর্থনা ক'রে যাচ্ছি। যে দিন এই প্রাসাদের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে, সে দিন তোমার ভাইকে গিয়ে ব'লো—হিন্দু এমনি ছিল। [কেশার মার প্রতি] এসো মা, তোরণদ্বারে আমি কামান নিয়ে থাকবো, তুমি থাকবে অন্দরের দ্বারে।

আলেয়া। আর আমি রইলুম প্রাসাদের চূড়ায়; যাও বীর, নির্ভয়!

কেদার। জয় চাঁদ রায়ের জয়! জয় চাঁদ রায়ের জয়!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা—আল্লা হো—

ভবানী। এসো মা—

[আলেয়া সহ প্রস্থান।

কেশাব মা। হাত্তোব গোষ্ঠীব পিণ্ডি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীপুব—প্রাসাদসম্মুখ।

চম্পকের প্রবেশ।

চম্পক। কোটীশ্বব। কোটীশ্বব! কই তুমি কোটীশ্বব? ফিবে এসো, তোমায না পেলে জ্যাঠামশায যে বাঁচ্‌বে না! আমি যে মাকে ব'লে এসেছি, তোমায নিয়ে ফিবে যাবো। এত ডাক্‌ছি, তবু তুমি ফিবে আসবে না? তবে আব আমি ফিববো না, এইখানে অনাহাবে অনিদ্রায শুকিযে মববো

গীত।

আর খেলিতে পারি না একা।
চরণ স্মরণে জীবন দানিব, যদি নাহি পাই দেখা।
আকুল আমার আবাহনে যদি আসন নাহিক টলে,
আঁখিনীরে মোর সাগর সৃজিয়া ডুবিয়া মরিব জলে,
কলঙ্কে তোমার ভরিবে ধরণী, কেহ ডাকিবে না ওগো গুণমণি,
মুছে যাবে তব ধরাবুক হ'তে দয়াল নামের রেখা।

কোটীশ্বরকে লইয়া গীতকণ্ঠে রাখালবালকের প্রবেশ।

রাখালবালক।—

গীত।

ধূলো ঝেড়ে বুকে নে রে খেলার সাথী এলো ফিরে।
অভিমানে ফেরাস্ নে মুখ, ভাসিস্ নে আর অশ্রুনীরে॥

চম্পক। এই তো—এই তো কোটীশ্বর! কোথায় পেলে তুমি ভাই?

রাখালবালক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অবহেলার নদীর কূলে কাঁদ্‌ছিল সে আপন ভুলে,
পথের যত ধূলো কাদা লেগেছে ওর কালো চুলে,
যা নিয়ে যা আপন ঘরে, বিরহে ওর অশ্রু ঝরে,
ধুয়ে দে ওর গায়ের মাটি আপনারি বক্ষ চিরে।

[কোটীশ্বরকে দিয়া প্রস্থান।

চম্পক। কেন পালিয়েছিলে দুষ্টু? না খেয়ে মর্‌ছিলে তো? ধ'রে খুব ঠেঙ্গিয়েছে? খুব করেছে। যেমনি পাজী তুমি, তেমনি সাজা পেয়েছ। এলে কেন? কে পায়ে ধ'রে সেধেছিল? ওঃ, আবার চোখ ছল্-ছল্ করছে! দিই ফেলে? দিই? না—না, ফেল্‌বো না—ফেল্‌বো না; চল—ঘরে যাই! একি, কারা ও কালো কালো মানুষ রাজবাড়ী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে? তাই তো, কি ক'রে ভিতরে যাই? উপায় কর—উপায় কর কোটীশ্বর!

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। কে তুমি বালক, কোটীশ্বরকে ডাক্‌ছো? কে—চম্পক? কেদার রায়ের ছেলে? খোকা—খোকা! পেয়েছি—

চম্পক। গুরুদেব!

শ্রীমন্ত। চুপ্! কে কার গুরুদেব? তোরা শিকার—আমি ব্যাধ, তোদের সঙ্গে আমার খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। বলি, তোর হাতে ও কি?

চম্পক। কোটীশ্বর।

শ্রীমন্ত। এঁ্যা—কোটীশ্বরেব বিগ্রহ! সেই কোটীশ্বর, যে আমায় স্বর্গে তুলে দিয়ে নরকের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে, আমায় সোনার সিংহাসনে বসিয়ে আজ বৃক্ষতলে দাঁড় করিয়েছে? কত নিশীথের স্বপ্ন, কত দিবসের চিন্তা আমার ঐ দারুমূর্ত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ও আমার দুর্জ্জয় শত্রু! আমি ওকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ধূলোয় মিশিয়ে দেবো। দে—দে, তোদের ঐ স্বার্থপর দেবতার মাথাটা আমি গুঁড়ো ক'রে ফেলি—

চম্পক। না-না-না, আমি কিছুতেই দেবো না। কোটীশ্বরের শোকে জ্যাঠামশায় পাগল হয়েছে, ওকে না পেলে কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে।

শ্রীমন্ত। মরুক্, তার মরাই আমি চাই!

চম্পক। কেন পাষাণ, কেন? তুমি আমার দিদিকে ঘরছাড়া করেছ—দাদাকে পর ক'রে দিয়েছ—জ্যাঠামশায়কে পাগল ক'রে তুলেছ, তার উপর আবার তার মৃত্যু চাও? গিয়ে দেখে এসো তার অবস্থা, চোখ ফেটে রক্ত বেরুবে। এত দুঃখ দিয়েও তোমার শান্তি হবে না?

শ্রীমন্ত। না, হবে না; আমার অভাগা ছেলেটা যে পথে গেছে, তোদের সবাইকে সে পথে ঠেলে দিতে না পার্‌লে আমার শান্তি হবে না।

চম্পক। কেন? আমরা কি তোমার কাছে এতই অপরাধ করেছি? তুমিই কি সারাজীবন আমাদের দু'হাত ভ'রে দিয়েছ, আমরা কি তোমার কিছুই করি নি?

শ্রীমন্ত। চম্পক!

চম্পক। স'রে যাও—স'রে যাও, তোমার নিঃশ্বাসে কোটীশ্বরের মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

শ্রীমন্ত। আমার ছেলেটা যখন না খেয়ে ম'রে গেল, তখন তো ওর মুখটা শুকিয়ে যায় নি? অথচ আমি সারা জীবন ওর পায়ে ফুল জল দিয়েছি। দে—দে, আমিই ওর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলুম, আমিই আজ ওকে চূর্ণ করবো—

চম্পক। না—না, দোহাই তোমার! আমাকে মার, ওর গায়ে হাত দিও না—[শ্রীমন্ত তাহার হাত হইতে বিগ্রহ ছিনাইয়া লইল।] উঃ, ভণ্ড—পশু—জল্লাদ—

শ্রীমন্ত। বটে, আমি জল্লাদ? তবে তোকেই আগে শেষ করি আয়—[চম্পকের মস্তকে দারুমূর্ত্তি দ্বারা আঘাত করিল।]

চম্পক। উঃ, মাগো—[পড়িয়া গেল ও মাথা ফাটিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল।]

শ্রীমন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! খোকা! তৃপ্ত হ'!

চম্পক। গুরু! আমায় মেরেছে—মেরেছ, কোটীশ্বরের অপমান ক'রো না; তাকে রাজবাড়ীতে পৌছে দিও। আমি মার কাছে শপথ ক'রে এসেছিলুম, হ'লো না—হ'লো না—

শ্রীমন্ত। চম্পক!

চম্পক। কি করলে গুরু? আমার মরার খবর যে মুহূর্ত্তে রাজ-বাড়ীতে পৌছাবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার মাথা নিতে দেশে দেশে লোক

ছুটবে ; কেউ তোমায় বাঁচাতে পার্‌বে না। উঃ—মাগো, মা আমার! জন্ম-জন্মান্তরের আরাধ্যা দেবী! বিদায়—বিদায়! কোটীশ্বর! আমি যাই, তোমার মান তুমি রেখো—[মৃত্যু]

শ্রীমন্ত। প্রতিশোধ—চূড়ান্ত প্রতিশোধ! কেদার রায়! এইবার দেখ্‌বো তুমি কত বড বীর! হ্যাঁ, এইবাব তোমার পালা কোটীশ্বর—

কুঠারহস্তে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। কই কোটীশ্বব? চ্যালা কর্‌বো, চ্যা—একি, দাদা? তুমি এখানে! শ্রীপুবে ফিরে আস্‌তে সাহস হ'লো? বুকের পাটা তো খুব!

শ্রীমন্ত। যাও—যাও, বিবক্ত ক'রো না মুর্খ!

দেবল। সত্যি দাদা, আমি মুর্খ, কিন্তু তোমার মত পশু নই।

শ্রীমন্ত। কি? কি বল্‌লি?

দেবল। আমি কি একা বল্‌ছি? রাজ্যি শুদ্ধু সবাই এ কথা বল্‌ছে। কর্‌লে কি দাদা? বামুনের মুখ পুড়িয়ে দিলে! আমি তো মুখ্যু, তোমাকে দাদা ব'লে ডাকৃতে আমারও লজ্জা হ'চ্ছে।

শ্রীমন্ত। ডাকিস্‌ নে—ডাকিস্‌ নে, যা—

দেবল। যাচ্ছি; কিন্তু যাবার আগে আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, তোমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাই।

শ্রীমন্ত। দে—সাধ্য থাকে দে!

দেবল। সাধ্য ছিল, বাধা দিচ্ছে শুধু ঐ "ভাই" সম্বোধনটা।

শ্রীমন্ত। ভুলে যা ও সম্বন্ধ।

দেবল। তুমি ভুলে যেতে পার। তুমি যখন অমন চাঁদ রায়েরই শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, তখন আমাকে ভুল্‌বে, সে আর বেশী কি? কিন্তু

আমি যে ভুল্‌তে পার্‌ছি না যে, তুমি আমার জ্ঞাতি। লোক যতবারই তোমায় গালাগাল দেয়, ততবারই আমার বুকটা ভেঙ্গে যায়। দাদা—

শ্রীমন্ত। চুপ্‌, কথা বলিস্‌ নে, তা হ'লে তোকেও ঐ চম্পকের পথে যেতে হবে।

দেবল। কে—কে ও? চম্পাক? এ্যা! এ যে রক্তের নদী ব'য়ে যাচ্ছে! কি হয়েছে যাদু? কেন গোপাল, এমন ধূলোয় শুয়ে আছ? ওঠ—ওঠ! এ কি, এ যে অসাড়—নিঃশ্বাস পড়্‌ছে না! আহা-হা, কে মার্‌লে তোমায় মাণিক?

শ্রীমন্ত। আমি।

দেবল। তুমি? দাদা! সত্যি তুমি এই শিশুকে মেরে ফেলেছ? কেন? ও তোমার পায়ে কি দোষ করেছিল?

শ্রীমন্ত। আমার ছেলে কেদার রায়ের কাছে কি দোষ করেছিল?

দেবল। তোমার ছেলে আর কেদার রায়ের ছেলেতে অনেক তফাৎ। তোমার ছেলের মত ছাগলছানা লাখে লাখে জন্মায়, কিন্তু এ যে আর হবে না দাদা!

শ্রীমন্ত। তবে আর কি? বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ, চাঁদ রায় কেদার রায়ের পায়ের ধূলো অঙ্গে মেখে বিশ্বময় তাদের গুণগান ক'রে বেড়াও!

দেবল। তাই যাবো; কিন্তু তার আগে এ পাপের শাস্তি দিয়ে যাবো। তুমি ওর মাথাটা যেমন ক'রে ভেঙ্গেছ, তোমার মাথাটা আমি তেমনি ক'রে ভাঙ্গবো—[কুঠার উত্তোলন।]

শ্রীমন্ত। যা—যা, রাজবংশের পদলেহন কর্‌গে যা। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

দেবল। ওঃ, বামুনের ঘরে এমন পশুও জন্মায়! ওঠ যাদু! ওঠ মাণিক!

ঘর ছেড়ে কেন রাস্তার ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছ ধন? এসো—এসো, আমার ভাই তোমার মাথা ভেঙ্গে রক্তের নদী বইয়েছে, আমি চোখের জলে সে রক্ত ধুয়ে দিই। [মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইল।] ওরে আকাশ! একটু জল ঢেলে দে, এত রক্ত যে চোখের জলে ধুয়ে যায় না। ওরে, কে তোরা ডাকাতের দল! পথ ছেড়ে দে—হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেল্; কেদার রায়ের ছেলে মরেছে, আজ পৃথিবীর ভূমিকম্প—

[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ ও এনায়েতের প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। শুনেছ এনায়েৎ, বাহার আমার বেগম হ'তে এসেছিল?

এনায়েৎ। কেন?

ঈশা খাঁ। বড় সুন্দরী কি না, গরীব খসমকে আর পছন্দ হ'চ্ছে না।

এনায়েৎ। তারপর?

ঈশা খাঁ। আমি তার সৌন্দর্য্যটা একটু কমিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। তার সুন্দর নাকটা একটু ছোট ক'রে দিয়েছি। কি বল, এবার বোধ হয় সে স্বামীর ঘর করতে পারবে? কিন্তু এত গোলা কোথা থেকে আস্‌ছে? তাই তো এনায়েৎ! শ্রীপুরের সমস্ত সৈন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, প্রাসাদে যোদ্ধা নেই, তবু তারা মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ করছে? চাঁদ রায় কেদার রায় কি সমস্ত প্রাসাদটা জুড়ে ব'সে আছে? ওঃ—এই সাত দিনে আমি আমার অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়েছি। কোথায় কাঞ্চন, কোথায় আলেয়া?

এনায়েৎ। কাঞ্চন প্রাসাদে নেই।

ঈশা খাঁ। নেই? বল কি এনায়েৎ? তা হ'লে রাজপ্রাসাদ

সমভূমি করলেও আলেয়াকে ফিরে পাবো না? কোথায় গেছে তারা, বল্‌তে পার?

এনায়েৎ। না।

ঈশা খাঁ। এ কথা আমায় এতদিন বল নি কেন?

এনায়েৎ। বল্‌লে তুমি হয় তো আর অগ্রসর হ'তে না।

ঈশা খাঁ। আলেয়া আগে, না যুদ্ধ আগে? কি ফল আমার সৈন্যক্ষয় ক'রে, যদি আলেয়াকেই ফিরে না পাই?

এনায়েৎ। প্রতিশোধ নেবে না হিন্দুর উপর?

ঈশা খাঁ। কেন বল তো এনায়েৎ, হিন্দুর উপর তোমার এ বিদ্বেষ?

এনায়েৎ। কেন, তুমি তা বুঝবে না ঈশা খাঁ! এই হিন্দুসমাজ আমার জীবনটা বিষময় করেছে। আমিও একদিন হিন্দু ছিলুম, আমার ধমনীতে এখনও রাজপুতের রক্ত বইছে।

ঈশা খাঁ। [সবিস্ময়ে] রাজপুত? হিন্দু? বল কি এনায়েৎ? কোথায় তোমার জন্মভূমি?

এনায়েৎ। মিবার।

ঈশা খাঁ। মিবার? মিবারের রাজপুত তুমি—এইখানে এইভাবে!

এনায়েৎ। হ্যাঁ ঈশা খাঁ! যার জন্য জীবনের মধুময় বসন্তে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙিন গোলাপের দল শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে, আমার সেই নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে বাঙলায় এসে পড়েছি।

ঈশা খাঁ। এনায়েৎ! তুমি কি—তুমি কি তবে—কি নাম ছিল তোমার?

এনায়েৎ। জয়সিংহ।

ঈশা খাঁ। জয়সিংহ? তোমার স্ত্রীর নাম সত্যবতী না?

এনায়েৎ। হ্যাঁ—হ্যাঁ; তাকে জান? কোথায় সে—কোথায় সত্যবতী?

ঈশা খাঁ। হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে নাও বন্ধু! তোমার স্ত্রী আমারই ভগ্নী আলেয়া।

এনায়েৎ। খোদা! খোদা! তবে আমার চেষ্টা নিষ্ফল কর নি। ঈশা খাঁ! এ কি আনন্দ—এ কি বেদনা, তোমার ভগ্নী আলেয়া আমার স্ত্রী? কাঞ্চন তবে আমারি ঘরে আগুন লাগিয়েছে? কি কর্‌বো—কি কর্‌বো ঈশা খাঁ?

ঈশা খাঁ। সন্ধান কর; বাছাই বাছাই সৈন্য চারিদিকে পাঠিয়ে দাও। যেখান থেকে হোক্, আলেয়াকে খুঁজে আনা চাই; তাতে যদি কাঞ্চনকে হত্যা করতে হয়, তবু পশ্চাৎপদ হবে না।

এনায়েৎ। উত্তম, তবে তাই হোক্। আলেয়াকে চাই—কাঞ্চনকে চাই—

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। কাঞ্চনকে চাই? আমি জানি তার সন্ধান।

ঈশা খাঁ। কে? শ্রীমন্ত?

এনায়েৎ। তুমি জান? তবে এস তো ঠাকুর; তোমার সঙ্গে সৈন্য দিচ্ছি, তাদের শুধু দেখিয়ে দেবে—ব্যস্! কাঞ্চন! কাঞ্চন! অপেক্ষা কর; এস—এস ঠাকুর!

[প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। তোমার হাতে ও কি ঠাকুর?

শ্রীমন্ত। কোটীশ্বরের বিগ্রহ।

ঈশা খাঁ। চাঁদরায়ের কোটীশ্বর? চুরি ক'রে এনেছ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ ঈশা খাঁ, তোমার জন্য। এই বিগ্রহ সম্মুখে রেখে গোলাবর্ষণ কর, কেউ আর প্রতিরোধ কর্‌বে না।

ঈশা খাঁ। ঠাকুর! তুমি ঈশা খাঁকে চেনো না। ঈশা খাঁ দাঁড়িয়ে মর্‌বে, তবু ছলনায় যুদ্ধ জয় কর্‌বে না।

শ্রীমন্ত। ভেবে দেখ ঈশা খাঁ—

ঈশা খাঁ। তুমি না হিন্দু? তুমি না ব্রাহ্মণ? এই বিগ্রহ তুমিই না পূজা করেছ? আমি মুসলমান, আমারই ইচ্ছে হ'চ্ছে, তোমার হাত দুটো মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে দিয়ে ঐ বিগ্রহ চাঁদরায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই; আর তুমি হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক হ'য়ে হিন্দুর বিগ্রহ নিয়ে এমনি ছিনিমিনি খেল্‌ছো?

শ্রীমন্ত। এ কাঠের পুতুল, এতে প্রাণ নেই ঈশা খাঁ!

ঈশা খাঁ। সে কথা বলবো আমি, তুমি কেন বল্‌বে ঠাকুর? যাও—যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও; আমার কাছে ওর কোন মূল্য নেই বটে, কিন্তু চাঁদরায়ের কাছে ঐ কাঠের পুতুল অমূল্য রত্ন। সে আমার অনেক ক্ষতি কর্‌লেও, আমার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করে নি। আমিও তার ধর্ম্মকে সসম্ভ্রমে সেলাম করি।

শ্রীমন্ত। ভুল বুঝ্‌লে ঈশা খাঁ! এতে একদিনে জয়।

ঈশা খাঁ। চাই না জয়, পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে নিয়েই ফিরে যাবো, তবু অপরের ধর্ম্মে আঘাত কর্‌বো না। ঠাকুর! তোমার মত ঘরভেদী বিভীষণ হিন্দুধর্ম্মে আর কটা আছে বল্‌তে পার? যে পাপ করেছ তুমি, তার ফলে সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। আর কেন শ্রীমন্ত? ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, পৃথিবী শীতল হোক্— হিন্দুধর্ম্ম নিষ্কণ্টক হোক্।

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। মূর্খ! [কোটীশ্বর বিগ্রহের প্রতি] তা হ'লে আর তোমায় নিয়ে কি কর্‌বো? এইখানেই তোমার দেবলীলা শেষ হোক্। [আছাড় মারিতে উদ্যত হইল।]

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত।

ও যে অশেষ লীলার খনি।
বিষধর-বিষে জ্বলিবি রে শুধু, নারিবি হরিতে মণি॥
বাজের আঘাতে ভাঙে না ও, কভু মরে না অনলে জলে,
প্রলয়-আঁধারে ধ্বংসলীলায ওই আঁখিদীপ জ্বলে;
নিয়ে আয় ওরে কুসুমের ভার,
রাঙা পায়ে ওর দে রে উপহার,
সুশীতল হবে তাপিত এ দেশ উঠিবে মঙ্গল ধ্বনি।

[বিগ্রহ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। এই—এই, খবরদার—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৃষকপল্লী—কুটিরসম্মুখ।

স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণময়ী। ছিলুম প্রাসাদে, এসেছি পর্ণকুটীরে; রাজভোগে যাদের তৃপ্তি হ'তো না, তাদের আহার্য্য আজ ভিক্ষালব্ধ ফল-মূল, প্রতিবেশী বর্ব্বর চাষা। অদৃষ্টে আরও কি আছে, কে জানে!

গীতকণ্ঠে কৃষকবালকগণের প্রবেশ।

কৃষকবালকগণ।—

গীত।

ওরে চাচা, আপন বাঁচা।
বাগানে আগল দে বে, ছাগল এল, সাম্‌লে রাখ্‌ তোর পুঁইমাচা।
ওদের মেয়েছেলের দাড়ী গজায় পুরুষগুলো মাকুন্দ,
পুরুষের নাম কমলিলতা মেয়েব নামটী মুকুন্দ,
সামাল্‌ সামাল্‌ আসছে তেড়ে, দল বেঁধে ওই ভেড়ের ভেড়ে,
যা পাবে তাই খাবে রে, পাকা হোক্‌ আর হদ্দ কাঁচা।

স্বর্ণময়ী। তোরা আজ সকাল সকাল ফির্‌লি যে?

১ম বালক। আরে কও কথা দিদিমণি! ক্ষেতে কাজ ক'চ্ছি, কতকগুলো দুষমণের মত চেহারা হৈ-চৈ ক'রে এসে এর নাম সুধোয়, ওর নাম সুধোয়। ওকে তো একটা তলোয়ারের খোঁচাই দিয়ে দিলে। আমাকে যদি কিছু বল্‌তো, মারতুম্‌ শালাকে এক ঘুষি। যাক্‌ দিদিমণি, তুমি আর এখানে দাঁড়িও না, ঘরে যাও—ঘরে যাও।

[বালকগণের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। দাদা এখনও আস্‌ছে না কেন? সেই ভোর বেলা বেরিয়েছে, পেটে এখনও দানাটী পড়ে নি। বোধ হয় আজ ভিক্ষায় কিছু পায় নি, বুঝি কাউকে বল্‌তে পারে নি—আমায় দুটী ভিক্ষা দাও। কোটীশ্বর! আমায় দুঃখ দিয়েছ, সে জন্য অভিযোগ করি না; কিন্তু রাজার ছেলেকে ভিক্ষুক সাজালে?

সহসা গুপ্ত সৈনিকগণের প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। কে তোমরা? কোথা থেকে আস্‌ছো?

১ম সৈনিক। আমরা সুলতান ঈশা খাঁর সৈনিক, আস্‌ছি আপাততঃ শ্রীপুর থেকে।

স্বর্ণময়ী। তা এখানে কি? কাকে চাও?

১ম সৈনিক। সাহাজাদীকে।

স্বর্ণময়ী। কে সাহাজাদী?

১ম সৈনিক। হুজুরাইন আমাদের সম্মুখে।

স্বর্ণময়ী। আমি? মিথ্যা কথা।

১ম সৈনিক। তবে আপনি কে?

স্বর্ণময়ী। আমি—আমি এক ভিখারিণী।

[সৈন্যগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

১ম সৈনিক। কেদার রায়ের পুত্রের সঙ্গে এক ভিখারিণী!

স্বর্ণময়ী। কেদার রায়ের পুত্র? কে সে?

১ম সৈনিক। কাঞ্চন রায়—এই ঘরের মধ্যে। এর পরও কি সুন্দরী বল্‌তে চান যে, তিনি শাহাজাদী নন?

স্বর্ণময়ী। হ্যাঁ, এর পরও বল্‌তে চাই, আমি শাহাজাদী নই—তাকে আমি চিনি না—কখনও তার নামও শুনি নি।

১ম সৈনিক। তা হ'লে ক্ষমা করবেন হুজরাইন্! সুলতান ঈশা খাঁর আদেশে আপনাকে জোর ক'রেই নিয়ে যেতে হবে। তাতে যদি প্রয়োজন হয়, কাঞ্চন রায়কে হত্যা করতেও আমরা কুণ্ঠিত হবো না।

স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর আদেশ? যদি জান্‌তুম তোমরা ঈশা খাঁর অনুচর, আমি দ্বিরুক্তি না ক'রেই তোমাদের অনুসরণ করতুম। কিন্তু তা তো নয়; ঈশা খাঁর অনুচর এমন চোরের মত দুঃখিনীর কুটীরে হানা দেয় না। তোমরা বোধ হয় সেই ব্রাহ্মণের গুপ্তচর!

১ম সৈনিক। ক্ষমা করবেন শাহাজাদী! অত কথার সময় আমাদের

নেই। আমরা আপনাকে নিয়ে যাবোই! স্বেচ্ছায় যান, সসম্মানে নিয়ে যাবো; আর যদি জোর করেন, হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যেতেও আমাদের বাধ্‌বে না।

উন্মুক্ত তরবারিহস্তে কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। আমার হাতে তরবারি থাক্‌তে? [স্বর্ণময়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।]

১ম সৈনিক। হুঁসিয়ার হিন্দু! তুমি আমাদের যা করেছ, তোমার মাথাটা ছাতু ক'রে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও তার শোধ হয় না। তবু আপাততঃ আমরা তোমাকে রেহাই দিয়ে যাচ্ছি। আমরা এসেছি শাহাজাদীকে নিয়ে যেতে। খবরদার! যদি বাধা দাও, আমরা জাঁহাপনার হুকুমের অপেক্ষা রাখ্‌বো না, তোমাকে এইখানেই শুইয়ে দিয়ে যাবো। এস শাহাজাদী—

কাঞ্চন। কে শাহাজাদী? এ ভ্রান্ত ধারণা কে দিলে তোমাদের? আমার কুটীরে শাহাজাদী আস্‌বেন কি ক'রে?

১ম সৈনিক। কি ক'রে, তা তুমিই ভাল জান। লম্পট—

কাঞ্চন। অসভ্য বর্ব্বর! সব বিসর্জ্জন দিয়ে জগতের এক নিভৃত কোণে আশ্রয় নিয়েছি, এখানেও আমাদের উপর নির্য্যাতন? তোমরা কি মনে করেছ, সিংহ জালবদ্ধ ব'লে এতই দুর্ব্বল যে, শৃগালের ভ্রূকুটি সহ্য করবে? এস, আমাকে হত্যা না ক'রে কেউ ওর কেশস্পর্শ করতে পারবে না।

[সকলে মিলিয়া কাঞ্চনকে আক্রমণ করিল।]

স্বর্ণময়ী। দাদা! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও; আমি যাই ওদের সঙ্গে, দেখি অদৃষ্টে আরও কি আছে! ওগো, তোমরাই না হয় ক্ষান্ত হও। কি করি? ভগবান! তুমি আছ না মরেছ?

কাঞ্চন। মবেছে—মরেছে। উঃ আব পার্‌লুম না বোন্ তোকে রক্ষা কর্‌তে ; যদি পারিস্, রণচণ্ডীর মূর্ত্তি ধ'রে নিজেকে রক্ষা কর্। কর—আঘাত কর্, আরও—আরও, এক দিনে সব জ্বালার অবসান হ'য়ে যাক্। ভগবান! এত দুঃখও মানুষকে দিতে পার! উঃ—[পতন]

১ম সৈনিক। এস শাহাজাদী—

স্বর্ণময়ী। চল যাচ্ছি ; দেখি, ঈশা খাঁ তোদের পুবস্কার দেয়, না মাথা-গুলো কেটে নেয়। দাদা! যদি বেঁচে ওঠ, আমাব সন্ধান ক'রো না—আমার ছায়া মাড়িয়ো না, আমায় নিঃশ্বাসে বিষ আছে। মনে ক'রো, আমি মবেছি—আমি মবেছি— [সৈনিকগণ সহ প্রস্থান।

কাঞ্চন। সোনা—সোনা—

কেশরীর প্রবেশ।

কেশবী। কই সোনা, কোথা সোনা? এ কে, কাঞ্চন? সোনা কই?

কাঞ্চন। ঈশা খাঁর সৈন্যরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেছে। কেশরী কাকা! ঈশা খাঁ কোথায় আছে, বল্‌তে পার?

কেশরী। তাবা শ্রীপুব অবরোধ করেছে কুমার! শত্রু যদি প্রাসাদ অবরোধ করে, পরিণামটা কি হবে, ভেবে দেখেছ? তোমার পিতাকে বন্দী কর্‌বে, চম্পককে হত্যা কর্‌বে, মহারাণীকে সোনারগাঁয় নিয়ে গিয়ে বেগমের বাঁদী কর্‌বে।

কাঞ্চন। এঁ্যা—আমার মাকে বাঁদী কর্‌বে? তবে আর মরা হ'লো না। কাকা! আমায় একটু তুলে ধর ; র'সো—একটু জল খেয়ে নিই, তারপর ছুটে গিয়ে শত্রুসেনার উপর লাফিয়ে পড়্‌বো। চল—চল—

[কেশরীর সাহায্যে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ ।

চাঁদ রায় ও ভবানীর প্রবেশ ।

চাঁদ। রাণী—রাণী! শাঁখ বাজাও—উলু দাও! কোটীশ্বর আস্‌ছে—সোনার বর আস্‌ছে। শুনছো না নূপুরের ধ্বনি? পদ্মগন্ধ টের পাচ্ছো না? দেখ—দেখ, শিরে শিখিচূড়া, গলে বনমালা, পরিধানে পীতবাস, আহা কেমন সেজেছে, বল তো?

ভবানী। কোটীশ্বর! এতখানি ব্যাকুলতার এই পরিণাম?

চাঁদ। হ্যাঁ গা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

ভবানী। কেন কাঁদি, যদি বুঝ্‌তে! হায় রাজা, কি ছিলে তুমি, আজ কি হয়েছ! ওগো বাঙলার সিংহ, তোমার দ্বারে আজ শত্রু এসে হুঙ্কার দিচ্ছে; রাজ্য যেতে বসেছে, প্রাসাদটা অধিকার ক'রে তারা তোমাকে শৃঙ্খলিত করবে—আমাকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে নিয়ে যাবে। এখনও তুমি প্রকৃতিস্থ হবে না? তবে তোমার সাধের রাজ্য ধ্বংস হোক্!

কেদার রায়ের প্রবেশ ।

কেদার। ধ্বংসের আর বিলম্ব নেই মহারাণী! প্রাসাদের মধ্যে বারুদ যা ছিল, সব নিঃশেষিতপ্রায়। যতক্ষণ পেরেছি, প্রতিরোধ করেছি; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু এসে প্রাসাদে প্রবেশ করবে। কি করবো মহারাজ?

চাঁদ। শঙ্খধ্বনি কর, বর আস্‌ছে!

কেদার। হায় মহারাজ, মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে, তবু তোমার প্রলাপেব শেষ হবে না? দাদা! আমার মাথায় হাত দাও, একটী-বার আমায় আশীর্ব্বাদ কর! তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে আমি একা ঐ বিশাল বাহিনী ধ্বংস ক'রে ফিরে আস্‌বো।

ভবানী। না দেবর, থাক্; কেন যাবে এ নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে? তার চেয়ে চম্পককে যদি খুঁজে আন্‌তে পার, চেষ্টা ক'রে দেখ। কাঞ্চন তো গেছেই, চম্পকেব হাত ধ'বে আমরা দেশান্তবী হ'য়ে চ'লে যাই।

কেদার। মহাবাণী! দুর্ভাগ্য একা আসে না। সবই গেছে যখন, তোমাব চম্পকও থাকৃবে না। যেতে দাও—সব যেতে দাও, জগতেব বুকে প'ড়ে থাক্ শুধু চাঁদ বায়েব গৌববময় ইতিহাস। [প্রস্থানোদ্যত]

চম্পকের মৃতদেহস্কন্ধে দেববলের প্রবেশ।

কেদার। একি?

ভবানী। কে? কে?

দেবল। [মৃতদেহ মাটিতে রক্ষা করিল।]

কেদার ও ভবানী। চম্পক!—

ভবানী। ওঃ! কোটীশ্বর—কোটীশ্বর! [চম্পকের বুকের উপব লুটাইয়া পড়িলেন।]

কেদার। এই নিষ্পাপ শিশু কার কাছে কি অপরাধ করেছিল ব্রাহ্মণ? কে এমন নিষ্ঠুর যে, এই কুসুমকোমল শিশুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করলে?

ভবানী। আমার যাদু—আমার মাণিক—আমার সাগরসেঁচা ধন! কথা কও—কথা কও! ওরে, আমার যে আর কেউ নেই! একা একা কেন পালালে যাদু? তুমি যে আমায় ছেড়ে থাকৃতে পার না! কোটীশ্বর! নিষ্ঠুর! তোমার রাজ্যে এত অবিচার!

কেদার। অবিচার—অবিচার! আমি এ অবিচারের মূলে বজ্রাঘাত কর্‌বো। বল ব্রাহ্মণ! কার হাতে এ শিশু প্রাণ দিয়েছে?

দেবল। আমার হাঁতে।

কেদার। তোমার হাতে?

ভবানী। ঠাকুর! তুমিও বিশ্বাসঘাতক? তবে আর কি দেবর? সংসার মিথ্যা; সংসারে আগুন ধরিয়ে দাও, তারপর আমরাও চম্পকের পথে চ'লে যাই। হা চম্পক! আমার চম্পক—

কেদার। ব্রাহ্মণ! তোমার ভাই আমাদের সোনার সংসার ছিন্ন-ভিন্ন করেছে; তোমাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলুম, তুমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে? যাক্, ভালই হয়েছে। সোনা গেছে, কাঞ্চন গেছে; এই একটা বন্ধন ছিল, তাও তুমি ছিন্ন করেছ। এইবার সহজে মরতে পারবো; কিন্তু তোমাদের আমি বাঁচিয়ে রেখে যাবো না। কে আছ?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

কেদার। এই পাষণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে এসো—এখনি।

ভবানী। ব্রহ্মহত্যা?

কেদার। যাও—নিয়ে যাও!

দেবল। [স্বগত] দাদা! তোমার দণ্ড আমি নিলুম; আমার মৃত্যুতে তোমার অনন্ত পাপ ধৌত হোক্।

[প্রতিহারী সহ প্রস্থান।

ভবানী। ব্রহ্মহত্যা! মহারাজ চাঁদ রায়ের বংশে ব্রহ্মহত্যা! হা চম্পক—আমার চম্পক! ওরে জেগে ওঠ্, নইলে ধর্ম্ম যে রসাতলে যায়!

কেদার। বৎস! প্রাণাধিক! যাও—অমর ধামে যাও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। জন্মাবধি মাতৃস্তন্য পান কর নি, পিতার সাদর

সম্ভাষণ কোন দিন পাও নি; তাই যদি অভিমানে চোখ বুজে থাক, তবে জেনে যাও—তোমার বিরহে তোমার পিতা আর বাঁচ্‌তে চায় না।

চাঁদ রায়ের প্রবেশ।

চাঁদ। কে? কেদার? যুদ্ধ জয় ক'রে এসেছ? তবে কাঁদ্‌ছো কেন? একটা মাণিক হারিয়েছে, নয়? হারাবে না? কোটীশ্বর পালিয়ে গেছে—

ভবানী। মহারাজ! চম্পক নেই—তোমার চম্পক নেই—

চাঁদ। চম্পক নেই! মরেছে? বটে! ও আমি জানি। কোটীশ্বর পালিয়েছে, চম্পক পালাবে না? এই যে, মরেছ—না? মর্‌বে বৈ কি? তুমি কি থাক্‌তে পার? তুমি যে চাঁদের বংশধর!

কেদার। দাদা! ওকি, অমন ক'রে চাইছো কেন? মহারাণী! দেখ্‌ছো কি? সরিয়ে ফেল—

চাঁদ। এই—খুন কর্‌বো। রাখ্‌—রাখ্‌ বল্‌ছি! ও আমাকে গান শোনাবে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। স'রে যা সব—স'রে যা বল্‌ছি; তোরা কাছে থাক্‌লে ও গান গাইবে না।

ভবানী। মহারাজ! দোহাই মহারাজ! তুমি যাও—

চাঁদ। চুপ্‌! ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভাঙ্গিও না। এসো তো—বুকে এসো তো—[মৃতদেহ বুকে লইয়া] উঃ—বড় গরম, জ্বর হয়েছে। জল নিয়ে আয় কেদার, শীগ্‌গির যা! ওকে স্নান করিয়ে দিতে হবে, নইলে ম'রে যাবে যে! আন্‌লি না? আয় তবে, দীঘির জলে তোকে লুকিয়ে রাখি— [প্রস্থান।

ভবানী। রাজা!—রাজা!

[প্রস্থান।

কেদার। সব গেল—সব গেল! [প্রস্থানোদ্যত]

কেশার মার প্রবেশ ।

কেশার মা । ও কেদার ! শত্রুরা ফটক ভাঙ্গছে যে ! বারুদ নেই, কি করি বল্ ?

কেদার । মর্‌বে এস, সবাই মিলে এক সঙ্গে তোপের মুখে ঝাপিয়ে পড়্‌বো । কিসের ভাবনা মা ? আজ আমাদের মুক্তি—মুক্তি ।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ।]

কেশার মা । ও আবার কি ?

কেদার । বিধাতার খেয়াল । এসো—এসো, যে যেখানে আছ, ছুটে এসো—আজ আমাদের মুক্তি—মুক্তি ।

কেশার মা । থাম্ কেদার ! আগে আমি যাবো, তুই আস্‌বি আমার পেছনে— [প্রস্থান ।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ও চাঁদ রায়ের জয়ধ্বনি ।]

কেদার । জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয় !

দৌবারিকের প্রবেশ ।

কেদার । কি ? তুমি আবার কি চাও ?

দৌবারিক । মহারাজ মৃতদেহ বুকে ক'রে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়েছেন ।

কেদার । তার অর্থ, মহারাজ চাঁদ রায়ও নেই । বা রে ভাগ্য ! বা রে বিধাতা ! সবাইকে ছিনিয়ে নিয়েছে । মুক্তি—মুক্তি—মহামুক্তি !

[প্রস্থান, পশ্চাৎ দৌবারিকের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

ঈশা খাঁ ও এনায়েৎ।

ঈশা খাঁ। সহসা এ কি হ'লো এনায়েৎ? সাম্‌নে কামান, পেছনে কামান। আমাদের সৈন্যগুলো সব দলে দলে তোপের মুখে উড়ে যাচ্ছে। দেখ—দেখ এনায়েৎ, কি ভয়াল মরণোৎসব! মুহূর্ত্তের মধ্যে পাশা উল্টে গেছে। কি হ'লো—কি হ'লো এনায়েৎ?

এনায়েৎ। জাঁহাপানা! আমরা যখন প্রাসাদ অধিকার করতে যাচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময় পেছনে দু'জন হিন্দু আমাদেরই কামান অধিকার ক'রে আমাদের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। এদিকে কেদার রায় মরিয়া হ'য়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তাকে দেখে সমস্ত হিন্দু সৈন্য চাঁদ রায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে।

ঈশা খাঁ। আমি বলেছিলুম এনায়েৎ, যারা অন্নদাতা প্রতিপালককে পরিত্যাগ করতে পার, তাদের বিশ্বাস ক'রো না। তুমি আমায় ভুল বোঝালে। এখন এসো, সবাই মিলে হাত পা গুটিয়ে মরি।

এনায়েৎ। হতাশ হ'য়ো না ঈশা খাঁ!

ঈশা। হতাশ হবো না? প্রাণের আশা এখনও আছে তোমার এনায়েৎ? সম্মুখে কামান, পশ্চাতে কামান, মাঝখানে আমরা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কি করবো এনায়েৎ? আমরা মরি, তাতে দুঃখ ছিল না;

কিন্তু এতগুলো সৈন্যকে নদীর পারে টেনে এনে এইভাবে হত্যা করা —ওঃ, এনায়েৎ ! এ যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা !

এনায়েৎ। আমি যাচ্ছি বন্ধু ! যেমন ক'রে হোক্, পেছনের কামান শত্রুর হাত হ'তে ছিনিয়ে আন্‌বো।

ঈশা খাঁ। যাও এনায়েৎ ! যদি পার, তবু একটা পথ খোলা থাক্‌বে। আমি যাচ্ছি কেদার রায়কে সম্ভাষণ কর্‌তে। যদি মরি, তোমার উপর আমার এই আদেশ রইলো এনায়েৎ, সোনার সম্বন্ধে কোন দুরভিসন্ধি মনের কোণেও স্থান দিও না।

এনায়েৎ। সৈন্যদের কি করেছো ?

ঈশা খাঁ। যারা সোনাকে নিয়ে এসেছে ? তোমার সেই বন্ধুদের আমি চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

এনায়েৎ। জাঁহাপনা—

ঈশা খাঁ। দুঃখিত হ'লে কি কর্‌বো বন্ধু ? ঈশা খাঁ মর্‌বে, তবু লম্পট নাম নেবে না।

[প্রস্থান।

এনায়েৎ। আমিও দেখ্‌বো ঈশা খাঁ, কেমন তুমি সাধু !

রুধিরাক্ত অবসন্নদেহে কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। সোনা--সোনা ! নাঃ—আর দেখা হ'লো না। এই তো শেষ ! এই তো শেষ ! চোখে অমাবস্যার অন্ধকার, মাথায় বিশ্বের ভার নেমে আস্‌ছে। ভগবান ! তোমায় কখনো ডাকি নি ; আজ মরণের তীরে দাঁড়িয়ে মনে হ'চ্ছে, তুমি আছ। দয়াল ! দীনবন্ধু ! তোমারি অফুরন্ত করুণার দ্বারে আমার অভাগিনী বোন্‌টীকে রেখে গেলুম ; সংসারে ওর কেউ নেই, তুমি ওকে দেখো !

এনায়েৎ। কে ? কে ?

কাঞ্চন। আমি মরণপথের যাত্রী। দেখ, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে; আমায় একটু জল দিতে পার ? বড় তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা !

এনায়েৎ। জল দেবো ? হুঁ, দিচ্ছি ! বলি কাঞ্চন ! আলেয়া কোথায় ?

কাঞ্চন। কে আলেয়া ?

এনায়েৎ। চেনো না ? শাহাজাদী আলেয়া—

কাঞ্চন। জানি না।

এনায়েৎ। মিথ্যা কথা

কাঞ্চন। মিথ্যা কথা বল্‌বে তুমি এনায়েৎ ! কেদার রায়ের পুত্র মরতে জানে, মিথ্যা বল্‌তে জানে না।

এনায়েৎ। বাচালতা রাখ বালক ! তোমাকে এতক্ষণ বাচিয়ে রেখেছি, শুধু শাহাজাদীর সংবাদের জন্য। বল, সে কোথায় ? নইলে এই দণ্ডেই তোমার শিরশ্ছেদ করবো।

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। খবরদার !

এনায়েৎ। কে ?

আলেয়া। আমি—শাহাজাদী, যার জন্য তোমরা বিশাল বাহিনী নিয়ে শ্রীপুরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ, যার জন্য সোনাকে তার সুখের বিবর থেকে টেনে এনেছ, আর এই বীর যুবককে এমনি ক'রে মৃত্যুর পথে এনে দাঁড় করিয়েছ। ছিঃ এনায়েৎ খাঁ ! মুমূর্ষুর কাঁধের উপর তরবারি তুল্‌তে লজ্জা করে না ? তুমি না বীর ব'লে অহঙ্কার কর ? এই বুঝি তোমার বীরত্বের পরিচয় ?

এনায়েৎ। আলেয়া!

আলেয়া। হুঁসিয়ার বেয়াদব! শাহাজাদী বল—

কাঞ্চন। শাহাজাদী—

আলেয়া। ভাই! ভাই! মর্‌তে চলেছ? তাই ভাল—তাই ভাল; এ সংসারে অনেক জ্বালা। আমাদের জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ ভাই! মৃত্যুর শীতল কোলে তোমার সকল জ্বালার শান্তি হোক্।

কাঞ্চন! ভগিনী! মরার পূর্ব্বে আমার সকল অভিযোগ প্রত্যাহার ক'রে যাচ্ছি। আর কোন দুঃখ নেই আমার, শুধু একটা কামনা আমার পূর্ণ কর বোন্!

আলেয়া। বল ভাই, কি চাও তুমি?

কাঞ্চন। দিদি! আমার অভাগী বোন্‌টীর জন্যই আমার প্রাণ বেরুতে চায় না। কি যে দুঃসহ যন্ত্রণা এই দেহের প্রতি রোমে, তোমায় বোঝাতে পার্‌ছি না। সোনা আমার একা রইলো; ভগবানের হাতে তাকে সঁপে দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছি না। দিদি! তুমি যদি তার ভার নাও, আমি শান্তিতে মর্‌তে পারি।

আলেয়া। তোমার ভগবানের চেয়েও তুমি আমায় বিশ্বাস কর? তবে তাই হোক্ ভাই! আমি এ বিশ্বাসের অমর্য্যাদা কর্‌বো না। যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সোনা নিষ্কণ্টক।

কাঞ্চন। তোমার মঙ্গল হোক্। ওই যে সোনা—ওই যে সোনা বাতায়নপথে আমার দিকে চেয়ে আছে। সোনা—সোনা—

[স্খলিতচরণে প্রস্থান।

আলেয়া। কুমার!—[প্রস্থানোদ্যতা]

এনায়েৎ। দাঁড়াও।

আলেয়া। কি?

এনায়েৎ। আমি তোমার উপর অন্যায় সন্দেহ করেছিলুম; আমায় ক্ষমা কর আলেয়া!

আলেয়া। তোমার মত জানোয়ারকে ক্ষমা করলেই বা কি, আর না করলেই বা কি? ক্ষমা তোমাকে চিরকালই ক'রে আস্‌ছি। তুমি এত হীন যে, সে ক্ষমার মর্য্যাদা না বুঝে আবার আমাদের দংশন করতে ছুটে আস। আমার দেবতার মত ভাই, তার মাথাটা তুমিই চিবিয়ে খেয়েছ। সে চায় বেহেস্তের পথে হাত বাড়াতে, তুমিই তাকে দোজাকের পথে টেনে আন। তুমিই তাকে বুঝিয়েছ, কাঞ্চন আমাকে ফস্‌লে এনেছে; তাই এত সৈন্যক্ষয়। কেন? কিসের এত গায়ের জ্বালা তোমার? কি চাও তুমি?

এনায়েৎ। আমি চাই তোমাকে।

আলেয়া। কি? তুমি আমাকে চাও? কামান্ধ পশু—

এনায়েৎ। ধীরে শাহাজাদী—ধীরে। এই কামান্ধ পশুকেই তোমায় আলিঙ্গন করতে হবে।

আলেয়া। এনায়েৎ খাঁ! তোমার সাহস তো খুব? তুমি আমাকে চেনো না? ঈশা খাঁকে চেনো না?

এনায়েৎ। চিনেছি ব'লেই তোমার এত কাছে এগিয়েছি বন্ধু! নইলে এনায়েৎ খাঁ পরনারীর দিকে স্বপ্নেও লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। এসো আলেয়া, আমি তোমার সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছি। আমায় বিশ্বাস কর! একদিন আমি যেমন মানুষ ছিলুম, আবার তেমনি মানুষ হ'তে চাই। এসো—তুমি আমার ভার নাও—[হস্তধারণ]

আলেয়া। হাত ছাড় লম্পট! ঈশা খাঁ! দেখে যাও, তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুর ব্যবহার!

এনায়েৎ। কোন ফল নেই শাহাজাদী! ঈশা খাঁ এখানে এলে

তোমাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে দেবে। নারী! তুমি দীর্ঘকাল আমাকে পশুর আসনে বসিয়ে আমার উপর অবজ্ঞার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছ, আমি প্রতিবাদ করি নি। আজও তোমার এই সহস্র ব্যঙ্গোক্তির প্রতিদানে আমি তোমায় একটু অভিযোগও কর্‌বো না। শুধু একটা কথা শুনে যাও শাহাজাদী! যতই হেয় হোক্, এই কামান্ধ লম্পট পশুই তোমার স্বামী।

আলেয়া। কি? কি? কে তুমি?

এনায়েৎ। আমি জয়সিংহ, আর তুমি আমার স্ত্রী সত্যবতী।

আলেয়া। উঃ! খোদা—খোদা! এব চেয়ে আমার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ দিলে না কেন? সারা জীবন আশাপথ চেয়ে ব'সে আছি কি এই স্বামী পাবার জন্য? ফিরিয়ে নাও—তোমার বর ফিরিয়ে নাও ঈশ্বর!

[প্রস্থান।

এনায়েৎ। বা রে নারীচরিত্র—বাঃ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থলের অপরাংশ।

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। সংসারটা প্রহেলিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশা খাঁ সোনাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে, ঈশা খাঁর বোন্ আলেয়া—সেও আজ শত্রুকে আপনার ব'লে গ্রহণ করেছে; মূর্খ দেবল, সংসারের আবর্জ্জনা ব'লে যাকে দু'পায়ে মাড়িয়েছি, সে আজ আমারই জন্য প্রাণ দিলে! দেবল! দেবল! তুই আজ কত উর্দ্ধে, আর আমি কত নিম্নে! ভাই! ভাই! যদি তোর দৃষ্টি থাকে, চেয়ে দেখ্—তোর জন্য আজ আমার চোখের জল বাধা মানে না। কোথা যাই—কোথায় পালাই? কুষ্ঠব্যাধির চেয়েও এ অন্তর্দ্দাহ যে দুঃসহ!

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। কে? গুরু শ্রীমন্ত নয়? ঠিক হয়েছে, তোমাকে আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন ঠাকুর! সেদিন বিধর্ম্মীর হাত থেকে তোমায় রক্ষা করেছিলুম ব'লে মনে ক'রো না যে তোমার ক্ষমা করেছি। আজ আমাদের মরণের দিন; কিন্তু মর্‌বার আগে তোমার ভবলীলা শেষ ক'রে যাবো।

শ্রীমন্ত। তাই কর; বাঁচ্‌বার সাধ আর আমার নেই।

কেশরী। কেন? ঈশা খাঁর মোসাহেবী ক'রে ইমারৎ গড়্‌বে না?

শ্রীমন্ত। ভুল কেশরী! সব ভুল। দেবল আমায় বুঝিয়ে দিয়ে

গেছে, ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি। যে চাঁদ রায়কে অবলম্বন ক'রে আমার অন্তরের বহ্নি-জ্বালা এতখানি পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, সে চাঁদ রায় আজ আর নেই।

কেশরী। চাঁদ রায় নেই?

শ্রীমন্ত। না; আমারই অত্যাচারে সে তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে, তবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা অভিশাপও আমায় দিয়ে যায় নি। আমি গোখ্‌রো সাপের মত সবাইকে দংশন করেছি, তবু তারা আমার মুখে দুধের বাটি তুলে ধরেছে। এ কি সয় কেশরী? তার উপর এই নিদারুণ কুষ্ঠব্যাধি—নাঃ, এর চেয়ে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। কর—হত্যা কর!

কেশরী। তবে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও। ব্রাহ্মণ! তোমার সব অত্যাচার হয় তো ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু তুমি আমাদের প্রজাবৎসল দয়ালু রাজাকে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছ, তোমার এ অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা কর্‌বো না।

শ্রীমন্ত। তার উপর আরও একটা আছে, আমি রাজকুমার চম্পককে হত্যা করেছি—

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। কে? কে? চম্পককে হত্যা করেছে কে?

শ্রীমন্ত। আমি।

কেদার। এঁ্যা—সে কি? আমি যে দেবলের শিরশ্ছেদ ক'রে এসেছি! তুমি—তুমি কে? ব্যাধিজর্জ্জরিত ধূলিধূসরিত—ও, তুমি শ্রীমন্ত না? পেয়েছি—পেয়েছি! ব্রাহ্মণ! তোমারই জন্য আমি ভাই হারিয়েছি—পুত্র হারিয়েছি—রাজ্য ধন মান সব ডালি দিতে বসেছি। আমরা তো মর্‌বোই, কিন্তু তোমাকেও জীবিত রেখে যাবো না। তুমি শুধু

আমাদেরই সর্ব্বস্বান্ত কর নি নিজের ভাইকেও যমালয়ে পাঠিয়েছ। সেই সবল ব্রাহ্মণ—ওঃ, কি করেছি—কি করেছি।

শ্রীমন্ত। কেদার।

কেদার। দাঁড়াও, কি শাস্তি তোমায় দেবো, ঠিক ভেবে উঠ্‌তে পারছি না। এমন শাস্তি তোমায় দিতে হবে, যেন তোমার এক ফোঁটা রক্ত একটী অস্থিও পৃথিবীর মাটি স্পর্শ না করে।

শ্রীমন্ত। দাও—শাস্তি দাও কেদার, আজ আর আমার কোন অভি-যোগ নেই।

কেশরী। অভিযোগ? এতখানি পাপ ক'রেও আবার অভিযোগের কথা তুল্‌ছো ঠাকুর? দাদা। কেন বিলম্ব করছো? ঐ দেখ, আমার হাত থেকে কামান অধিকার ক'রে ঈশা খাঁর সৈন্য আবার রুখে দাঁড়িয়েছে। যা হয়, শীঘ্র কর, যম আস্‌ছে—যম আস্‌ছে—

কেদার। যম আসছে, একটা কিছু করতে হবে। কি করবো, ভেবে উঠ্‌তে পারছি না। তোমার জন্য দাদা গেছে, সোনা গেছে, চম্পক পালিয়েছে—

দূতের প্রবেশ।

কেদার। কি দূত, তুমি আবার কার মৃত্যুসংবাদ এনেছ? মহা-রাণীর? বল—বল, একটুও বিস্মিত হবো না। এ যে আমি জানি! বল দূত, কে মরেছে আর?

দূত। কুমার কাঞ্চন।

কেশরী। ওঃ! কাঞ্চন—কাঞ্চন! দাদা! এর জন্য আমি দায়ী। আমিই তাকে রুধিরাক্ত অবসন্নদেহে যুদ্ধে টেনে এনেছিলুম, সেই অবসন্ন-দেহেই সে শত্রুর হাত থেকে কামান কেড়ে নিয়ে এত বড় বাহিনীর

গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। ওঃ—সে কি যুদ্ধ দাদা! যদি দেখ্‌তে, বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে থাকৃতে।

কেদার। যাও দূত, মহারাণীকে সংবাদ দাও; আনন্দ কব—আনন্দ কর! কেদার বায়ের ছেলে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে। বিষ খেয়ে মরে নি, অসংখ্য শত্রুর মৃতদেহের উপর পুষ্পশয্যা পেতেছে। কি আনন্দ—কি আনন্দ কেশরী! এক দিনে সব শেষ!

কেশরী। দাদা! এই সব অনর্থের মূল এই ব্রাহ্মণ।

কেদার। হত্যা কর—নির্ম্মম হত্যা! আগে চোখ দুটো উপ্‌ড়ে ফেল, তারপর গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাও।

কেশরী। এস ঠাকুর—[শ্রীমন্তকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত।]

কেদার। না, দাঁড়াও; এত বড় পাপের এতটুকু শাস্তি তোমায় দেবো না। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি চাই, যাতে সারা জীবন তোমার অন্তরাত্মা নিত্য হাহাকার ক'রে ওঠে। চাঁদ চায় বেঁচে থাকৃলে তোমায় যে দণ্ড দিতেন, আমিও তোমায় সেই দণ্ড দেবো। যাও ব্রাহ্মণ! এতখানি অত্যাচারের বিনিময়ে আমি দিলুম তোমায় ক্ষমা।

[প্রস্থান।

কিশোরী ও শ্রীমন্ত। ক্ষমা?

কিশোরী। কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌বো না। এসো ঠাকুর, আমারই বিধানে তোমার ভবলীলা শেষ হোক্।

শ্রীমন্ত। কোটীশ্বর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

[শ্রীমন্তকে লইয়া কেশরীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদতোরণ।

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। কাঞ্চন! কাঞ্চন!

কেশার মার প্রবেশ।

কেশার মা। কোথায় যাচ্ছ বৌমা?

ভবানী। ছাড় মা—ছাড, কাঞ্চনকে নিযে আসি। অভিমানী ছেলে দুর্জ্জয় অভিমানে ধূলিশয্যায় প'ড়ে আছে। ও মা, দোহাই তোমাব! আমায় ছেড়ে দাও, আমি ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে আসি—

কেশাব মা। কাকে আনবে মা? হাজাব ডাকলেও সে আর সাড়া দেবে না।

ভবানী। না—না, তুমি জান না। সে কি আমার তেমন ছেলে? অর্দ্ধদগ্ধ অবসন্নদেহে সে আমার ডাকে ছুটে এসেছিল। ছাড়ো মা—ছাড়ো, কেন বাধা দিচ্ছ?

কেশার মা। আর যে কোন উপায় নেই মা!

ভবানী। কে বলে উপায় নেই? আমি যাবো, দেখি কার সাধ্য আমার গতিরোধ করে।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। রাণী-মা—রাণী-মা! এই নাও তোমাদের পরম শত্রুর ছিন্ন শির! [শ্রীমন্তের ছিন্ন শির ফেলিয়া দিল।]

ভবানী। সরে যাও!

কেশরী। কোথায় চলেছ রাণী মা?

ভবানী। কাঞ্চনকে নিয়ে আস্‌ছি, সর—সর!

কেশরী। কাঞ্চনকে নিয়ে আস্‌বে? হায় মা! যম যাকে নেয়, তাকে যে আর ছেড়ে দেয় না।

নেপথ্যে। জয় সুলতান ঈশা খাঁর জয়!

কিশোরী। জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়!

কেদার রায়ের প্রবেশ।

কেদার। আবার বল্—আবার বল্, জয় মহারাজ চাঁদ রায়ের জয়! কেশা! মর্‌তে পার্‌বি?

কেশা। কেন পার্‌বো না দাদা?

কেদার। তবে আয়, দুজনে তোরণদ্বার আগ্‌লে দাড়াই; দেখি, কে এমন শক্তিমান যে আমাদের হঠিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করে!

ঈশা খাঁ ও এনায়েতের প্রবেশ।

ঈশা খাঁ। আমি।

কেদার। ঈশা খাঁ! কেদার রায়ের শক্তির পরিচয় পাও নি?

ঈশা খাঁ। পেয়েছি; তুমিও পাবে আজ ঈশা খাঁর শক্তির পরিচয়। সহজে দ্বার খুলে দাও কেদার রায়! নইলে তুমি আমার বন্দী।

কেদার। দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে ফিরে যাও ঈশা খাঁ, নইলে তুমি আমার বধ্য।

এনায়েৎ। তবে চলুক্ অস্ত্র—

কেশরী। চলুক লাঠি—

ঈশা খাঁ। কেদার রায়!

কেদার। ঈশা খাঁ!

দুই পক্ষ যুদ্ধোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল, সহসা আলেয়া আসিয়া মধ্যে দাঁড়াইল।

আলেয়া। সন্ধি।

ঈশা খাঁ ও এনায়েৎ। আলেয়া!

কেদার ও কিশোরী। শাহাজাদি!

আলেয়া। সন্ধি কর, না হয় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আমি আগে প্রাণ দিই, আমার মৃতদেহ মাঝখানে রেখে তোমাদের জয়-পরাজয় নির্ণীত হোক্।

ঈশা খাঁ। তুমি যে ভগ্নী—আদরের দুলালী আমার!

কেদার। তুমি যে মা—অতিথির বেশে নারায়ণ।

আলেয়া। তবে ফেলে দাও অস্ত্র! [দুই পক্ষ মন্ত্রমুগ্ধের মত অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিল।] ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একই অক্ষয় বটের দুটী শাখা তোমরা, একই বাঙলা মায়ের দুটী সন্তান তোমরা হিন্দু-মুসলমান, একজনের গায়ে বিস্ফোটক হ'লে আর একজনকে বিষের জ্বালা সইতে হয়, একের ঘরে আনন্দের স্রোত এলে অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লে যায়,—তোমরা এমনি ক'রে নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাবে? তোমরা তো বনের পশু নও, তোমরা তো কৃমিকীট নও! তোমরা মানুষ, তোমরা বীর, তোমাদের ভ্রাতৃস্নেহের অমৃতধারায় বাঙলার মাটি সরস হ'য়ে উঠুক্—হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিতে বাঙলায় একটা মহা-মানবের জাতি গ'ড়ে উঠুক্!

ঈশা খাঁ। তাই হোক্ ভগ্নী! তোমার জন্যই আমার এ অভিযান। তোমাকে যখন পেয়েছি, আর আমি যুদ্ধ করবো না।

কেশরী। জয় রাজা কেদার রায়ের জয়!

এনায়েৎ। জয় সুলতান ঈশা খাঁর জয়!

আলেয়া। না—না, বল জয় বাঙলা মায়ের জয়!

কেশরী ও এনায়েৎ। জয় বাঙলা মায়ের জয়!

স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণময়ী। দেখ্‌তে এলুম, শ্মশানের বহ্নিজ্বালায় উৎসবের বাঁশী কেমন বেজে উঠেছে!

ভবানী। সোনা—সোনা—

আলেয়া। না মা, আর মায়া বাড়িও না; ও আর তোমাদের নয়, আজ হ'তে ও আমার। এসো বোন্ আমার সঙ্গে; আমরা দুই জনে মিলে দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য অশ্রুর দরিয়া বইয়ে দিই এসো! আমি ডাক্‌বো খোদাকে, তুমি ডাক্‌বে তোমার ভগবানকে, দেখি খোদা আর ভগবান হাত ধরাধরি ক'রে এসে আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়ায় কি না!
[স্বর্ণময়ীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।]

এনায়েৎ। আলেয়া!

আলেয়া। এ জন্মে আর নয় স্বামী! ফিরে যাও তুমি আরাবল্লীর পাদদেশে। তোমার এ হিংস্র স্বভাব এ জন্মের সাধনায় দূর কর, পরজন্মে আমি তোমার ক্রীতদাসী হ'য়ে থাক্‌বো।

[স্বর্ণময়ী সহ প্রস্থান।

এনায়েৎ। পরজন্মে নয়, এ জন্মেই আমি তোমাকে চাই! বিদায় জাঁহাপনা! আমার পৃথিবী এক দিকে, আর আলেয়া এক দিকে—

[তরবারি রাখিয়া প্রস্থান।

ঈশা খাঁ। কেদার রায়! সোনাকে তোমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে

নিয়ে ঘরছাড়া করেছি, তার প্রতিদানে আমার ভগ্নীকে বিসর্জ্জন দিলুম; এইবার আমায় বন্ধু ব'লে গ্রহণ কর—

কেদার। তাই হোক্ ঈশা খাঁ! আজ হ'তে আবার আমরা পরস্পরের বন্ধু। এস বন্ধু, আমার পুত্রের শবযাত্রার অনুগমন করতে আমি তোমায় নিমন্ত্রণ করছি—

[ঈশা খাঁ ও কিশোরীসহ প্রস্থান।

ভবানী। সোনা—সোনা—

কোটীশ্বরের বিগ্রহ লইয়া সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। এই নাও মহারাণী! তোমাদের কোটীশ্বর—

গীত।

ওমা, প্রণাম কর—প্রণাম কর।
সকল দাগা জু'ড়িয়ে যাবে, এই রতনে জড়িয়ে ধর।
যতই দুঃখ পেয়ে থাকিস্, সবই আছে গোণা,
সওয়ার গুণে সেই ধুলো তোর হবেই হবে সোনা,
মাগো তোমার চোখের ধারায় বিশ্বজগৎ আপন হারায়,
ওমা, মরবে যদি সবাই মিলে এই সাগরে ডুবে মর॥

[প্রস্থান।

ভবানী। কোটীশ্বর! কোটীশ্বর! এসেছ তুমি? আমায় সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ফিরে এসেছ? এসো—এসো দয়াল! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[কোটীশ্বরের বিগ্রহ বুকে করিয়া প্রস্থান।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

সমাপ্ত।